গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

সরলা এরেন্দিরা ও অন্যান্য গল্প

BanglaBook.org

চৌদ্দ বছরের কিশোরী এরেন্দিরার দুর্ভাগ্য চরম আকার ধারণ করে দাদীমার বিলাসবহুল প্রাসাদে আশ্রয় নেয়ার পর থেকেই। দাদীমার মতে এরেন্দিরার জন্য সে যা করেছে সেই ঋণ শোধ করতে তার সারাজীবন লাগবে। শুরু হয় এরেন্দিরার দেহপসারিণীর জীবন। প্রতিদিন প্রতিরাত দাদীমা তাকে বিক্রি করতে লাগল অগণিত পুরুষের কাছে। দুর্ভাগ্যের বেড়াজালে ক্রমশ শৃঙ্খলিত হতে থাকে সে। এই সময়েই এরেন্দিরার সাথে পরিচয় হয় ইউলিসিসের। মুক্তির স্বপ্ন তার মনে উঁকি দিতে শুরু করে। গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র এরেন্দিরার দাদীমা। থলথলে চর্বিবহুল দেহ। সারাদিন একটা চেয়ারে বসে থাকেন যা দেখতে সিংহাসনের মতো। সামনে রাখা থাকে প্রচুর খাবার। বড় বড় থাবায় সেই খাবারগুলো খেতে খেতে এরেন্দিরাকে অনবরত উপদেশ দিতে থাকেন তিনি। এরেন্দিরার জীবনের উপর দাদীমার কর্তৃত্ব যেমন মর্মস্পর্শী একই সাথে তার নিজের জীবনের মতোই কৌতূহল উদ্দীপক। আর তাই গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাদীমার চরিত্র পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করবে। তাকে বলা যায় বর্তমান ল্যাটিন আমেরিকা এবং বাকী দুনিয়ার দুর্নীতিপরায়ণ বিভিন্ন সংস্থা এবং রাজনীতিবিদদের বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি। এরেন্দিরার জীবনের কাহিনী যেমন হাস্যকর তেমনি মর্মস্পর্শী। ঘটনার প্রতিটি বর্ণনা গল্পের চরিত্রের মুখ থেকে বেরুনো প্রতিটি বাক্য মিলে এক ধরনের যাদুবাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছে।

www.BanglaBook.org

La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada

(Innocent Erendira and Other Stories)

By

Gabriel Garcia Marquez

১৯৮২ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী লেখক

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

সরলা এরেন্দিরা

ও

অন্যান্য গল্প

অনুবাদ : সালেহা চৌধুরী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সন্দেশ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সন্দেশ

ISBN-978-984-8088-27-2

সরলা এরেন্দিরা ও অন্যান্য গল্প

মূল : গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

অনুবাদ সালেহা চৌধুরী

La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira
y de su abuela desalmada
by
Gabriel Garcia Marquez
First published 1972

© 1972 Gabriel Garcia Marquez
অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০০৪

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০৪
দ্বিতীয় প্রকাশ অক্টোবর ২০১১

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail info@sandeshgroup.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট, দোতলা, ঢাকা-১১০০।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

১৩২.০০ টাকা

অনুবাদকের উৎসর্গ

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-কে
যারা ভালবাসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদকের কথা

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের বই "হান্ড্রেড ইয়ারস অব সলিচুড" প্রথম হাতে পেয়েছিলাম উনিশশ চুয়াত্তর সালে, লন্ডনের একটি অত্যন্ত সাধারণ দোকানে।

বাড়িতে এনে বইটি উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল আমি এক বিশাল অরণ্য, এক অচেনা, অজানা মহাদেশের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছি। ম্যাজিক রিয়ালিজম বা যাদু বাস্তবতা সম্বন্ধে তখনো আমার ধারণা তেমন স্বচ্ছ ছিল না। আরব্য উপন্যাসের যাদুর কার্পেটের মতো রূপকথার বাইরে, এমন সিরিয়াস বইও কিভাবে বাস্তবতার সঙ্গে যাদু বাস্তবতার যোগ হয়, কোন কৌশলে এ জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যের উপাদান হয় এবং তা মোটেই বেমানান লাগে না, বোঝার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম। বার বার পড়তে পড়তে চলে যেতাম আবার প্রথম পাতায়, আসলে শুরু হয়েছে কোনখান থেকে এই দীর্ঘ কাহিনী তা বুঝতে। এই বোঝা না বোঝার দোলাচলে চিত্ত জেনেছিল আমি দাঁড়িয়ে আছি এমন এক বিশাল মহৎ হিমালয়ের মতো পর্বতমালার পাদদেশে, না হলে এক বিশাল বনভূমির মুখোমুখি যার স্বাদ আমার জীবনে নতুন। বলেছিলাম একেবারে স্বতঃসিদ্ধভাবে এই বইটি নোবেল প্রাইজ পাবে। কেন পাবে তার ব্যাখ্যা করতে বললে কথা হারিয়ে যাবে জানি কিন্তু সেদিন আমি যা বুঝেছিলাম এগারো বছর পর ১৯৮৩ সালে আমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলো। ছয় জেনারেশনের ল্যাটিন আমেরিকার পটভূমিকায় এই বিশাল গ্রন্থ যখন আমি অন্য বইয়ের ভিড়ে আর মনে করছি না, যখন মার্কেসকে আর বিভিন্ন লাইব্রেরিতে খুঁজে ফিরছি না, তখনই ঘটলো সেই ঘটনা। শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হলেন এই অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক। নোবেল পেয়ে গেলেন। নোবেলের ইতিহাসে যে কয়েকজন যথার্থই এই পুরস্কারের উপযুক্ত তার মধ্যে নিঃসন্দেহে মার্কেস একজন। আমার ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হলো। আমি আনন্দিত হলাম। বুঝলাম এই পৃথিবীর বিরাট গ্রন্থশালায় দেশ বা মহাদেশ, ভাষা বা পরিবেশ, পটভূমি বা অচেনা মানুষ কোনো বড় কথা নয়। আসলে আমাদের পরিচয় পৃথিবীর মানুষ। যে পৃথিবী চেনা জানা গ্রহের মধ্যে সবচাইতে সুন্দর ও একক।

আমি তখন আবার খুঁজে পেতে মার্কেজের বই বা গল্প পড়তে শুরু করলাম। শিউরে উঠলাম এরেন্দিরার গল্প পড়ে। আতঙ্কিত হলাম "আমি তো কেবল টেলিফোন করতে এসেছি" গল্পটি শেষ করে। মনে হলো এভাবে কেন শেষ হলো মারিয়ার গল্প? কেন মার্কেস পাঠকদের দাঁড় করিয়ে দিলেন এক দুর্মর কালডিসাকের

সামনে? কেমন করে মারিয়া বেরিয়ে আসবে সেই ক্রুর, নিষ্ঠুর, নির্দয়, ভয়ানক পাগলা গারদ থেকে ভাবতে ভাবতে রাতই প্রায় শেষ হলো। অনুবাদ করলাম গল্পটি। ঢাকার "বাংলার বাণীতে" তা প্রকাশিত হলো। এরেন্দিরা অনুবাদ করে তা দিলাম রঞ্জু রাইমের হাতে। ও তখন "আজকের সভ্যতার" সহ সম্পাদকের কাজ করত। সেখানেই ছাপালো "সরলা এরেন্দিরা এবং তার ভয়ংকরী দাদিমা"। সেই সব অনুবাদে মূল গল্পটিকে বলতে চেয়েছি, অনেকাংশে আক্ষরিকতার দিকে খেয়াল না করে। আমার উর্ধ্বশ্বাস গতি সব অক্ষরকে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দিয়েছিল এর মূল গল্পটিকে। যেমন করে হোক গল্পটিকে বলে ফেলতে হবে। "সন্দেশ" যখন এগুলো ছাপতে চাইলেন তখন আমি মূল গল্প ও অক্ষর সব দিকেই সমান গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করলাম। তাই নতুন করে অনুবাদ করতে চেয়ে মূল রচনার সঙ্গে অনুগত থাকতে চাইলাম। তবে দু এক জায়গায় বড় বাক্যকে ভাঙ্গা হয়েছে, বাক্য গঠনে কিছুটা শব্দের এদিক ওদিক হয়েছে। এ ছাড়া আমি মোটামুটি অনুবাদে সৎ থাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সুন্দর হয়েছে কিনা সে দায়িত্ব পাঠকের হাতেই থাক। অনুবাদের দুটি গল্পে দুই লাইন ভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখেছি। ভেবেছি সে ভাষা স্পানিশ। স্পানিশ ভাষা ভালো জানে এমন একজনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এ স্পানিশ নয়। বার্সেলোনার আশেপাশে ব্যবহৃত এ ভাষা ক্যাটেলান। যে ভাষা উনি জানেন না তবে কাছাকাছি মানে কি হতে পারে তা বলবার চেষ্টা করেছেন। আর যে সব নাম এসব গল্পে আছে তার আসল উচ্চারণ কি হতে পারে সঠিক জানি না। আমি তাই ধ্বনিগতভাবে যেমন করে বলা উচিত ইংরেজি লেখায় তেমনি করেই লিখতে চেয়েছি। ভাগ্যিস হোসে নামটির উচ্চারণ আমার জানা ছিল। না হলে হয়তো একে জশ বলতাম। হোসে সারামাগোর নাম ঠিক মতো বলতে শিখিয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নজরুল বিশারদ রফিকুল ইসলাম।

এখানে আমি "সরলা এরেন্দিরা এবং তার ভয়ংকরী দাদিমা" ছাড়াও মোটামুটি একই ধরনের আরো তিনটি গল্প বেছে নিয়েছি।

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার ব্যাপারে তার খবর ছাপা হয়েছিল সংবাদপত্রে "The Colombian writer Gabriel Garcia Marquez was awarded the Nobel Prize in literature for his novels and short stories, in which the fantastic and the realistic are combined in a richly composed world of imagination, reflecting a continent's life and conflicts. পাবলো নেরুদা তার সম্বন্ধে বলেছিলেন "perhaps the greatest revelation in the Spanish language since the Don Quixote of Cervantes

যারা মার্কেস ভালোবাসেন তাদের কাছে এই সাহিত্যিকের দীর্ঘ পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

অনুবাদ করতে গিয়ে যা দেখেছি সে এই গল্পের ভেতর সরাসরি কখন লেখক চলে আসেন। "চলুন পাঠক দেখুন আনোয়ারা বেগমের অন্দর মহলে কি হইতেছে" ঠিক এই ভাবে নয়, তিনি চলে আসেন তার নিজস্ব ভঙ্গিতে।

যেমন এরেন্দিরা গল্পের মাঝখানে যখন এরেন্দিরা তার কষ্টের সর্বোচ্চ শিখরে, পায়ে শেকল বেঁধে যন্ত্রণায় হাত পা ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দ, মার্কেস বলেন "ঠিক এই সময়ই আমি তাদের কথা জানতে পারি। তাদের সেই জাঁক-জমকের মুহূর্ত"। তারপর লেখক আরো বলেন চারণ কবি রাফায়েল এসকালুনের গানের ভেতর যে এরেন্দিরার কথা আছে তাকে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। তিনি এরেন্দিরাকে সেই জায়গার বাজারে, রেডলাইট এলাকায়, একেবারে নগ্ন অবস্থায় মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখেছেন। আমার প্রথম অনুবাদে এ জায়গাটি বাদ দিলেও পরের অনুবাদে বাদ দিলাম না। কারণ এখানে মার্কেজের লেখার স্বকীয়তা প্রকাশিত যা তার অনুবাদেও থাকা প্রয়োজন বলে আমার বিশ্বাস।

আবার "আমি তো কেবল টেলিফোন করতে এসেছি" গল্পটি লিখতে লিখতে মারিয়ার যাদুকর স্বামী সার্টানো প্রসঙ্গে তিনি বলছেন "এই গল্পটি লিখতে লিখতে আমার মনে হলো বার্সেলোনাতে আমরা কখনো ওর আসল নাম জানতাম না।" এবং এরপরেও আরো একটু সার্টানো প্রসঙ্গে। এই গল্পে আর একবার তিনি চলে এসেছেন উত্তম পুরুষে।

এ স্টাইল ভালো কি মন্দ বলা কঠিন। তবে এ তার নিজস্ব স্টাইল।

যেমন এরেন্দিরার আভাস ছিল "শতবর্ষের নির্জনতার" মধ্যে। তাকে নিয়ে পরে লিখেছেন দীর্ঘ গল্প তেমনি সিনেটর ওনেসিমো সানজেযের নাম কেবল একবার উল্লেখিত হয়েছে এরেন্দিরার গল্পে। আর পরে একে নিয়ে একটি মোটামুটি বড় গল্প লিখেছেন। নাম দিয়েছেন "Death constant beyond love" আমি যার অনুবাদ করেছি "ভালোবাসার ওপারে স্থির মৃত্যু"।

এই গল্পগুলো কেন বাছলাম তার কোনো বিশেষ কারণ নেই। এরেন্দিরার গল্পের পরে মনে হলো মারিয়া, সিনেটর সানচেয, মারিয়া ডস এবং যে মেয়েটি ছটায় রেস্তরাঁয় আসে তাদের গল্পগুলো লিখলে মন্দ হয় না। কারণ এরা সকলেই যন্ত্রণার ভুবনে হাত ধরাধরি করে আছেন। ইচ্ছা থাকলো আরো গল্প অনুবাদ করবার। তার কলেরার সময়ে ভালোবাসার গল্প, এমনকি তার জীবনের কথা, সব কিছু।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূচী

সরলা এরেন্দিরা এবং তার ভয়ংকরী দাদিমা # ১৩
ভালোবাসার ওপারে স্থির মৃত্যু # ৫৫
যে মহিলা ছটায় এসেছিলেন # ৬৩
আমি তো কেবল টেলিফোন করতে এসেছি # ৭৩

নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর প্রথম লিখিত প্রতিক্রিয়া # ৮৮
নোবেল বক্তৃতা : লাতিন আমেরিকার নিঃসঙ্গতা # ৯০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সরলা এরেন্দিরা এবং তার ভয়ংকরী দাদিমা

১

দাদিমাকে গোসল করাতে ব্যস্ত এরেন্দিরা, তক্ষুনি দুর্ভাগ্যের কালো হাওয়া গ্রাস করলো তাকে। মরুভূমিতে চকচকে উজ্জ্বল চাঁদের মতো দাদিমার বাড়ি। একাকি দাঁড়িয়ে থাকা সেই প্রাসাদ, ঝড়ের প্রথম আঘাতে ভিত্তিভূমিসুদ্ধ কেঁপে উঠলো। কেমন এক বন্য দাঢ্যতায় এরেন্দিরা এবং তার বিশাল দাদিমা এসব ঝড় ঝাপটাকে উপেক্ষা করে স্নানের ঘরে ময়ূর পাখিদের ছবির মাঝে, সেই সুন্দর রোমান বাথটাবে সুস্থির মনে নিজেদের কাজে মগ্ন রইলো।

সাদা মস্ত তিমি মাছের মতো এরেন্দিরার দাদিমা তার নগ্ন শরীর বাথটাবে ডুবিয়ে রেখেছে। আর দাদিমার নাতনিটি? এই তো সেদিন চৌদ্দতে পড়লো। হালকা পাতলা শরীর, নরম হাড়গোড় এবং কেমন ভীরু ভীরু নির্বোধ ও অসার হাবভাব। তার কুণ্ঠিত চেহারা, বোধহয় যেন এক পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করছে এমনিভাবে, এমনি দায়িত্ববোধে দাদিমাকে স্নান করাতে ব্যস্ত। পবিত্র স্নানের জলে সুগন্ধি পাতা, কিছু গাছ গাছড়ার ছাল-বাকল। সুগন্ধি বিশুদ্ধ জল। এই সব আগেই সেদ্ধ করে জলে মিশিয়েছে এরেন্দিরা। দৃঢ় সাদা কঠিন কঠিন পিঠে, হাতে, চুলে এবং শক্তিশালী কাঁধে এরেন্দিরা এই সব ছাল-বাকল ঘষে চলেছে। দাদিমার কাঁধের শত শত উলকি যে কোনো সৈনিককে লজ্জা দেবে এমনি বর্ণাঢ্য তারা।

– গতরাতে স্বপ্ন দেখলাম আমার কাছে একটি চিঠি এসেছে। দাদিমা বলেন। যতক্ষণ কথা না বলে থাকা সম্ভব এরেন্দিরা কথা বলে না। এবারে বলে ও – কোন্‌দিন স্বপ্নটা দেখেছেন?

– বিস্যুদবার। দাদিমা জানান।

– তাহলে এ চিঠি কোনো দুর্ভাগ্য আনবে। কিন্তু আমার মনে হয় এ চিঠি আদৌ আসবে না।

দাদিমার গোসল শেষ হলে এরেন্দিরা তাকে পৌঁছে দেয় শোবার ঘরে। কখনো তিনি এরেন্দিরার উপর ভর করে *হাঁটেন না হলে কখনো* যাজকের দণ্ডের মতো শক্ত লাঠিতে। স্থূল শরীর। একা চলা অসম্ভব প্রায়। যতই কঠিন হোক চলা তবু হেঁটে যাওয়ার মধ্যে দাদিমার প্রাচীন রাজকীয় ভাব থাকে।

মস্ত শোবার ঘরের প্রাচীন আসবাবে, কেমন এক স্থূল পছন্দের পরিচয়। শুধু আসবাবই নয় পুরো বাড়ি। দাদিমাকে ঘুমের হাতে তুলে দিতে, তাকে ঠিক করতে, এরেন্দিরাকে আরো পুরো দু ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়। একটু একটু করে গোছা গোছা চুলের জট ভাঙে এরেন্দিরা। চুলে মাখে সুগন্ধি তেল। ভালো মতো আঁচড়ায়। তারপর অনেক সময় ধরে চলে কেশ পরিচর্চা। চিরুনিতে পরিপাটি করে চুল। তারপর ফুল ফুল রাত্রিবাসে সাজায় দাদিমার বিশাল বপু। মুখে পাউডার মাখে। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক পরায়। গালে রুজ মাখে। চোখের পাতায় প্রসাধনী। নখের বিন্যাস করে। এত কিছুর পর দাদিমাকে লাগে জীবনের চাইতে বিশাল এক পুতুলের মতো। এইভাবে দাদিমাকে এক কৃত্রিম বাগানে পৌঁছে দেয় এরেন্দিরা। যে বাগানের ফুলগুলো দাদিমার ড্রেসের মতো মৃত। এরপর এক পুরনো কালের বিশাল চেয়ারে ঠিক পুরনো কালের সিংহাসনের মতো আসনে নিজেকে বিন্যস্ত করেন মহিমান্বিত দাদিমা। এরপর বিপুল প্রবল ধ্বনিময় সঙ্গীত শ্রবণ করেন তিনি, পুরনো দিনের গানের যন্ত্রে। দাদিমা যখন সঙ্গীতে ভাসছে অতীতের জলাভূমিতে, এরেন্দিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ঘর ঝাড়ামোছার কাজে। আজেবাজে আসবাবে পরিপূর্ণ দাদিমার ঘর। আসবাব, বড় ঝাড়বাতি, বিশাল পিয়ানো এবং বিভিন্ন সাইজের ঘড়িতে পরিপূর্ণ এই বাড়ি। সব কিছুই এরেন্দিরার ঝাড়াপোছার জন্য অপেক্ষা করে। মস্ত এক পাত্রে অনেকদূর থেকে সংগৃহীত ঝর্নার জল ধরে রাখা হয়। ইন্ডিয়ানরা ওদের পিঠে করে জল বয়ে আনে। উটপাখির মতো আংটায় সেই জলের পাত্র বসানো। অভিশপ্ত ভয়ংকর আবহাওয়ায় একমাত্র সেই উটপাখি কোনো মতে বেঁচে থাকতে পারে। মরুভূমির মাঝখানে আর সবকিছু থেকে দূরে এই প্রাসাদোপম বাড়ি। এমন এক জায়গা, দুর্ভাগ্যের ঝড়ো হাওয়ায় দলচ্যুত ছাগলও সময় বিশেষে আত্মহত্যা করে।

সেই অভাবনীয় আশ্রয়স্থল তৈরী করেছিলেন এরেন্দিরার দাদির স্বামী। কালোবাজারীতে বিখ্যাত ছিলেন তিনি। কিংবদন্তীর মতো প্রসিদ্ধ। জানাশোনা সকলেই তাকে আমাডিস বলে জানতেন। এই আমাডিস এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন যার নামও আমাডিস। এই দ্বিতীয় আমাডিসই এরেন্দিরার বাবা। কেউ এই পরিবারের ইতিহাস এবং এখানে থাকার কারণ জানে না। তবে যে কথা এই সব ইন্ডিয়ান জানে সে এই, এক বেশ্যার বাজার থেকে সুন্দরী স্ত্রীকে উদ্ধার করেছিলেন বুড়ো আমাডিস। বেশ্যার বাজারটি ছিল আন্টিলেতে। আর স্ত্রীকে উদ্ধার করতে তরবারি যুদ্ধে একজনকে হত্যা করতে হয়েছিল তাকে। এরপর এই মহিলাকে মরুভূমির মধ্যে, সকল কষ্টের লাঘব ঘটিয়ে চিরকালের মতো স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর বুড়ো মারা গেলেন এক ম্যাজমেজে জ্বরে এবং যুবক আমাডিস প্রাণ হারালেন আর এক নারী সংক্রান্ত যুদ্ধে। গুলির আঘাতে। দাদিমা দুজনাকেই বাড়ির আশেপাশে সমাধিস্থ করেছিলেন। এরপর চৌদ্দজন ইন্ডিয়ান চাকরানীকে খালিপায়ে তাড়িয়ে দিলেন দাদিমা। তারপর সেই গোপন প্রাসাদে জারজ নাতনিসহ

BanglaBook.org

বাস করতে লাগলেন। স্বপ্ন ও সুখে দাদিমার দিন কাটতে লাগলো। তার এই জারজ নাতনির জীবনের বিনিময়ে ভালোভাবেই চলছিল তার রাজকীয় সময়। জন্মের পর থেকে এই নাতনিকে বড় করছেন এরেন্দিরার দাদিমা।

এ বাড়ির সবগুলো ঘড়িতে চাবি দিতে, সময় ঠিক করতে এরেন্দিরার সময় ব্যয় হয় পুরো ছয়ঘণ্টা। কিন্তু যেদিন এরেন্দিরার দুর্ভাগ্য দরজায় হাজির সেদিন ঘড়িতে দম দেওয়া ছিল পরদিন সকাল পর্যন্ত। কিন্তু অন্যভাবে এরেন্দিরা নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল। দাদিকে গোসল করাতে, ভালোমতো ও অতিরিক্ত কাপড় পরাতে, সাজাতে। এরপর ঘরের মেঝে পরিষ্কার, দুপুরের খাবার তৈরী, কৃষ্টালের ঝাড়পাত্রকে ঝকেঝকে উজ্জ্বল করা, সেই উট পাখী আংটায় রাখা জলপাত্রকে জলে পরিপূর্ণ করা এসবে। বাবা ও দাদার কবরের পাশের মরুভূমির গাছগুলোকে প্রচুর শান্ত শীতল জল খাইয়ে নধর রাখা এই সবেও সময় ব্যয় করছিল ও। এই সব করতে যুদ্ধ করতে হয়েছিল তাকে মরুভূমির ক্রোধিত ঝড়ের অসহ্য আগুনের সঙ্গে। কিন্তু এরেন্দিরা তখনো একেবারেই বুঝতে পারে নি এই ঝড়ই তার জীবনে দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে। রাত বারোটায় সে দাদিমার শ্যাম্পেনের সর্বশেষ গ্লাসটি পরিষ্কার করছিল। হঠাৎ রান্নাঘরে ছুটে যেতে হয় তাকে ঝোলের গন্ধে। জেগে উঠে ছুটে চলার মতো। কিন্তু ভেনিসের গ্লাস যেন ঠিক মতো ঝকঝকে থাকে সেদিকে খেয়াল রেখে, প্রায় অলৌকিক গতিতে। উথলে ওঠা পাত্র কোনোমতে চুলো থেকে নামায় এরেন্দিরা। এরপর সুপের পাত্র চুলোয় বসায়। এতক্ষণ পর সুযোগ হয় একটি ছোট টুলে রান্নাঘরের চুলোর পাশে বসতে। ক্লান্তিতে চোখ ঢাকে। তারপর দুচোখের ক্লান্তি মুছে চোখ খোলে। ধূমায়িত খাবার ঢালে পাত্রে। এ মুহূর্তে ওর দিকে তাকিয়ে মনে হয় ক্লান্ত এরেন্দিরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করছে। ও ঘুমায় ও কাজ করে।

দাদিমা মস্ত এক ডাইনিং টেবিলের সর্বপ্রধান চেয়ারে বারোটি উজ্জ্বল ঝকঝকে মোমবাতি জ্বালিয়ে সেগুলো মোমবাতিদানিতে রেখে খাবারের অপেক্ষায়। এই ডাইনিং টেবিলটি এতবড় যেখানে বারোজন মানুষ অনায়াসে বসতে পারে ও খেতে পারে। খাবারের ঘণ্টা বাজান রাজকীয় ভঙ্গিতে এরেন্দিরার দাদি। এরেন্দিরা বাজনার শব্দে খাবার হাতে উপস্থিত। সুপ পরিবেশনে ব্যস্ত এরেন্দিরার পানে চেয়ে দাদিমা দেখতে পান ঘুমে জড়িয়ে আছে এরেন্দিরার চোখ। ওর চোখের সামনে দুহাত মেলে দাদিমা এমনভাবে হাত নাড়েন মনে হয় তিনি এক অদৃশ্য কাচের জানালা মুছছেন। এরেন্দিরা ঘুম চোখে সে হাত নাড়া খেয়াল করে না। দাদিমা তাকিয়ে দেখছেন এবং ওর চলাকে অনুসরণ করছেন। যখন এরেন্দিরা রান্নাঘরের দিকে যেতে চায় দাদিমা ডাকেন – এরেন্দিরা।

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে এমনি ভাবে ডাকের সাড়া দিতে গিয়ে এরেন্দিরা সুপের পাত্র ফেলে দেয় মেঝেতে।

– ঠিক আছে। কেমন এক কোমল মিষ্টি স্বর দাদিমার। চলতে চলতে ঘুমিয়ে পড়েছিলে তুমি। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে এরেন্দিরা বলে – কি করবো দাদিমা আমার

BanglaBook.org

অভ্যাসই এমন। তখনো দু চোখ ঘুমে ভারী হয়ে আছে। এরেন্দিরা সুপের পাত্র সেই কার্পেট থেকে তুলে, মেঝের কার্পেটের দাগ মুছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

– এখন রাখো। বিকালে ধুয়ে ফেলো। এরেন্দিরা বুঝতে পারে আরো নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত হলো কার্পেট পরিষ্কারের দায়িত্ব। অতএব সোমবারের কাপড় ধোওয়ার কাজও তাকে করতে হবে এখন। সেই চিরাচরিত টাবে খাবার ঘরের দাগ পরিষ্কার। তখন বাড়িতে ঢুকে পড়েছে ঝড়। বাইরে বেরুনোর পথ খুঁজছে। কাজে এত ব্যস্ত এরেন্দিরা বুঝতেই পারে নি রাত কখন ঘিরে ফেলেছে ওকে। খাবার ঘরের কার্পেট মোছার সঙ্গে সঙ্গে রাতও ছড়িয়ে পড়ে ওর চারপাশে। তখন ঘুমোতে যাবার সময় এরেন্দিরার।

দাদিমা পিয়ানোর সামনে বসে কখন থেকে পিয়ানো বাজানোর চেষ্টা করছেন। গাইছেন যৌবন কালের শেখা কোনো এক গান। অত্যন্ত উঁচু পুরুষালী গলায়। তার দুচোখের পাতা আবেগের অশ্রুতে সিক্ত। তারপর আপন শয্যায় মসলিন রাত্রিবাসে ঘুমোতে গিয়ে মনে পড়ে ফেলে আসা দিনের সুখ স্মৃতি। বলেন অন্যকথা।

– কালকে তুমি বসার ঘরের কার্পেট ধোবে। কবে থেকে বসার ঘরের কার্পেট সূর্যআলোর মুখ দেখে না। সেই প্রচণ্ড গোলমালের সময় একবার সূর্যের মুখ দেখেছিল। তারপর আর নয়।

– আচ্ছা দাদিমা। মেয়েটি উত্তর করে। এক পালকের পাখায় মহিমান্বিত অভিভাবিকাকে বাতাস করছে এরেন্দিরা। ঘুমোতে ঘুমোতে কবিতা আবৃত্তির মতো দাদিমা ওকে বলেন আগামীকাল ওকে আর কি কি করতে হবে। তালিকা দীর্ঘ। – আর আজ রাতে ঘুমোতে যাবার আগে সবগুলো কাপড় ইস্ত্রি করবে। পরিষ্কার বিবেক নিয়ে যাতে ঘুমোতে পারো সেই কারণে।

– আচ্ছা দাদিমা।

– এরপর আলমারির সব কাপড়গুলো পরীক্ষা করবে পোকায় কাটলো কিনা সেই কারণে। ঝড়ের রাতে পোকাগুলোও কেমন ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে।

– আচ্ছা দাদিমা।

– এরপর যে সময় থাকবে হাতে সবগুলো ফুলের টবকে বাইরে নিয়ে যাবে। যেন ফুলের টবের গাছগুলো বাতাস পায়।

– আচ্ছা দাদিমা।

– উট পাখিকে খাওয়াতে ভুলো না।

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে এমন আদেশ করবার অভ্যাস দাদিমার বংশগত। এইভাবে ঘুমিয়েও দাদিমা জেগে থাকেন। এরেন্দিরাও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক কাজ করতে পারে। রাতের শেষ কাজ দাদিমার ঘুমের ঘোরে ছুঁড়ে দেওয়া নানা সব আদেশের উত্তর করা। খুব ধীরে ঘর পরিত্যাগ করতে করতে এরেন্দিরা শুনতে পায় দাদিমার ঘুম-জড়ানো আদেশের রেশ – কবরের পাথরগুলো যেন পানি পায়।

– আচ্ছা দাদিমা।

BanglaBook.org

– আমাডিসরা যদি এসে পড়ে বলো এখানে না আসতে। কারণ পারিফিওরা দলবলসহ অপেক্ষা করছে ওদের মেরে ফেলতে। এ কথার কোনো উত্তর করেনা এরেন্দিরা। কারণ এবারে সে বুঝতে পেরেছে দাদিমা পুরো ঘুমের ঘোরে ভুল বকতে শুরু করেছে। কিন্তু আগের আদেশগুলো ঠিকই ওর কানে গেছে। সব শেষ করে সবগুলো জানালা বন্ধ করে খাবার ঘর থেকে একখানি মোমবাতি আনে এরেন্দিরা। মোমবাতি হাতে চলতে চলতে সে শোনে

ঝড়ের শব্দের মধ্যে দাদিমার ভারী ঘুমন্ত নিঃশ্বাসের শব্দ।

এরেন্দিরার ঘরটিও নানা সব সৌখিন জিনিসে পরিপূর্ণ। ঠিক দাদিমার ঘরের জিনিসের মতো নয় যদিও। তবু আছে নানা সব কাপড়ের পুতুল, নানা সব খেলনা পশুপাখি। অতি অল্পদিন আগের ফেলে আসা ছেলেবেলা। ক্লান্ত এরেন্দিরা বিবিধ হাজারো কাজের পর বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। কাপড় ছাড়বার শক্তি পর্যন্ত তার নেই। পাশের টেবিলে জ্বলছে রান্নাঘর থেকে বয়ে আনা মোমবাতি। এবং এর পরেই দুর্ভাগ্যের ঝড়ো হাওয়া ঢুকে পড়ে ঘরে। ঢুকে পড়ে একপাল দুরন্ত পাগলা কুকুরের মতো। মোমবাতি উল্টে পড়ে টেবিলে। ঠিক পরদার পাশে রাখা মোমবাতি।

২

ঝড়ো বাতাস যখন হয়ে ওঠে প্রসন্ন বাতাস, শেষ আগুনের শিখা নিভে যায়, কিছু গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়ে, ভস্মীভূত প্রাসাদের ছাই কঠিন হয়ে ওঠে। আশেপাশের চেনা জানা আদি ইন্ডিয়ান সকলেই সাধারণ মানুষ, ধ্বংসস্তূপ হতে কিছু জিনিস উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। পোড়া উটপাখির ঝলসানো শরীর, পিয়ানোর পোড়া ফ্রেম, কোনো মূর্তির ভাঙ্গা আবয়ব এই সব। দাদিমা এই ধ্বংসস্তূপে কঠিন আপসহীন অকৃত্রিম বিষাদে নিশ্চল, স্থির। দুই আমাডিসের কবরের মধ্যে বসে আছে এরেন্দিরা। কান্না থেমে গেছে তার। এইভাবে বসে থাকতে থাকতে দাদিমা যখন জেনে যান এই পোড়া ধ্বংসাবশেষে খুব কম জিনিসই রক্ষা পেয়েছে তার, যেন এরেন্দিরার জন্য এক আন্তরিক দুঃখ হৃদয়ে, এমনিভাবে বলেন – হায়রে হতভাগিনী ! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি বলতে বলতে – তোর জীবন এত দীর্ঘ নয় এত কিছুর ঋণ শুধবার। কিভাবে এত কিছু পরিশোধ করবি তুই।

এরপর দাদিমা আর একটুও দেরী করতে রাজী নয়। বৃষ্টির নাকের সামনে দিয়ে গ্রামের এক মোটামুটি স্বচ্ছল বিপত্নীক দোকানদারের কাছে যান এরেন্দিরাকে নিয়ে। রোগা পাতলা এই দোকানদার মরুভূমিতে কুমারী কন্যার কৌমার্য ভাঙ্গতে কি পরিমাণ দিলদরিয়া হতে পারেন তা তার জানা ছিল। দাদিমা ভাবলেশহীন কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে। দোকানদার এরেন্দিরার শরীরের সর্বস্ব পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা বা জরিপ বৈজ্ঞানিকভাবে শুরু হয়। ওর জংঘার শক্তি, স্তনদ্বয়ের পরিমাপ, গোলাকার নিতম্বের সঠিক রূপ, সবকিছু। পরীক্ষাকালে একটিও কথা বলেন না দোকানদার।

BanglaBook.org

একসময় মেয়েটির শরীরের মূল্য কত হতে পারে মস্তিষ্কে তার হিসাব কষেন। তারপর এরেন্দিরাকে দাড়িপাল্লায় তুলে ওজন করেন। দেখেন ওর ওজন মাত্র নব্বই পাউন্ড। বলেন ওজন করবার আগেই – এত এখনো নাবালিকা। অপরিণত। ওর স্তনগুলো মোটেই পরিপুষ্ট নয়। কুত্তির স্তনের মতো ছোটো। তারপর ওজন করে বলেন – একশ পেসোর বেশি এর দাম হতে পারে না। এমন কথা দাদিমা জীবনেও শুনেছেন বলে মনে হয় না। হুংকার দিয়ে বলেন

– নতুন আনকোরা কুমারী কন্যার মূল্য মাত্র একশ পেসো? কুমারী মেয়ের গুণাবলী সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা বা শ্রদ্ধা আছে বলে আমার মনে হয় না জনাব।

– ঠিক আছে তাহলে একশ পঞ্চাশ পেসো। জানায় বিপত্নীক জহুরী।

– এই মেয়ে আমার মিলিয়ন পাউন্ডের চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। তোমার রেটে চললে ওকে আরো দুশো বছর বাঁচতে হবে আমার ঋণ শুধতে।

– তোমার ভাগ্য ভালো। জানায় দোকানদার। – সবচাইতে যা উপাদেয় লাগছে আমার তা ওর বয়স।

ঝড় শুরু হয়েছে আবার। মনে হয় দোকানদারের বাড়ি ভেঙ্গে ফেলবে ঝড়। ঘরে বাইরে সমানভাবে বৃষ্টি পড়ছে। দাদিমা এই ধ্বংসযজ্ঞে একা এমনি মনোভাবে চেয়ে দেখেন দোকানদারকে। বলেন দোকানদারকে – তোমার দাম আর একটু বাড়াও না বাপু। তিনশ পেসো কর।

– না।

– দুশো পঞ্চাশ করো তাহলে। শেষ পর্যন্ত দোকানদার রাজি হয় দুশো কুড়ি পেসো এবং সঙ্গে আরো কিছু আনুষঙ্গিক খরচসহ। ইশারায় এরেন্দিরাকে বিপত্নীক দোকানদারের সঙ্গে যেতে বলেন দাদিমা। দোকানদার এরেন্দিরার হাত ধরে এমনভাবে চলেছেন যেন তিনি ওকে কোনো এক স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন প্রথমবারের মতো।

– আমি তোর জন্য এখানে অপেক্ষা করবো। এরেন্দিরার দাদিমা বলেন।

– আচ্ছা দাদিমা। এরেন্দিরার স্বভাবসুলভ নিচু, বিনীত, কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর। বাড়ির পেছনে একটি চালাঘর। চারটি বড় বড় শক্ত ইঁটের কলামের উপর দাঁড়িয়ে। ছাদের চাল বানানো হয়েছে পাম গাছের পাতায়। দেয়াল মাত্র তিনফুট উঁচু। যে দিক দিয়ে ঝড়, বৃষ্টি, শব্দ সব চলে আসতে পারে। দেয়ালে মরুভূমির রুক্ষ ক্যাকটাসের টব। দুই দেয়ালের মাঝখানে একটি শক্তপোক্ত বড় মানুষের ঘুমোনোর দোলনা। ডুবন্ত জাহাজের মাস্তুলের মতো। ঝড়ের মধ্যেও দূরে নানা প্রকার জীব জন্তুর আওয়াজ। যেন জাহাজ ডোবার ঘটনা ঘটছে কোথায়। দুজনেই বৃষ্টিতে ভিজে একসা। দোকানদার ও এরেন্দিরা হাত ধরাধরি করে প্রবেশ করে সেখানে। সেই শেডে। বিপত্নীক দোকানদারের প্রথম চেষ্টায় এরেন্দিরা উচ্চস্বরে চিৎকার করে ওঠে। দোকানদারের হাত ছেড়ে কোনোমতে পালাতে চায়। ওর চিৎকারের প্রতিবাদ না করে বিপত্নীক মানুষটি এরেন্দিরার হাত মুচড়ে নিজের দিকে টেনে নিতে চায়। সেই

ডুবন্ত মানুষের মাস্তুলের মতো দোলনায়। নিজেকে ছাড়ানোর যুদ্ধ করতে করতে সেই বিপত্নীক দোকানদারের মুখ আঁচড়ে দেয় এরেন্দিরা। নিঃশব্দে যুদ্ধ করতেই থাকে। ওর কোমরের মাঝখানে ধরে ছুঁড়ে দেয় সেই দোলনায়, তারপর এক ভয়ানক থাপ্পরে বশে আনতে চায়। প্রবল বাতাসে এরেন্দিরার মেডুসার মতো চুল বাতাসে উড়তে থাকে। কোমর ধরে মাটিতে পড়বার আগেই আবার ছুঁড়ে ফেলে দোলনায়। নিজের দুই কঠিন হাঁটুর চাপে ওর সকল প্রকার গতিবিধি বন্ধ করে। এরেন্দিরা ভয়ের চোটে জ্ঞান হারায়। চাঁদের আলোয় বাহ্য জ্ঞান হারানো মাছের মতো নিঃশব্দ ও। যেন মাটি থেকে উপড়ে তুলছে ঘাস এমনিভাবে দোকানদার একটি একটি করে এরেন্দিরার কাপড় খোলে। চারপাশে রঙিন কাপড়ের স্তূপ, ঝড়ে বিক্ষিপ্ত, ঝড়ের স্টিমারের মতো দোকানদার ওকে অধিকার করে।

সারা গাঁয়ে ভালোবাসা বিক্রির জন্য আর কেউ রইলো না। এরেন্দিরার দাদি ট্রাকে তুলে নিয়ে যেতে চাইলেন সেই অঞ্চলে যেখানে বেশ কিছু কালোবাজারীর সমাবেশ। খোলা ট্রাকে চালার বস্তার সঙ্গে ওদের যাত্রা শুরু। আরো আছে বালতি ভর্তি ভয়োরের চর্বি সেই ট্রাকে। আগুন থেকে কোনোমতে বেঁচেছিল যে সব, এগুলোও চলেছে বাজারে বিকোতে। চাল ও চর্বির সঙ্গে এক রাজকীয় খাটের মাথা, দেবদূত যোদ্ধার মূর্তি, ভাঙা সিংহাসন ও অন্যান্য হাবিজাবি। একটি বড় ট্রাংকে বড় বড় রেখায় ক্রুশ আঁকা। সেই ট্রাংকে আছে আমাতিসদের হাড়হাড্ডি।

নিজের মাথা বাঁচাবার জন্য দাদিমার মাথার উপরে একটি বড় ছেঁড়া ছাতা। এমনি অস্বস্তিকর পরিবেশেও নিজের মর্যাদার প্রতি সচেতন তিনি। ট্রাকের যাত্রীদের সঙ্গে পেছনে বসে, চাল ও চর্বির সঙ্গে এরেন্দিরা কুড়ি পেসোতে ভালোবাসা বিকোতে বিকোতে চলেছে। যাত্রার সমস্ত খরচ ওর। ট্রাক ভাড়া এবং আর সবকিছু। প্রথমদিকে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা ওই বিপত্নীক দোকানদারের হাত থেকে বাঁচার মতো প্রবল ছিল। সেই নেকড়ের মতো ক্ষুধার্ত দোকানীকে যে ভাবে বাধা দিয়েছিল তেমনি। কিন্তু বাসের যাত্রীদের উপগত হওয়ার নিয়মরীতি সেই বিপত্নীকের মতো নয়। ওদের কারো কারো মধ্যে জ্ঞান ও দয়ামায়া, কিছু কোমলতাও থাকে, যা ওকে পালিত পশুর মতো বশে আনতে সাহায্য করে। এইভাবে ভয়াবহ যাত্রার পর তারা পৌঁছালেন। এরেন্দিরা এবং সেই জ্ঞানী ও কোমল স্পর্শকাতর ক্রেতা গাড়ির পেছনে, মালামালের অন্তরালে দেহ মিলনের পর অবসন্ন। ট্রাকের ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে জানায় – এসে গেছি। এখানেই শুরু হয়েছে পৃথিবী। দাদিমা অবিশ্বাস করেন এ উক্তি। মাথা ঝাঁকান। যেমন রাস্তা তাঁরা ফেলে এসেছেন এ পথ তার চাইতে উজ্জ্বল নয়। বলেন দাদিমা – মনে হয় না এ রাস্তায় আমি আসতে চেয়েছিলাম।

– এ অঞ্চল মিশনারীদের। ড্রাইভার জানায়।

– দাতব্যকর্মে আমার উৎসাহ নেই। আমি এসেছি কালোবাজারীদের সন্ধানে।

পেছনে এসব কথা শুনতে শুনতে এরেন্দিরা চালের বস্তায় আঙুল ঢুকিয়ে ফুটো করে। একটি সুতো চোখে পড়ে তার। সুতো ধরে টান দিতেই যা বেরিয়ে আসে সে

BanglaBook.org

আর কিছু নয় একটি মুক্তোর মালা। একেবারে খাঁটি মুক্তোর মালা। আশ্চর্য! এরেন্দিরা অবাক হয়ে সেই মালা দেখে দু আঙুলের মাঝে রেখে। যেন সাপের মতো হিম ঠাণ্ডা অনুভব। এদিকে ড্রাইভার গলা উঁচু করে দাদিমাকে জানায় – এত দিবাস্বপ্ন দেখা ঠিক নয়। আসলে কালোবাজারী বলে কিছু নেই।

– ঠিক আছে। জানায় এরেন্দিরার দাদিমা। – বিশ্বাস করলাম তোমার কথা।

– আগে খুঁজে বের কর চোরাচালানী। তারপর ওদের সঙ্গে কথা বলো। অনেকেই বলে চোরাচালানীর কথা। তবে আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নি। এরেন্দিরার সঙ্গের লোকটি বুঝতে পারে এরেন্দিরা মুক্তোর মালা দেখছে। ও এরেন্দিরার হাত থেকে মালাটি নিতে গেলো। কিন্তু ততক্ষণে ও আবার মালাটিকে বস্তার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। এ অঞ্চলের হতদরিদ্র রূপ দেখবার পরেও এরেন্দিরার দাদিমা এখানে থাকবে বলে ঠিক করেছে। তিনি নাতনিকে ডাক দিয়ে তাকে ট্রাক থেকে নামতে সাহায্য করতে বলেন। বস্তার ভেতর থেকে এরেন্দিরা কোনোমতে নিজেকে টেনে তোলে। এরেন্দিরা ট্রাক যাত্রীকে গুডবাই চুমু দেয় দ্রুত। চুমু দ্রুত বটে কিন্তু বোধকরি কোমলতার সহাবস্থানের কারণে সেখানে একটু আন্তরিকতাও ছিল। দাদিমা বস্তার ভেতর থেকে নামানো বয়ে আনা এক সিংহাসনে আসীন এখন। ঠিক রাস্তার মাঝখানে বসে আছেন সেই আসনে। আর ড্রাইভার তার সহকারীদের সাহায্যে ট্রাক খালি করতে ব্যস্ত। ট্রাকের সর্বশেষ বস্তু আমাডিসদের হাড়হাড্ডি পরিপূর্ণ দুই বিশাল ট্রাংক।

– বাবারে বাবা মরা মানুষের শরীরের মতো ভারী লাগছে এ ট্রাংক। হাসতে হাসতে জানায় ড্রাক ড্রাইভার।

– দুজন আছেন ওই ট্রাংকে। বলেন এরেন্দিরার দাদিমা। শ্রদ্ধার সঙ্গে নামাও।

– মনে হচ্ছে মার্বেল পাথরের কোনো মূর্তি। ড্রাইভার আবারো হাসে। তারপর কাজ শেষ করে এই জঞ্জাল ও আসবাবের ভেতর হাত প্রসারিত করে বলে – পঞ্চাশ পেসো প্লিজ।

– তোমার ক্রীতদাসকে দেওয়া হয়েছে টাকা। রাস্তার ডান দিকে যে দাঁড়িয়ে।

ড্রাইভার বিস্মিতভাবে তাকায় তার সহকর্মীর পানে। লোকটি মাথা নেড়ে দাদিমার কথা সমর্থন করে। অতঃপর ড্রাইভার সামনের দিকে এগোয় এক রমণীকে সাহায্য করতে। ক্যাবে বসে আছে যে রমণী। কোলে তার একটি শিশু কাঁদছে। শিশুটি কাঁদছে সূর্যের গনগনে তাপে। ট্রাক সহযাত্রী এরেন্দিরার আপাত প্রেমিক আবার এগিয়ে আসে। দাদিমাকে বলে – এরেন্দিরা আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছেতে ওর কোনো আপত্তি নেই। এমন কথায় এরেন্দিরা বলে – আমি তো কখনো এমন কথা বলিনি তোমার সঙ্গে যাবো।

– ও আমিই তাহলে এমনি ভেবে বসে আছি। বলে সহযাত্রী প্রেমিক মানুষটি।

লোকটির আপাদমস্তক ভালোমতো দেখে নেয় দাদিমা। অবশ্য লোকটিকে খাটো করবার ইচ্ছেয় নয়। জানতে চায় তার এমন সাহস এবং ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ।

BanglaBook.org

তারপর বলে – ভালো কথা। কিন্তু ওর নির্বুদ্ধিতায় যে ক্ষতি আমার হয়েছে তা ও পূরণ করুক আগে। আমি ওর কারণে হারিয়েছি আটশ বাহাত্তর হাজার তিনশ পনের পেসো সব সুদ্ধ। এ থেকে বাদ যাবে চারশো কুড়ি পেসো যা ইতিমধ্যে ও আমাকে ফেরত দিয়েছে। এখন ওকে দিতে হবে আঠারশ বাহাত্তর পেসো।

ট্রাক চলতে শুরু করলো।

– বিশ্বাস কর আমার অত টাকা থাকলে অবশ্যই আমি তোমাকে দিতাম। কারণ এ মেয়ের মূল্যই এমন।

দাদিমা লোকটির মন্তব্যে খুশী হন। বলেন – ঠিক আছে। যখন এমন টাকা হবে তখন এসো। এখন ভালো চাওতো ভাগো। আবার তোমার জন্য হিসেবনিকেশ করতে হলে আমাকে টাকা দিতে হবে। অতঃপর আগ্রহী লোকটি কালবিলম্ব না করে লাফিয়ে ট্রাকের পেছনে উঠে বসে। সেখান থেকে এরেন্দিরাকে গুডবাই জানায়। লোকটির কথার সবটুকু বুঝতে না পেরে এরেন্দিরা তখনো হতভম্ব, উত্তর দিতে ভুলে যায়।

৩

সেই পরিত্যক্ত অপরিচিত জায়গায় থাকবেন বলে এরেন্দিরার দাদিমা একখানি টিনের শেড বানালেন। পূর্বদেশের কার্পেট মেঝেতে ও টিন ছাওয়া শেড। দুটো বাঁশের খিঁচিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লেন এরেন্দিরার দাদিমা যেমন করে তিনি তার রাজপ্রাসাদে ঘুমোতেন। সূর্য এত প্রখর, মনে হলো টিনছাদের ফুটো দিয়ে তাদের গলিয়ে দেবে। আর এই সূর্যের তাপেই জেগে উঠলেন তিনি।

পরদিন অন্যান্য দিনের চাইতে স্বতন্ত্র। এরেন্দিরাকে খদ্দের ভোলানোর পোশাকে সাজালেন এরেন্দিরার দাদিমা। মৃত রমণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যেমন করে সাজানো হয় ঠিক তেমনি। লাল রঙে নখ সাজালেন। অরগান্ডি কাপড়ে এমন করে চুলে বো বাঁধলেন মনে হলো মাথায় বসে আছে এক মস্ত প্রজাপতি।

– এমা একেবারে বাজে মেয়েমানুষের মতো লাগছে তোকে। কিন্তু এই ভালো। বললেন এরেন্দিরার দাদিমা। পুরুষ যখন মেয়ে পছন্দ করে এমন আজেবাজে জিনিসই পছন্দ করে।

ঠিক এমনি সময় বাইরের মরুভূমির পাথুরে রাস্তায় গাধার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পায় দুই রমণী। দাদিমার নির্দেশে এরেন্দিরা বিশেষ পোজে অপেক্ষমাণ নিজ জায়গায়। স্টেজের পর্দা তোলার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেত্রী যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঁকানো লাঠিতে ভর করে এরেন্দিরার দাদিমা আপন সিংহাসনে বসে অপেক্ষা করছেন কখন সেই গাধারোহী তার সামনে দিয়ে যায়। আসলে ওই লোকটি চিঠি বিলি করে। কুড়ি বছর বয়স। কিন্তু কাজকর্মে ব্যস্ত তরুণকে একটু বেশি বয়সের লোক বলে মনে হয়। পরিধানে খাকি ইউনিফর্ম, পায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকা ট্রাউজার,

BanglaBook.org

মাথায় হেলমেট এবং কোমরে ঝোলানো মিলিটারি পিস্তল। বেশ এক হৃষ্টপুষ্ট গাধার পিঠে আসীন। অন্যহাতে আর এক গাধার দড়ি ধরে আছে। সেই গাধার পিঠে ক্যানভাসের চিঠি বিলি করবার থলে একটির পর একটিতে ঠাঁসা। দাদিমার ঘরের দরজা পার হতে গিয়ে, দাদিমার সামনে দিয়ে হাঁটতে গিয়ে বাধা পায়। দাদিমা হাত ইশারায় ওকে ঘরের পানে তাকাতে বলেন। লোকটি দাঁড়ায়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাজসজ্জায় সুশোভিত এরেন্দিরাকে লক্ষ্য করে। বেগুনী জবরজং জামা গায়ে যে বিশেষ পোজ দিয়ে বসে আছে।

– পছন্দ হয়? প্রশ্ন করেন দাদিমা।

এমন প্রশ্নের অর্ন্তনিহিত অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না তরুণ চিঠি বিলি করবার ছেলে। পরে হেসে হেসে বলে – অনেকদিন যে কিছুই খায় নি তার জন্য এমন দৃশ্য খারাপ লাগবার কথা নয়।

– পঞ্চাশ পেসো। ঠিক আছে?

– আপনি কি আমাকে কোনো টাকশাল ভাবছেন? আসলে আমার কোনো টাকশাল নেই। ওই পরিমাণ টাকাতে আমি সারা মাস খেয়ে পরে বাঁচতে পারবো।

– এত কিপটেমি করো না। অনেকে যাজকের জীবন পছন্দ করে না বলে ভালো দাম দেয়।

– আমি গরীব। আমি সাধারণ মানুষ। চিঠি বিলি করি। যারা এয়ারমেল বিলি করে তারা তো গাধার পিঠে আসে না। গাড়িতে, পিকআপে তারা আসবে।

– যাই হোক সোনা মনে রেখো এ জিনিসতো খাবারের মতোই জরুরি। দাদিমা জানান।

– কিন্তু এতে তো পেট ভরে না।

দাদিমা বুঝতে পারেন যে ছেলেটি অন্যের কাছে চিঠি বিলি করে, অন্যরা যার জন্য অপেক্ষা করে, তার হাতে অনেক সময় আছে দাম কষাকষি করবার।

– কত আছে তোমার? প্রশ্ন করেন দাদিমা।

তরুণ চিঠি বিলির ছেলেটি পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে দেখায়। অল্প কিছু টাকা। দাদিমা একেবারে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয় সেই টাকা। বলেন – আমি তোমার জন্য দাম কমাবো। কিন্তু মেয়েটির কথা তুমি ভালোমতো চারপাশে প্রচার করবে।

– একেবারে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। সে নিয়ে ভেবো না। এই তো আমার কাজ।

চোখের কৃত্রিম আইল্যাশে এরেন্দিরা ঠিকমতো চোখ বন্ধ করতে পারছে না। ও সেগুলো খুলে রাখে। মাদুরের একপাশে সরে এসে হঠাৎ পাওয়া ছেলেবন্ধুকে জায়গা করে দেয়। আর সেই চিঠি বিলির তরুণ ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দাদিমা সজোরে দরজা বন্ধ করেন।

এই চিঠি বিলির লোকই তার প্রয়োজন। এ একেবারে কাজের কাজ হলো। চিঠি বিলির তরুণ ভুলে গেলো না কি করতে হবে তার।

BanglaBook.org

এরপর দূর দূর থেকে লোকজন আসতে শুরু করলো। এরেন্দিরার নতুনত্বে আকর্ষণ। আর এই সব খরিদ্দারের পেছনে পেছনে আসতে শুরু করলো জুয়োর টেবিল, খাবারের ছোটো দোকান আর সবকিছুর পেছনে এলো একজন ছবি তোলার মানুষ বাইসাইকেলে চেপে। একটি ট্রাইপডের উপর ক্যামেরা বসানো। ক্যামেরার পেছনে পর্দা। পর্দায় হ্রদ এবং হ্রদের জলের মতো শান্ত হাঁসের ছবি। সিংহাসনে আসীন দাদিমা নিজেকে বাতাস করছিলেন। নিজের সৃষ্ট বাজারে তাকে লাগছে বহিরাগত। কেবল খবরদারীতে খদ্দেরকে লাইনে দাঁড়াতে বললেন। তারা যেন ঠিকমতো টাকা পয়সা দেয় সেগুলো দেখাশোনা করার কাজে ব্যস্ত। অবশ্য প্রথম প্রথম টাকা পয়সার ব্যাপারে তিনি খুব কড়া ছিলেন। কারো পাঁচ পেসো কম হলে তাকে বাতিল করতেন। দেখলেন পয়সা মেটাতে কেউ তার সোনার মেডেল, কেউ বাড়ির নানা প্রকার জিনিসপত্র, বিয়ের আংটি, এমনকি থালা বাসন নিয়ে আসছে। যেগুলো সবসময় সোনা না হলেও চকচকে সোনার মতই দামী।

প্রথম আস্তানায় মাস ছয়েক কাটিয়ে দাদিমার বেশ টাকা হলো। চলাফেরার জন্য তিনি একখানি গাধা কিনলেন। এরপর বেরিয়ে পড়লেন আরো সমৃদ্ধিশালী শহরের উদ্দেশ্যে। যেখানে এরেন্দিরা ওর গতর বিক্রির পেসো দিয়ে দাদিমার ঋণ শুধবে। গাধার পিঠে আসীন দাদিমা। সে গাধার উপরে রোমান রাজামহারাজার সময়ের পালকির মতো একটি যানবাহন। দাদিমার মাথায় অর্ধেক স্পোক ভাঙা এক মস্ত ছাতা। এরেন্দিরা ধরে আছে সেই ছাতা। দাদিমার শোভাযাত্রা বেশ বড়। পেছনে চারজন চাপরাশি। আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া কিছু জিনিসপত্রও সঙ্গে চলেছে। সে সব জিনিসপত্রের মধ্যে আছে ঘুমানোর বিছানা, দাদিমার সিংহাসন, স্ফটিকের মূর্তি, আমাতিসের হাড়হাড্ডি ভর্তি ট্রাংক। পেছনে চলেছেন সেই ক্যামেরাম্যান তার বাইসাইকেলে। সে ঠিক এই দলের সঙ্গে যাচ্ছে না। তার যাত্রা অন্য আর এক দলে যোগ দেবার। ছয়মাস চলে গেছে সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর। দাদিমা তার বাহনে বসে হিসেব কষে বলেন – সবকিছু এমনিভাবে চললে, ব্যবসা ঠিক থাকলে, এরেন্দিরা তোকে আর আটবছর সাতমাস, এগারো দিন কাজ করতে হবে আমার সব কিছু পরিশোধ করতে। কর্ডের থলিতে টাকা গুনতে গুনতে বলেন দাদিমা। যেখানে টাকা গোনার জন্য কিছু বিচিও রেখেছেন। বলেন একসময় – আমি অবশ্য চারজন বেয়ারার খরচ এবং অন্যান্য টুকিটাকির হিসেব কষিনি। গাধার চলার সঙ্গে পা মিলিয়ে এরেন্দিরা চলেছে। মাথা নিচু করে একসময় সূর্যের প্রখর তাপে। দাদিমার দরকষাকষিতে বেচারি কিছু বলেনি। কিন্তু একসময় চোখের পানিকে জোর করে ঠেলে ভেতরে পাঠায়।

– আমার হাড় কাচের মতো গুড়ো গুড়ো হয়ে গেছে। বলে এরেন্দিরা।

– ঘুমোতে চেষ্টা কর। দাদিমা জানায়।

– আচ্ছা দাদিমা।

একটি বড় নিঃশ্বাস নিয়ে সেই গরম টকটকে রাস্তায় ও হলকার মতো বাতাসে এরেন্দিরা ঘুমোতে ঘুমোতে পথ চলে।

BanglaBook.org

এক ট্রাকে, খাঁচা ভর্তি হরেক মুরগী ও পাখি চারপাশ সচকিত করে তারা পথ ভাঙছে। তাদের চিৎকারে দূরের ছাগলের পাল সচকিত। আর পাখির চিৎকার সান মিউগাল ডি রোজারিওর পবিত্র পানির মতো শান্ত। একজন মোটাসোটা ডাচ চাষা চলেছেন সেই ট্রাকে। তার সারা শরীরে নানা সব বাইরের কাজকর্মের স্বাক্ষর। কাঠবেড়ালির গায়ের রংএর মতো মোটা পুরু গোফ তার নাকের নিচে। এই গোফ সে পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে তার দাদার দাদার কাছ থেকে। সঙ্গে তার ছেলে ইউলিসিস। সে অন্য এক আসনে আসীন। ছেলেটির দৃষ্টিতে বিষাদ ও নিঃসঙ্গতা। চেহারায় একধরনের গোপন দেবদূতের প্রতিচ্ছবি। লোকটি লক্ষ্য করলো সামনে একটি তাঁবু খাটানো। আর সেই তাঁবুর সামনে দীর্ঘ লাইন। যেন এক সারি সৈন্য তাদের আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ মাটিতে বসে আছে। কেউ কেউ বোতল থেকে পানি পান করছে। এক মুখ থেকে অন্য মুখে ঘুরছে সেই বোতল। সকলের মাথায় অলমন্ড গাছের ডাল। মনে হচ্ছে সৈন্যদের অবস্থান গোপন করবার সেই ব্যাপারে। ডাচ কৃষকটি তার ভাষায় জিজ্ঞাসা করে – কি হচ্ছে ওখানে? কে কি বিক্রি করছে?

– একজন মেয়েমানুষ। মেয়েটির নাম এরেন্দিরা। বলে ডাচ কৃষকের ছেলে।

– তুমি কিভাবে জানলে ডাচ কৃষক প্রশ্ন করেন তার ছেলেকে।

– এই মরুভূমির সকলেই জানে। উত্তর করে ইউলিসিস।

সে শহরেরই একাংশে থাকবে বলে ঠিক করে ডাচ কৃষক এবং তার ছেলে। একটি ছোটো হোটেলের সামনে এসে ট্রাক রেখে এক সময় বয়স্ক কৃষক বাইরে গেলে তার ছেলে বাবার ব্রিফকেস খুলে তরুণ নরম আঙুলে। সেখান থেকে কিছু টাকা সরিয়ে নিজের পকেটে রাখে। তারপর বাকি টাকা ব্রিফকেসে যেমনি ছিল তেমনি থাকে। রাতে বাবা ঘুমিয়ে গেলে ইউলিসিস জানালা গলিয়ে বাইরে আসে ও এরেন্দিরার তাঁবুর সামনে দাঁড়ায়। সেখানে উৎসব জমেছে দারুণভাবে। মাতাল মানুষেরা সঙ্গীত ও বাজনার সঙ্গে নেচে চলেছে। এরেন্দিরার তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে সেই ফটোগ্রাফার ছবি তুলছে। বিলি হচ্ছে নানা সব হ্যান্ডআউট। দাদিমা তার কোলে রাখা টাকার বান্ডিল গুনতে ব্যস্ত। দশ, পঞ্চাশ, একশ এমনি নোটে সেগুলো ভাগ করতে ব্যস্ত। গুনে গুনে সেই সব টাকা একটি বড় ঝুড়িতে রাখছেন তিনি। সে লাইনে তখনো বারোজন সৈন্য ও কিছু সাধারণ লোক দাঁড়িয়েছিল। ইউলিসিস সর্বশেষ সৈন্য। অসহ্য পোশাক পরিহিত এক বদখত সৈন্য যে লাইনের প্রথমে। সে তাবুতে প্রবেশ করতেই দাদিমা বলেন – না না পুত্র তুমি ওখানে যেতে পারবে না। পৃথিবীর সমস্ত সোনা এনে দিলেও না। তোমাকে দেখেই মনে হয় তুমি দুর্ভাগ্য বয়ে আনো। আবার দাদিমার খেয়াল রাখে লোকটা যেন তার টাকার পাহাড় না দেখে। সৈনিকটি ওই অঞ্চলে বাস করে না। একটু থতমত খেয়ে ভড়কে গিয়ে বলে – এর মানে?

– তোমার ছায়াপাতে দুর্ভাগ্য। তোমার মুখ যে দেখবে সেই ওই কথা বলবে। হাত নেড়ে তাকে চলে যেতে বলেন দাদিমা। এবং পরবর্তী সৈনিকের পানে চেয়ে

BanglaBook.org

ভালোমানুষী গলায় বলেন – তুমি এবার ভেতরে যাও। কিন্তু বেশি সময় নিয়ো না। তুমি সৈনিক মানুষ। দেশের প্রয়োজন তোমাকে।

সৈনিকটি ভেতরে গিয়ে আবার ফিরে আসে। কারণ এরেন্দিরা তার দাদিমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। টাকার বাক্সকে বাহুতে ঝুলিয়ে তিনি তাঁবুতে প্রবেশ করেন। ছোট্ট এক অন্ধকার তাঁবুতে এরেন্দিরা। ছোটো হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পুরনো সৈনিক খাটের শয্যা। ওর শরীর কাঁপছে ভীতি ও অসহায়তায়। সৈন্যদের ঘামের গন্ধ ওর শরীরে। ভীষণ রুগ্ণ অবস্থা তার।

– দাদিমা! কাঁপতে কাঁপতে বলে ও – আমি মারা যাচ্ছি।

দাদিমা হাত বাড়িয়ে ওর কপাল পরীক্ষা করেন। দেখেন গায়ে জ্বর নেই। তখন একটু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। বলেন – এই তো মাত্র আর দশজন সৈন্য বাকি আছে। ভীত জন্তুর মতো এরেন্দিরা তখনো কাঁপছে আর কাঁপছে। একেবারে ভীতির শেষ মাথায়। পার হয়ে গেছে সমস্ত সহ্য শক্তির সীমানা। তার চুলে হাত বুলিয়ে দাদিমা তাকে একটু শান্ত করতে চেষ্টা করেন। বলেন – অসুবিধা এই তুই খুব দুর্বলরে এরেন্দিরা। নে এবার নানা সব হিতকারী শিকড়বাকড় পানিতে দিয়ে গোসল কর। শরীরে রক্ত চলাচল ঠিক হবে। এরেন্দিরা একটু শান্ত হলে দাদিমা তাঁবু ছেড়ে বাইরে আসেন। প্রতীক্ষিত সৈনিকদের পয়সা ফিরিয়ে দেন। – আজকের মতো এখানেই শেষ। ডাক দিয়ে বলেন তিনি। কাল এসো। আমি তোমাকে কাল লাইনের প্রথমে দাঁড়াতে দেবো। লাইনে দাঁড়ানো অন্যান্যদের পানে চেয়ে বলেন – আজকের মতো এখানেই শেষ। আগামীকাল নটায় এসো সকলে। এরপর সৈন্য এবং সাধারণ মানুষ সকলেরই প্রতিবাদী চিৎকার শোনা যায়। তারা চলে যেতে অস্বীকার করে। দাদিমা তার লাঠি ঘুরিয়ে সকলকে ভয় দেখান যদিও তার মুডটি খুশী খুশী। বলেন উঁচু গলায় – কি মনে করেছো তোমরা? একেবারে বিচার বিবেচনাহীন তোমাদের চিন্তা ভাবনা। ওর শরীর কি লোহা দিয়ে তৈরী। ওর জায়গায় তোমরা হলে কি করতে? বিকৃত রুচির বিবেচনাহীন কদর্য মানুষ তোমরা। তারপর চলে আরো নানা বাক বিতণ্ডা। একসময় অপেক্ষিত জনতাকে শান্ত করে পাঠিয়ে দিতে সমর্থ হন। দাদিমার কাজের মানুষ জুয়োর টেবিল ভেঙ্গে ফেলে। খাবারের টেবিলও গোটায়। তাঁবুতে ঢুকতে যাবেন দেখেন ইউলিসিস দাঁড়িয়ে। একেবারে একা। যেখানে কিছুক্ষণ আগেও খরিদ্দার ছিল সেখানে। জীবনের চাইতে বিশাল অবাস্তব ছবির মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ও। সুকুমার দেবদূতসম ইউলিসিস।

– তুমি? দাদিমা জিজ্ঞাসা করেন – তোমার পাখা কোথায়?

– পাখা ছিল আমার দাদাজানের। ছেলেটি জানায়। কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। দাদিমা ছেলেটিকে মুগ্ধ হয়ে দেখেন এবং বলেন – আমি বিশ্বাস করি। ওই পাখা শিঘ্রি পিঠে লাগিয়ে নাও এবং আগামীকাল এসো। এই বলে ছেলেটিকে রেখে দাদিমা তাঁবুতে প্রবেশ করেন।

গোসলের পর এরেন্দিরা একটু ভালো বোধ করে। লেসের জামা গায়ে চুল শুকোতে ব্যস্ত। কিন্তু তখনো ও প্রাণপণে কান্না সামলাতে চেষ্টা করছে। দাদিমা গভীর ঘুমে

BanglaBook.org

অচেতন। এরেন্দিরার বিছানার পেছনে খুব ধীরে ইউলিসিসের আবির্ভাব। সুন্দর পবিত্র ইউলিসিস তার স্বচ্ছ নির্মল দৃষ্টি। কোনো কথা বলার আগে ও যে ভ্রম নয় সে কথা জেনে নিতে তোয়ালেতে ভালোমতো মাথা মুছে এরেন্দিরা। ইউলিসিস চোখের পলক ফেলে প্রমাণ করে এ ভ্রম নয়। এরেন্দিরা প্রশ্ন করে – কে তুমি?

– আমার নাম ইউলিসিস। মাথা ঝাঁকিয়ে জানায় ও। আমার টাকা আছে। পকেট থেকে বাবার অ্যাটাচিকেস থেকে চুরি করা টাকার গোছা বের করে ও। এরেন্দিরা বিছানায় এসে বসেছে। দুটি হাত মেলে দিয়েছে সেখানে। ইউলিসিসের কাছে মুখ এনে খুব ধীরে অনেকক্ষণ কথা বলে ওরা। যেন দুই কিন্ডারগার্টেনের ছেলেমেয়ে দুষ্টমির খেলায় মেতেছে।

– তুমি লাইনে দাঁড়াবে এমনই তো হওয়া উচিত ছিল। বলে এরেন্দিরা।

– আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি। ইউলিসিস জানায়।

– এখন তোমাকে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরেন্দিরা বলে – এখন আমার মনে হচ্ছে কেউ যেন আমার কিডনিতে ক্রমাগত আঘাত করছে। ঠিক সেই সময় দাদিমার ঘুমের ভেতরে প্রলাপোক্তি শুনতে পায় দুজনে।

"কুড়ি বছর পরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। আর ঝড় এত সাংঘাতিক সমস্ত বৃষ্টি সাগরের জলে মিশে গিয়েছিল। আর পরদিন সারা বাড়িতে থৈ থৈ পানি আর মাছ। আর শামুক। আর তোর দাদা আমাডিস? ঈশ্বর তার আত্মার শান্তি দিক তিনি কি দেখেছিলেন জানিস? এক অপরূপ আলো বাতাসে নকশা তৈরী করছে।"

ভয়ে ইউলিসিস বিছানার পেছনে লুকোয় আবার। এরেন্দিরা হাসে দুষ্টুমির হাসি। ইউলিসিসের পানে তাকিয়ে বলে –

ঘুমের মধ্যে কথা বলার অভ্যাস আছে দাদিমার। ঘুমিয়ে গেলে মাঝে মাঝে তিনি পাগলের মতো আচরণ করেন। কিন্তু পৃথিবীর কোনো ভূমিকম্প তাকে জাগাতে পারবে না। এই কথার পর গোপন জায়গা থেকে ইউলিসিস বেরিয়ে আসে। এরেন্দিরার পানে তাকায় দুষ্টুমির ও স্নেহের হাসির সংমিশ্রণে। এরেন্দিরা বিছানা থেকে নোংরা চাঁদর উঠায়। বলে ও – এসো না আমাকে বিছানার চাঁদর উঠাতে ও মেলতে সাহায্য করবে।

মস্ত চাদরের প্রান্ত ধরে টানাটানি করে একসময় চাদর পাতে দুজনে। আর চাদর বিছাতে সাহায্য করতে গিয়ে এরেন্দিরার খুব কাছে চলে আসে ইউলিসিস।

– তোমাকে দেখার জন্য পাগল ছিলাম আমি। এখনো তাই। তোমার শরীরের প্রতিটি অংশ বলছে কি অপরূপ তুমি। তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি আশ্চর্যরকম নিখুঁত।

– আমি বলে মরতে বসেছি। জানায় এরেন্দিরা।

– আমার মা বলেন মরুভূমিতে যে মারা যায় সে স্বর্গে যায় না, যায় সমুদ্রে। ইউলিসিসের জবাবে এরেন্দিরা হাসে। সে বিছানায় নতুন ধোওয়া ইস্ত্রি করা চাদর বিছিয়েছে।

– আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি। জানায় এরেন্দিরা।

– মরুভূমি আমার ভালো লাগে। যদি জল থাকে সেখানে।

BanglaBook.org

– তাহলে তুমি জলে হাঁটতে পারতে। এরেন্দিরা বলে।

– আমার বাবা একজনকে জানতেন যিনি জলের উপর দিয়ে হাঁটতে পারতেন। কিন্তু সেতো অনেকদিন আগের কথা।

এমনি নানা গল্প শুনতে শুনতে মুগ্ধ এরেন্দিরা। বলে – কাল যদি তুমি সকাল সকাল আসো সকলের আগে লাইনে দাঁড়াতে পারবে। এবার ও সত্যিই ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

– কাল ভোরবেলা আমি বাবার সঙ্গে চলে যাবো। জানায় ইউলিসিস।

– এ পথ দিয়ে তুমি ফিরে যাবে না? এরেন্দিরা প্রশ্ন করে।

– সেটা কে বলতে পারে। যেহেতু আমরা মরুভূমির পথে হারিয়ে গিয়েছিলাম তাই এ পথ দিয়ে যাচ্ছি। বলে ইউলিসিস। ঘুমন্ত দাদিমার পানে চিন্তিত মুখে তাকায় এরেন্দিরা। তারপর বলে – ঠিক আছে। টাকা দাও।

ইউলিসিস টাকা দেয়। বিছানায় শুয়ে এরেন্দিরা অপেক্ষা করে। কিন্তু ছেলেটি কাঁপছিল। থরথর করে। ঠিক যখন এরেন্দিরাকে অধিকার করবে তখন সে দুর্বল হয়ে পড়ে। ওর হাত ধরে এরেন্দিরা তাড়াতাড়ি করতে বলে। লক্ষ্য করে ইউলিসিসের ভীতি ও আশঙ্কা। এমন ভীতি এরেন্দিরার পরিচিত।

– একি তোমার প্রথম? প্রশ্ন করে এরেন্দিরা।

ইউলিসিস উত্তর করে না কেবল হাসে বিষণ্নভাবে। এরেন্দিরা এ মুহূর্তে অন্য এক রমণীতে রূপান্তরিত। বলে এরেন্দিরা – আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নাও। প্রথমবার এমনিই হয়। এরপর সব ঠিক হয়ে যাবে। এরেন্দিরার পাশে শুয়ে পড়তে বলে ইউলিসিসকে। যখন ইউলিসিস একটি একটি করে কাপড় খুলছে অভিজ্ঞ রমণীর মতো এরেন্দিরা ওকে সান্ত্বনা দেয়। শান্ত করে। বলে – কি নাম তোমার?

– ইউলিসিস। জানায় ছেলেটি।

– এটি তো একটি গিংগো নাম। বলে এরেন্দিরা।

– এ আসলে নাবিকের নাম।

এরেন্দিরা ইউলিসিসের বক্ষ উন্মোচন করে। সেখানে কিছু চুমু ঝরায়। ওর বক্ষ শোঁকে। বলে – জানো মনে হয় তোমার শরীর সোনা দিয়ে তৈরী। কিন্তু আশ্চর্য তোমার শরীরে ফুলের গন্ধ।

– এ বোধহয় কমলালেবুর গন্ধ। জানায় ইউলিসিস। প্রশান্ত ইউলিসিসকে অভয়দান হাসিতে উদ্দীপ্ত করে এরেন্দিরা।

– আমরা লরিতে পাখি নিয়ে চলেছি। সময়ে সময়ে সেগুলো রাস্তার পথিকের দিকে ছুঁড়ে ফেলি। মানুষজনকে রাস্তা থেকে সরাতে। আজ অবশ্য এক ট্রাক কমলালেবু নিয়ে চলেছি। কালোবাজারীর কারণে।

– কমলালেবু নিয়ে যাওয়া চোরাচালানী? ও গুলো তো নিষিদ্ধ নয়। প্রশ্ন করে এরেন্দিরা।

– আজকের কমলাগুলো চোরাচালানী বটে। জানো ওর একটির দাম পঞ্চাশ পেসো।

BanglaBook.org

অনেকদিন পর প্রাণ খুলে হাসে এরেন্দিরা। বলে – তোমাকে ভালো লাগছে এই জন্য যে তুমি আজেবাজে মিথ্যে কথাও খুব সিরিয়াসলি মজা করে বলো। এরেন্দিরা কথায় ডুবে যায়। ইউলিসিসের সরলতা তাকে কেবল মুখর করেনি তার চরিত্রও বদলেছে খানিক। খানিকপরে আবার দাদিমা ঘুমের ভেতর কথা বলে ওঠেন। "মার্চের ঠিক এমনি সময়ে ওরা তোমাকে আমার কাছে এনেছিল। টিকটিকির বাচ্চার মতো তুলোতে জড়ানো ছিলে তুমি। তোমার যুবক বাবা আমাডিস তখন দেখতে খুব সুদর্শন ছিলেন। তোমার আগমনে এত খুশী হয়েছিলেন যে কুড়ি গাড়ি ফুল আনতে পাঠিয়েছিলেন। তারপর সারা রাস্তায় ফুল ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ সমস্ত রাস্তা। যেন ফুলের সমুদ্র।"

দাদিমা ঘুমের ভেতর হাঁসফাঁস করতে থাকেন। ইউলিসিস এসব শুনছে না। কেবল ডুবে যাচ্ছে এরেন্দিরার ভালোবাসায়। এরেন্দিরা সত্যিই তাকে খুব ভালোবেসেছিল। প্রায় অর্ধেক দামে আর একবার ভালোবাসা তৈরীর সুযোগ দিল। তারপর সকাল না হওয়া পর্যন্ত দুজনে ভালোবাসায় কাটালো।

৪

একদল মঠবাসী সন্ন্যাসী তাদের ক্রুশ হাতে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে মরুভূমিতে দাঁড়িয়েছিল। দুর্ভাগ্যের ঝড়ো বাতাসের মতো মরুভূমির বাতাস। তাদের সব রসকষহীন শুকনো খসখসে অভ্যাস ঝড়ে উড়িয়ে দেবার মতো ভয়ংকর। আর মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেবে তাদের রুক্ষ শুষ্ক সবকটা দাড়ির চুল। এই ঝড়ো বাতাসে ওরা কেউই ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। ওদের পেছনে মিশনবাড়ি। কঠিন সাদা দেয়াল ইটের পর ইট দিয়ে গাথা। সবচাইতে অল্পবয়সী মিশনারী একটি লম্বা রেখার পানে আঙুল তুলে বলেন – এই লাইন পার হয়ো না তোমরা।

চারজন দুর্ধর্ষ ইন্ডিয়ান দাদিমাকে এক বিশেষ পালকিতে বহন করে নিয়ে চলেছে। তারা এই নির্দেশে থমকে দাঁড়ায়। ওই বিশেষ যানবাহনে বসে থাকতে থাকতে আপাতত ক্লান্ত দাদিমা। তার প্রাণশক্তি ধূলিধূসরিত। কিন্তু তিনি তার প্রবল উত্তপ্ত স্বভাব ঠিকই বজায় রেখেছেন। এরেন্দিরা হেঁটে চলেছে দাদিমার পিছু পিছু। দাদিমার সেই বিশেষ যানবাহনের পেছনে আরো আটজন শক্ত সমর্থ ইন্ডিয়ান পরিচারক। ওদের সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র বহন করছে, ওদের সঙ্গে চলেছে এবং ওদের পেছনে একজন ফটোগ্রাফার সাইকেলে চলেছে ওদের পিছু পিছু।

– মরুভূমি কারো বাপের সম্পত্তি নয়। জানান দাদিমা।

– কিন্তু এ ঈশ্বরের সম্পত্তি। জানায় সেই মিশনারী। এবং নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের জঘন্য কাজকারবার ও ব্যবসায়ে এখানকার পবিত্র আইন ভঙ্গ করছো।

দাদিমার ততক্ষণে চেতনা হয়েছে এই মিশনারীরা তাদের বিশেষ ক্ষমতায় কি করতে পারে আর কি করতে না পারে।

BanglaBook.org

অতএব ভয়ংকর কোনো সংঘর্ষে না গিয়ে দাদিমা বলেন – তোমাদের রহস্য বুঝবো সে জ্ঞান আমার নেই পুত্র। মিশনারী এরেন্দিরার দিকে আঙুল তুলে বলেন – এই মেয়ে তো নাবালিকা।

– কিন্তু এ আমার নাতনি। দাদিমা জানান।

– এত আরো খারাপ কথা। ও তোমার নাতনি? ওকে এক্ষুনি আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখা না হলে অন্য ভাবে আমরা তোমাকে তা করাতে বাধ্য করবো।

দাদিমা ভয়ে ভয়ে তাদের কথা মেনে নিলেন। বলেন তবু – এই যদি তোমাদের ইচ্ছে হয় ঠিক আছে। কিন্তু মনে রেখো আজ না হোক কাল না হোক একদিন এই পথ দিয়েই আমি যাবো। মিশনারীর নির্দেশিত সীমানা অতিক্রম না করে আপাতত কোনোমতে বাঁচেন।

মিশনারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার তিনদিন পরে এরেন্দিরা ও তার দাদিমা এক গ্রামে ঘুমিয়েছিলেন। একদল ধূর্ত, শক্তসমর্থ, প্রহরীর মতো মানুষ ওদের তাঁবুতে ঢোকে। ছয় ছয়টি অতীব শক্তিশালী ইন্ডিয়ান। শরীরের প্রচণ্ডতার মতোই কাজ-কারবার তাদের। আগুনের চাঁইয়ের মতো জ্বলছে নিঃশব্দে। তারা ঘুমন্ত এরেন্দিরাকে মশারীর মতো এক জালে ফেলে সাবধানে উঠিয়ে নিয়েছে। তাদের নির্দেশ এরেন্দিরাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। এরেন্দিরাকে জালে আটকে থাকা বড়, ভঙ্গুর, মাছের মতো লাগছে। না জাগিয়ে তারা ওকে জালে ভরে রওনা দেয় কোনো কথা না বলে।

মিশনারীদের হাত থেকে এরেন্দিরাকে উদ্ধার করতে দাদিমা যত্নের ত্রুটি করেন না। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অতঃপর সোজাসুজি উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়ে একটি ধূর্ত ঘোলালো পথ বেছে নেন। এবারে ঠিক করেন আইনের সাহায্য নেবেন। এবং এই সিদ্ধান্তে একেবারে অটল এরেন্দিরার দাদিমা। একজন মিলিটারি বিভাগের লোককে আইন আদালত দেখার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল সেখানে। একদিন এরেন্দিরার দাদিমা সেই বিশেষ ব্যক্তির গৃহ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। লোকটি খালি গায়ে খোলা বুকে নিজের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে একটি কালো মেঘকে বন্দুকের নিশানা বানিয়ে সেদিকে বন্দুক ধরেছিল। জ্বলন্ত আকাশের কালো মেঘ। লোকটি মেঘ ফুটো করে মেঘ থেকে বৃষ্টি আনতে চাইছিল বোধকরি। আকাশে তার গুলির শব্দ। তবু এরি মধ্যে তিনি এরেন্দিরার দাদির কথা শুনলেন।

– আমি কিছু করতে পারবো না। ওই সব মিশনারীদের অধিকার আছে যতদিন মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক না হয় তারা তাকে আটকে রাখতে পারে। এ ওদের আইন। তবে মেয়ে যদি কাউকে বিয়ে করে তবে তার হাত ধরে বেরিয়ে আসতে পারে।

– কিচ্ছু করতে পারবে না? তাহলে এখানকার মেয়র হিসাবে তোমাকে রেখেছে কেন? দাদিমা জিজ্ঞাসা করেন।

– বোধকরি বৃষ্টি নামানোর জন্য। বলেন সেই বিশেষ আইনকর্তা।

মেঘ অপসারিত হলো। এবারে তিনি আবার দাদিমাকে শুনবেন বলে তাকান। বলেন – আসলে এখন তোমার কি দরকার জানো? একজন দারুণ প্রভাব

BanglaBook.org

প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি যে তোমার হয়ে লড়তে পারবে। যে কাগজে কলমে তোমার ভালো স্বভাব চরিত্র ও নীতিবোধের সম্যক জ্ঞান সম্বন্ধে ভালো ভালো কথা লিখে জানাতে পারে। তুমি কি সিনেটর অসিমো সানচেযকে চেনো?

প্রচণ্ড সূর্যের নিচে একটি ছোটো টুলে দাদিমা তার বিশাল পশ্চাৎদেশ কোনোমতে স্থাপন করে বসেছিলেন। এমন কথায় ভয়ংকর রেগে বলেন – আমি গরীব মানুষ। এই বিশাল মরুভূমিতে একেবারেই একা।

– তাহলে এখানে আর তুমি সময় নষ্ট করো না। কেবল মনে রেখো তুমি নরকে বাস করছো না।

বসে বসে পচতে রাজী নন দাদিমা। এরপর মিশনারীর আস্তানার কাছে তাঁবু খাটিয়ে শত্রুপক্ষের দখলকরা সৈন্যের মতো নানা সব পরিকল্পনা করতে লাগলেন। ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফার যিনি এতদিনে দাদিমাকে খুব ভালোভাবে চিনেছেন তিনি চলে যাবেন বলে ঠিক করলেন। জিনিসপত্র গাড়ির পেছনে তুলেন। যেতে যেতে দেখেন দাদিমা নির্নিমেষে সেই দুর্গবাড়ির দিকে তাকিয়ে বলছেন – দেখি কে ক্লান্ত হয় ওরা না আমি।

– এখানে ওরা তিনশ বছর হলো বসবাস করছে আরো কতদিন থাকবে, আরো কত কি করবে কে জানে। আমি চললাম বলেন সেই ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফার। জিনিসপত্র চমৎকারভাবে সাজানো। বাইকের পানে চেয়ে দাদিমা বলেন

– কোথায় চলেছ তুমি শুনি।

– বাতাস যেখানে নিয়ে যায়। এ এক মস্ত পৃথিবী। এই বলে যেতে প্রস্তুত ফটোগ্রাফার।

– যতবড় ভাবছো তত বড় অকৃতজ্ঞ নয়। বলেন দাদিমা। কিন্তু দাদিমা মঠবাড়ী থেকে দৃষ্টি ফেরাতে রাজি নন। বেশ বিছুদিন এমনি অনড় ভঙ্গিতে বসে রইলেন দাদিমা। সেই ভয়াবহ রাতে, বন্য বাতাসে, ভয়াবহ রাত ও দিনে বসে রইলেন একই ভাবে, মঠবাড়ির সামনে, যেন তিনি ধ্যান করছেন। এখন পর্যন্ত কেউই মঠবাড়ি থেকে বাইরে আসে নি। তার ইন্ডিয়ান পরিচারকেরা পেছনে তাঁবু খাটিয়েছে। তারা পেছনের পাম গাছে দোলনা ঝুলিয়েছে। কিন্তু দাদিমা বসে থাকেন অনেক রাত পর্যন্ত, তার সিংহাসনে এক সময় ঘুমে ঢুলে পড়েন আর বসে থাকতে থাকতে কাচা চাল চিবান। বুড়ো ষাঁড়ের অলসতার মতো ধৈর্য তার।

একরাতে একসার ট্রাক গাড়ির ধীর শোভাযাত্রা দেখতে পেলেন দাদিমা। গাড়ির বিচিত্র বহুবর্ণের বাল্বের মালা তাতে কেমন এক ভৌতিক ছায়া দিয়েছে। এ ছাড়া আর কোনো আলো নেই সেই ট্রাকের সারিতে। দাদিমা এ শোভাযাত্রাকে চিনতে পারলেন। এ শোভাযাত্রা আমাডিসের শোভাযাত্রার মতো। সবচেয়ে পেছনের ট্রাক থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে এলো সে গাড়ির কি যেন ঠিক করছিল। আমাডিসের প্রতিচ্ছবি সেই মানুষ। মাথায় পরেছে উল্টো হ্যাট। দীর্ঘ হাঁটু ছোওয়া বুট। বুকে ঝুলছে কার্তুজের মালা। সৈন্যদের রাইফেল হাতে। এবং দু দুটো পিস্তল। ভয়ভীতি কাটিয়ে দাদিমা বললেন – তুমি জানো আমি কে?

BanglaBook.org

লোকটি আলো ফেলে দাদিমার মুখের উপর। তার মুখ লক্ষ্য করে। প্রহরারত এক ক্লান্ত, করুণ, বিধ্বস্ত মুখ। ক্লান্তি ভারে ক্ষীণ চোখের দৃষ্টি। ভয়ানক করুণ সবকিছু। তীব্র জ্বলজ্বলে আলোতে রহস্যহীন মুখ, তবু মনে হলো এককালে এই রমণী হয়তো অসাধারণ রূপসী ছিলেন। অনেকক্ষণ পরীক্ষা বা নিরীক্ষার পর মনে হলো এ মুখ আগে কখনো দেখেননি। আলো নেভালেন।

– আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত তুমি ভার্জিন মেরির সার্বক্ষণিক সাহায্যে নেই। বলে সেই অচেনা।

– ঠিক বিপরীত। আসলে আমিই সেই ভদ্রমহিলা। বলেন দাদিমা অত্যন্ত মিষ্টি স্বরে।

লোকটি পকেটে হাত ঢুকিয়ে তার পিস্তল পরীক্ষা করে কার্যকারণ ব্যতিরেকে। বলেন – কোন ভদ্রমহিলা?

– আমি বড় আমাডিসের লেডি।

– তাহলে তো আপনার এ দুনিয়াতে থাকার কথা নয়। বেশ একটু দমবন্ধ স্বরে লোকটি বলে – কি চান আপনি?

– আমার নাতনিকে উদ্ধার করতে সাহায্য চাই। সেই বড় শ্রেষ্ঠ আমাডিসের নাতনি। আমার ছেলে আমাডিসের মেয়ে। এই মঠবাড়িতে বন্দি হয়ে আছে।

এই কথাতে লোকটির সব ভয় কেটে গেলো। বললো সে – আপনি মনে হয় ভুল দরজায় আঘাত করেছেন। আপনি আমাকে কি ভেবেছেন? ঈশ্বর নিয়ে যারা কাজ কারবার করেন আমি তাদের সঙ্গে নিজেদের জড়াতে চাই? আমাডিসদের আপনি চেনেন বলে মনে হয় না। আর তা ছাড়া চোরাকারবারীদের কাজকারবার সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে বলেও আমার মনে হয় না।

পরদিন দাদিমা আগের চাইতে কম ঘুমিয়ে জেগে উঠলেন। জেগে উঠে নানা কিছু ভাবছেন। শরীরে জড়ানো গরম কম্বল। সকালের নিস্তব্ধতা চারপাশে। দুহাতে বুক চেপে ভাবছেন সেই সমুদ্রের ধারে ছেলেবেলার বাড়ির স্মৃতি যেখানে একসময় গোলাপ বাগানে পরিপূর্ণ ছিল। শক্ত হাতে বুক ধরে আছেন। পাছে এই সব স্মৃতিতে বুক ভেঙ্গে না যায়, তাই। ওইভাবেই বসে রইলেন দাদিমা যতক্ষণ না সকালের ঘণ্টা বাজলো, জানালায় প্রথম আলো জ্বলে উঠলো এবং চারপাশ ভরে গেলো প্রভাতী উপাসনার গরম রুটিতে। সারা মরুভূমি তাতে এলোমেলো হয়ে উঠলো। ভাবলেন হয়তো এরেন্দিরা জেগে উঠে ওখান থেকে পালিয়ে তার কাছে আসার কথা ভাবছে।

মঠবাড়িতে এরেন্দিরার এক রাত্রিও ঘুম নষ্ট হয়নি। যেদিন থেকে ওরা ওকে ধরে নিয়ে গেছে সেদিন থেকে। মঠের সদস্যরা ধারালো কাঁচিতে ওর মাথার চুল কেটে দিয়েছে যতক্ষণ না সে চুল ব্রাশের মতো দেখায়। কোনো এক মঠবাসীর চটের থলের মতো পুরনো কাপড়ের পোশাক তার পরনে। হাতে তুলে দিয়েছে একটি বালতি ও ঝাঁটা।

যাতে ও সারাক্ষণই সিঁড়িগুলোকে ঝকঝকে তকতকে রাখতে পারে। যখনই কেউ উপরে যায় আর নিচে নামে। সারাক্ষণই মঠের অধিবাসীদের কাদা পায়ে

BanglaBook.org

ওঠানামা চলছে আর সেই কারণে এ কাজ আসলে গাধার খাটুনির কাজ। কিন্তু ওর কাছে মনে হয় প্রতিদিনই রবিবার। যে ভীতিপূর্ণ শয্যায় ওর জীবন কেটেছে তার তুলনায়। সে অবশ্য একাই এখানে কষ্ট করছে না। এ মঠবাড়ির সকলেই করছে। তারা কেবল শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করছে না করছে মরুভূমির সঙ্গে। এরেন্দিরা দেখছে সামান্য দুধ দোহনে কি পরিমাণ কষ্ট করছে সকলে। গরুর সঙ্গে। চিজ বানাতে গিয়ে চিজকে মসৃণ করতে কি পরিমাণ লাফাতে হয় সেই চিজের মন্ডের উপর। কিভাবে সকলে ছাগলের অবর্ণনীয় কষ্টের ছানা বিয়োনেতে সাহায্য করছে।

সেই পাথুরে জমিতে ফসল ফলাতে নেয়ে ঘেমে একাকার হচ্ছে সকলে। পাথর কাঁকরে পরিপূর্ণ জমি। সকালের দগদগে গনগনে চুলো দেখছে। পানি তুলতে গিয়ে নেয়ে ঘেমে জাহাজের মাল তোলা কুলির মতো পানি টেনে তুলছে সকলে। জমিতে পানি ঢালছে হাত দিয়ে পানি তুলে। পাথরের মধ্যে ফসল ফলানোর মতো কঠিন কাজ দেখছে ও। সকালের গনগনে দগদগে চুলো দেখছে। যেখানে রুটি বানানো হয়। দেখছে কাপড় ইস্ত্রি করবার কষ্ট। এরেন্দিরা আরো দেখছে কি করে একদল মঠবাসিনী একটি শূকরকে ধরতে তার পিছে পিছে ছুটে চলেছে। পালিয়ে যাওয়া শূকরের কান ধরে কিভাবে তাদের কাবু করতে চাইছে। এরপর কোনোমতে ধরে ফেলে, দুজন মঠবাসিনী সেই শূকরকে বশে এনে, চামড়ার এ্যাপ্রোন গায়ে, কসাইয়ের ছুঁরি দিয়ে খ্যাঁচ করে শূকরের গলা কেটে ফেলছে। আর তারপর রক্ত কাদায় মাখামাখি হচ্ছে। এ ছাড়া বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ কিছু সন্ন্যাসী ঈশ্বরের শেষ ডাকের আশায় ধুকছে নিজ বিছানায়। আর কি ভয়ংকরভাবে তারা ভুগছে যক্ষ্মায়। মেয়ে সন্ন্যাসীরা ভুগছে যক্ষ্মায় আর ছেলে সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের পথ বেয়ে চলে যাচ্ছে মরুভূমিতে। প্রিচিং করতে। নিজের বিছানায় এরেন্দিরা কখনো এমনি সব ভীতি ও সৌন্দর্যের কথা জানতো না। নিজের ছায়াতে বাস করে এরেন্দিরা। আর এখানে কেউ পারে নি তার মুখ থেকে একটিও কথা বের করতে। কেউ না। শত চেষ্টাতেও ও নিশ্চুপ। একদিন সকালে ও যখন সিঁড়ি ধোয়ার পানি ঠিক করছিল ও পানিতে মেশানোর যা কিছু মেশাচ্ছিলো, শুনতে পেলো এক তারের বাজনা। সে বাজনা আলোর মতো। মরুভূমির আলোর চাইতেও সে আলো বাজছে। সুরের তানে বন্দি এরেন্দিরা একটি বড় ঘরে উঁকি দেয়। ঘরটি বড় এবং নির্জন। দেয়ালে কোনো ছবি নেই, একেবারে খালি। বড় জানালা সেখানে। যেখানে জুন মাসের আলো ঢেলে দিয়েছে কেউ আর সেই আলো সেখানে স্তব্ধ হয়ে আছে। ইস্টারের বাজনা বাজিয়ে চলছে একজন আশ্চর্য সুন্দরী মঠবাসিনী। বাদ্যযন্ত্র ক্লাভিকর্ড। এ মঠবাসিনীকে এরেন্দিরা আগে কখনো দেখেনি। নিষ্পলকে ও বাদ্যযন্ত্র শোনে। যেন তার সেই পরিচিত হৃদয় ঝুলছে এক অপরিচিত সুতোয়। এইভাবে শুনতে শুনতে জানে দুপুরের খাবারের ঘণ্টা বেজেছে। লাঞ্চবেল বাজা পর্যন্ত সে তেমনি ঠায় বসে থাকে।

খাওয়ার পর আবার সিঁড়ি মোছার কাজ শুরু হলো। সেই নব্য মঠবাসীরা উঠছে নামছে। এরেন্দিরার কাজ বাড়ছে। একসময় ওর কাজ থামলো। চারপাশে কেউ

BanglaBook.org

নেই। নেই আর কোনো কিছু শুনবার। ও প্রথমবারের মতো কথা বলে নিঃশব্দে। এ মঠবাড়িতে আসার পরে প্রথম। বলে – আমি সুখী।

এরপরে দাদিমার কাছে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছের এখানেই সমাপ্তি। দাদিমা তার কঠিন অবরোধ নবান্ন উৎসব পর্যন্ত একই মতো রাখলেন। এই সময় মঠবাসী সন্ন্যাসীরা একটি বৃহৎ মহৎ কাজে জীবনপাত করছিল। তারা সারা মরুভূমি ঝাড়ু দিয়ে গর্ভবতী কংকোবাইন বা বেশ্যাদের খুঁজে বের করছিলেন তাদের বিয়ে দিতে। মরুভূমির চারপাশে এক ভাঙা ট্রাকে চেপে তারা এই সব গর্ভবতী রক্ষিতা বা বারবণিতাদের খুঁজছেন। তাদের সঙ্গে চারজন সৈন্যও আছে। আসলে এই সব মেয়েদের বিয়ের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো মুশকিল। তাদের যুক্তি এমন এইসব স্বর্গীয় ব্যাপারের আগে ভাবতে হবে যেসব মানুষ তাদের কাছে আসে এবং কেন আসে, দোলনায় দুপা ফাঁক করে বসে, তারা যা পেতে চায় তা তাদের বিয়ে করা বউয়ের কাছে পায় না। পায় এই সব রক্ষিতাদের কাছে। তাদের ভোলাতে নানা ছল চাতুরি করতে হলো, ঈশ্বরের ইচ্ছের কথা সিরাপ গোলা ভাষায় তাদের ভোলাতে হলো, কড়া কড়া কথা বলে কাজ হবে না তারা জানতেন। এরপরেও তারা আবার কাউকে ঝকঝকে মস্ত দুল দিয়ে ভোলাতে পারলেন। একবার মেয়েদের সম্মতি পাওয়া গেলে, ছেলেদের রাইফেলের ভয় দেখিয়ে, দোলনা থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে, ট্রাকের পেছনে বেঁধে বিয়ে করতে নিয়ে আসা হলো। তাদের এইভাবেই বিয়ে করতে বাধ্য করা হয় এই বিশেষ খ্রিষ্টিয় পরবের সময়ে।

কিছুদিন থেকে দাদিমা দেখছেন নানা সব ট্রাকভর্তি গর্ভবতী মেয়েদের মিশনে আনা হচ্ছে। তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না এরমধ্যে কি করে সুযোগ করে নেবেন। কাজ হাসিল করবেন। পেন্টাকোস্টের রবিবারের খুব ভোরে রকেট ও ঘণ্টার শব্দে দাদিমা দেখলেন সেই বিশেষ বিষাদগ্রস্ত জনতা হুল্লোড়ে মেতেছে। সকলেই চলেছে উৎসবে। আর সেই হুল্লোড়ে হাজার হাজার গর্ভবতী রমণী তাদের ভবিষ্যৎ স্বামীর হাত ধরে, মাথায় ঘোমটা টেনে এই সমবেত বিয়ে উৎসবে চলেছে। আজকের এই সমবেত বিয়ে উৎসবে তাদের সম্পর্ক সিদ্ধ হবে।

দলের পেছনে একজন তরুণ চলেছে। ছোটো করে মাথার চুল কাটা। হৃদয় নির্মল। পরনে ছেঁড়া কাপড়। হাতে ইস্টারের মোমবাতি। এবং সিল্কের রুমাল। দাদিমা ছেলেটিকে ডাকলেন। একদম কোমলতম স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন

– আচ্ছা বলো তো বাছা এই উৎসবে তোমার ভূমিকা কি? মোমবাতি হাতে একটু সন্ত্রস্ত সে। আর বেচারা তার গাধার মতো বড় বড় দাঁতের জন্য কখনোই মুখ বন্ধ করতে পারে না। বললো সে – ফাদার আমাকে প্রথম যীশুর মন্ত্রে দীক্ষিত করবেন।

– এই জন্য কত পেয়েছো তুমি? মানে ওরা তোমাকে কত টাকা দিয়েছে?

– পাঁচ পেসো। জানায় ছেলেটি।

দাদিমা তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে এক গোছা টাকা বের করলেন। ছেলেটি বিস্মিতভাবে দাদিমার পানে তাকিয়ে।

BanglaBook.org

– আমি তোমাকে কুড়ি পেসো দেবো। এ অবশ্য যীশু মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার জন্য নয়। বিয়ে করবার জন্য।

– কাকে বিয়ে করতে হবে?

– আমার নাতনিকে। দাদিমা বলেন।

এরপর এরেন্দিরা তার ছেঁড়া পোশাকে মিশনারীর উঠোনে বসে বিয়ে করলো দাদিমার বুদ্ধিতে। সেই পোশাক ও সিল্কের শাল ওখানকার নবাগত সন্ন্যাসীরা তাকে দিয়েছিল। বিয়ে করলো কাকে, কেন বিয়ে করছে তার কোনো কিছু না জেনে। এমনকি নাম পর্যন্ত নয়। হাঁটু মুড়ে সেই খড়খড়ে কঠিন মাটির উঠোনে বসে থাকা থেকে একসময় রেহাই পেলো। যেখানে দুশো জন গর্ভবতী বারবণিতার গায়ের গন্ধে ভরে গেছে চারপাশ। তারা শুনছে অপরাধের শাস্তির কথা সেন্ট পল কি বলেছেন, সেই কঠিন মাটিতে ও গনগনে আগুন সূর্যের নিচে বসে। শুনছে লাটিন ভাষায় আগুনের মতো ঝরে পড়ছে ওদের চারপাশে এই সব ধর্মের কথা। এরেন্দিরার বিয়ে রোধ করবার কোনো ক্ষমতা নেই মিশনারীদের। তবু তাকে আবার সেই মিশনে রাখার শেষ চেষ্টা করা হলো। সেই ধর্মীয় কঠিন নিয়মে বিয়ের পর এরেন্দিরা দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই লম্বা দাঁতের স্বামী, সেই মেয়র যে আকাশ ফুটো করে বৃষ্টি আনতে চেয়েছিল। এরেন্দিরা চলে গেলো আবার সেই জালের মধ্যে যা ছোটো বেলা থেকে ওকে পরিচালিত করছে। এরপর যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো – তার ইচ্ছে কি, সে কি চায়। এরেন্দিরা এক ফোটাও দেরী না করে বলে – আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। তবে আমার স্বামীর সঙ্গে নয় আমার দাদিমার সঙ্গে।

৫

ইউলিসিস সারা দুপুর ব্যয় করলো বাবার কমলা বাগান থেকে একটি কমলা চুরি করতে। বাবার সঙ্গে সে বাগানে কাজ করছিল। পচা বাসি ডাল পাতাকে ছেঁটে দেবার কাজ। বাবা ওর উপর নজর রেখেছে। আর মা বাড়িতে বসে ওদের দিকে নজর রেখেছেন। একসময় কমলা চুরির মতলব বন্ধ রেখে বেশ একটু ক্ষুব্ধভাবে কমলা বাগানের শেষ গাছটির পচা ডাল পাতা বাছার কাজে ব্যস্ত রইলো।

এই ঘন বাগানটি গভীর ও লুকোনো। বাড়িটি পুরনো কালের টিন ও শিষের তৈরী। জানালায় তামার কাজ। একটি দীর্ঘ বারান্দা। আর এইখানে এই সব প্রাচীন গাছে প্রচুর ফলন হয়। ইউলিসিসের মা একটি সুন্দর ভিয়েনার চেয়ারে বসে আছেন। ধোঁওয়া ওঠা পানি থেকে একটি পাতা তুলে কপালে ঠেকিয়ে মাথা ব্যথা সারানোর চেষ্টা করছেন। মা ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত। এমনভাবে ছেলেকে দেখছেন মনে হয় কোনো এক অদৃশ্য আলো সার্চলাইটে ছেলেকে পর্যবেক্ষণ করছেন। ইউলিসিসের মা সত্যিই অসামান্য সুন্দরী। স্বামীর চাইতে বয়সে অনেক ছোটো। এই মা-টি কেবল আপন গোত্রের পোশাকই পরেন না, অনেক পুরনো কালের বংশগত নিয়ম ও গোপন সত্য তাঁর রক্তস্রোতে প্রবাহিত হয়। জানেন অনেক কিছু।

BanglaBook.org

ইউলিসিস যখন ডাল ছাঁটার কেচি হাতে ঘরে ঢোকে মা ওর কাছে বেলা চারটায় খাবার ওষুধ চাইলেন। ওষুধের শিশি ও ওষুধ মাপার কাপ কাছেই ছিল। ইউলিসিস যখনই সেই কাচের গ্লাশ স্পর্শ করলো সঙ্গে সঙ্গে সেই কাচের গ্লাসের রং বদলে গেলো। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন। এরপর ইউলিসিস একটি কাচের জলপাত্র, বড় বড় কাচের মাগ স্পর্শ করতেই তার রংও বদলে গেলো। ইউলিসিস অনেকটা খেলার ছলে এমন করছিল। মা দেখতে দেখতে যখন বুঝতে পারলেন এ তার অসুখের কারণে ভুল দেখা নয় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ইন্ডিয়ানদের আদিবাসী গুজিরা ভাষায় – কবে থেকে এমন হচ্ছে?

– মরুভূমি থেকে ফিরে আসার পর ইউলিসিস জানায়। ও আরো বলে – কাচের জিনিস ধরলেই এমন ঘটছে। এরপর ইউলিসিস একটির পর একটি কাচের জিনিস স্পর্শ করতেই তাদের রং বদলে যায়।

– ভালোবাসায় পড়লে এমন হয়। মা বলেন। প্রশ্ন করেন – মেয়েটি কে?

ইউলিসিস উত্তর করে না। বাবা এই সময় বারান্দা পেরিয়ে ঘরে চলেছেন হাতে এক গোছা কমলা নিয়ে। তিনি গুজিরা বোঝেন না। প্রশ্ন করেন – কি নিয়ে কথা বলছো তোমরা?

– তেমন বিশেষ কিছু না। বলে ইউলিসিস। ইউলিসিসের মা ডাচ জানেন না। বাবা ও ছেলেতে কথা বলতে দেখে প্রশ্ন করেন – কি নিয়ে কথা বলছো তোমরা? ইউলিসিস উত্তর করে – বিশেষ কিছু না। বাবা আবার চোখের আড়াল হতেই মা প্রশ্ন করেন ইউলিসিসকে – মেয়েটি কে?

– কেউ না। দ্রুত উত্তর করে ইউলিসিস। কোনো প্রকার মনোযোগ না দিয়ে। ও আসলে দেখতে চাইছিল বাবা অফিস ঘরে কাজ করছেন কি না। তিনি তালা খুলে কমলাগুলো আলমারির উপরের তাকে রাখছেন। ইউলিসিস অফিসে চোখ রেখেছে আর ওর মা চোখ রেখেছে ইউলিসিসের উপর। বলেন – বেশ কিছুদিন হলো তুমি ঠিকমতো রুটি খাচ্ছো না।

– রুটি ভালো লাগে না। ইউলিসিস জানায়।

মা বলেন বেশ একটু ভর্ৎসনার স্বরে। – আসলে এতক্ষণ তুমি মিথ্যা বলছো। মানুষ প্রেমে পড়লেই রুটি খেতে পছন্দ করেনা। ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এবারে মায়ের গলার স্বর বেশ একটু ভয় দেখানোর মতো শোনায়। – এবারে ঠিক করে বল মেয়েটি কে? না হলে আমি তোমার রোগ সারাতে বিশেষ শিকড় বাকরে গোসল করাবো। বাবা তখনো তার অফিস ঘরে কমলা রাখতে ব্যস্ত। কমলা রেখে দরজা বন্ধ করেন। ইউলিসিস জানালার কাছ থেকে সরে এসে অসহিষ্ণু স্বরে বলে – আমার কথা বিশ্বাস না হলে বাবাকে জিজ্ঞাসা কর।

বাবা পুরনো বাইবেল হাতে বাইরে আসেন। পাইপ মুখে। স্ত্রী তাকে স্পানিশ ভাষায় জিজ্ঞাসা করে – মরুভূমিতে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমাদের?

BanglaBook.org

– কারো সঙ্গে নয়। আমার কথা বিশ্বাস না হলে ইউলিসিসকে জিজ্ঞাসা কর। এতে মার চিন্তার মেঘে কোনো লাভই হলো না।

বড় ঘরের শেষ প্রান্তে বসে পাইপ টানছেন বাবা। যতক্ষণ তামাক শেষ হয়ে না যায় তিনি পাইপ টেনেই চলেছেন।

তারপর একসময় বাইবেল খুলে দুই ঘণ্টা ধরে বাইবেল পাঠ চলে তার। বেশ সহজ সাবলীল ডাচ ভাষায়।

মধ্যরাত পর্যন্ত ইউলিসিস চিন্তা করতে করতে ঘুমোতেই পারলো না। বেশ গভীরভাবে চিন্তা করছে ও। আর এক ঘণ্টা ওর দোলনায় দোলে ইউলিসিস। ভুলতে চেষ্টা করে বেদনার স্মৃতি। তারপর সেই বেদনার স্মৃতিই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এরপর ও পরে ফেলে কাউবয় প্যান্ট, চারকোণা খোপ খোপ স্কটল্যান্ডের সার্ট, দীর্ঘ চওড়া ও শক্ত বুট জুতো। এরপর পাখি পরিপূর্ণ ট্রাকে উঠবে বলে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নিচে নামে। আর বাগান দিয়ে যেতে যেতে কমলা বন থেকে তিনটে কমলা পাড়ে। যে কমলাগুলো সারা দুপুর ও বিকাল থেকে সে বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পাড়বার চেষ্টা করছে। মরুভূমির ভেতর দিয়ে যাত্রা তার। সারারাত গাড়ি চালিয়ে সকালবেলা শহরে পৌছেই প্রতিটি মানুষকে প্রশ্ন করে কোথায় আছে এরেন্দিরা। কিন্তু কেউ এরেন্দিরার খোঁজ রাখে না। নানা জন নানা কথা বলে। অবশেষে তারা জানায় সিনেটর ওসিমো সানজেযের ভোটের কাজে সাহায্য করতে একদল মানুষের সঙ্গে ওকে যেতে দেখেছে। আর ওইদিন সম্ভবত ও নুভে কাসটিলে ছিল। এর বেশি আর কেউ কিছু বলতে পারে না। এরেন্দিরা নুভে কাসটিলে নেই। এরেন্দিরার দাদিমা শেষ পর্যন্ত মেয়র ওসিমো সানচেযকে দিয়ে তার জন্য একটি নিজের হাতের লেখা চিঠি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। যে চিঠিতে এরেন্দিরার দাদিমার সবিশেষ গুণাবলী ব্যাখা করেছেন মেয়র ওসিমো সানচেয। যে চিঠির সাহায্যে দাদিমা এই মরুভূমির সবচাইতে শক্ত বন্ধ কঠিন দরজা খোলার চেষ্টায় আছেন। এরেন্দিরার দাদিমার চরিত্রের জামিনপত্র সেই বিশেষ চিঠি। তার সোনালি ক্যারেকটর সার্টিফিকেট। তিনদিনের মাথায় দেখা হলো ডাকপিওনের সঙ্গে। যেখান থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করলো ইউলিসিস। ডাকপিওন বলে তাকে – খুব তাড়াতড়ি কর। কারণ ওরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আরুবা দ্বীপে যেতে চাইছে। সেই বুড়িই এইসব পরিকল্পনা করছে। পুরো অর্ধেকদিন সেই পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ইউলিসিস দেখতে পেলো সেই তাঁবু যা দাদিমা এক পুরনো সার্কাস পার্টি থেকে কিনেছিলেন। দেখা হলো সেই ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফারের সঙ্গে। যে দাদিমার কথার সত্যতা প্রমাণ করে আবার ফিরে এসেছে "এ পৃথিবী তুমি যত বড় মনে করছো আসলে তা নয়।" সে আবার সেখানে ছবি টাঙিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। আর একদল বাদ্যযন্ত্র শিল্পী এরেন্দিরার খদ্দেরদের বিমোহিত রাখার চেষ্টা করছে বেশ একটু ধীর লয়ের ওয়াল্‌জে। ইউলিসিস অপেক্ষা করছে সঠিক সময়ের জন্য যখন তাঁবুতে ঢুকতে পারবে।

BanglaBook.org

প্রথমে তাঁবুতে ঢুকতেই যে জিনিস ওর চোখে পড়লো সে আর কিছু নয় তাঁবুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সাজানো গোছানো ভাবটি। দাদিমার তাঁবু আগের মতোই রাজকীয়ভাবে সাজানো। আমাডিসের হাড়হাড্ডির ট্রাংকের পাশে একটি দেবদূতের উজ্জ্বল মূর্তি। এ ছাড়াও একটি দস্তার বাথটাব যেখানে সিংহের পায়ের নকশা। চাঁদোয়া খাটানো নতুন বিছানায় এরেন্দিরা শান্ত ও নগ্ন হয়ে শুয়ে। শিশুর মতো নরম নবীন আলো পড়েছে ওর শরীরে। যে আলো তাঁবুর কাপড়ের ফাঁক দিয়ে ভেতরে চলে এসেছে। এরেন্দিরা চোখ খুলে ঘুমোচ্ছে। ইউলিসিস ওর বিছানার পাশে এসে শান্ত হয়ে দাঁড়ায়। ওর হাতে বাগানের কমলা। ইউলিসিস বুঝতে পারে এরেন্দিরা ওর দিকে তাকিয়েও ওকে দেখছে না। ইউলিসিস ওর হাত এরেন্দিরার চোখের সামনে মেলে ধরে। তাকে সেই নাম ধরে যে নাম ধরে সে কল্পনায় এরেন্দিরাকে ডাকে, ও তাকে।

– আমিতসেরে।

এরেন্দিরা জেগে ওঠে। ইউলিসিসের সামনে নিজেকে নগ্ন মনে হয়। ছোট্ট একটি চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে গলা পর্যন্ত চাদরে শরীর ঢাকে।

– আমার দিকে তাকিয়ো না। আমি যাচ্ছে। এরেন্দিরা বলে।

– তোমার সমস্ত শরীর কমলা রংএর। ইউলিসিস একটি কমলা তুলে ওর চোখের সামনে ধরে। বলে – দেখো সত্যি কিনা। কমলা ও কমলা রংএর চেহারা।

এরেন্দিরা চোখ খুলে দেখে সত্যিই তাই। কমলার সঙ্গে ওর গায়ের কমলা রংএর মিল।

– আমি চাই না তুমি এখানে থাকো। এরেন্দিরা বলে।

– আমি তোমাকে একটি মজার জিনিস দেখাতে এসেছি। এখানে দেখো। ইউলিসিস ওর নখ দিয়ে কমলার খোসা ছাড়ায়। তারপর কমলালেবুকে দুই ভাগে ভাগ করে। দেখা যায় ঠিক কমলালেবুর হৃদয়ের মধ্যে বিঁধে আছে একটি খাঁটি হিরে।

– এগুলো তো গাছ থেকে পেড়ে আনা জীবন্ত কমলা। আশ্চর্য হয়ে বলে এরেন্দিরা।

– অবশ্যই। বলে ইউলিসিস। আমার বাবা এমনি সব কমলা তার কমলা বাগানে ফোটান।

এরেন্দিরার বিশ্বাস হতে চায় না। মুখ খুলে হাত বাড়িয়ে কমলা থেকে হিরে তুলে নেয়। এবং বিস্মিতভাবে সে হিরের রূপ দেখে।

– এই রকম তিনটে হিরে হলেই আমরা বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে পারবো। ইউলিসিস বলে।

এরেন্দিরা ফেরত দেয় সেই বিস্ময়কর হিরে। হতাশ চোখে তাকায়।

ইউলিসিস বলে – এ ছাড়াও সঙ্গে একটি ট্রাক আছে। এ ছাড়াও দেখো। সার্ট তুলে ইউলিসিস ওর পিস্তল দেখায়।

BanglaBook.org

– দশ বছরের মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। এরেন্দিরা বলে।

– অবশ্যই তুমি এ জায়গা ছাড়বে এবং আজ রাতে। যখন সেই সাদা তিমি মাছ ঘুমিয়ে যাবে আমি বাইরে থেকে পেঁচার মতো করে ডাকবো। এই বলে ইউলিসিস এমনভাবে পেঁচার মতো ডেকে উঠলো মনে হলো সত্যিই পেঁচা ডাকছে। সেই ডাক শুনে এরেন্দিরার দুই চোখ হেসে উঠলো।

– এ আমার দাদিমা তাই না?

– পেঁচা?

– না তিমি মাছ।

এই বলে দুজনেই হেসে ওঠে। যা বলছিল এরেন্দিরা আবার তাই বলে ও – আমার দাদিমার অনুমতি ছাড়া এ জায়গা থেকে কেউ যেতে পারে না।

– তাকে বলতে হবে তার তো কোনো যুক্তি নেই।

– দাদিমা ঠিকই খুঁজে বের করবে। উনি স্বপ্নেই সব দেখতে পান।

– যখন তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন ততক্ষণে আমরা বর্ডার পার হবো। একেবারে কালোবাজারীদের মতো সন্তর্পণে। বলে ইউলিসিস। এরপর বন্দুক ধরে সিনেমার নায়কের মতো ভঙ্গি করে ব্যাং ব্যাং শব্দ করে। এরেন্দিরা আপাতত হ্যাঁ এবং না কিছুই বলে না। কেবল সে ইউলিসিসকে একটি চুমুতে তাকে বাইরে পাঠাতে চায়। ইউলিসিস ওকে স্পর্শ করে। তারপর ফিস ফিস করে বলে – আগামীকাল আমরা দেখবো জাহাজ, জাহাজের যাতায়াত।

পরদিন সন্ধ্যায় ঠিক সাতটা বাজার কিছু পরে এরেন্দিরা যখন ওর দাদিমার চুলে চিরুনি করছিল তখনই বইতে শুরু করলো আবার সেই দুর্ভাগ্যের হাওয়া। ইন্ডিয়ান বেয়ারার এবং সঙ্গীতপ্রধান তাদের পাওনার জন্য অপেক্ষা করছিল। কাছেই একটি সিন্দুকের উপর টাকা রেখে দাদিমা টাকা গুনছিলেন। তারপর জমাখরচের খাতায় হিসেব নিকেষ মিলিয়ে ওদের পয়সা মেটান। সবচাইতে বয়স্ক ইন্ডিয়ান বেয়ারার হাতে টাকা দেন। তিনি বলেন – এই নাও টাকা। এ সপ্তাহের জন্য কুড়ি পেসো, খাবারের জন্য আট পেসো কেটে নিলাম। ফিফটি সেন্ট কেটে নিলাম তোমার নতুন সার্টের জন্য, তিন সেন্ট পানির জন্য, এরপর তুমি পাবে আট পেসো ও পঞ্চাশ সেন্ট। গুনে নাও ঠিক আছে কিনা।

বয়স্ক ইন্ডিয়ান টাকা গুনে নেয়। তারপর তাকে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম জানিয়ে বলে – ধন্যবাদ সাদা রমণী। এরপর আসে বাদ্যযন্ত্রের প্রধান। দাদিমা ফটোগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে বলেন – তুমি গানের খরচের এক চতুর্থাংশ দেবে কি দেবে না বল। ফটোগ্রাফার তখন ওর ভাঙ্গা ক্যামেরার অংশবিশেষ গাটাপার্চা দিয়ে মেরামত করছে। ফটোগ্রাফার মাথা না তুলে বলে – ছবিতে তো গানের ছবি ওঠে না।

– তা না উঠুক এই সঙ্গীতের কারণে অনেকেই ছবি তুলতে চায়। দাদিমা বলেন।

BanglaBook.org

– মোটেই না। করুণ গানে তাদের মৃত মানুষের কথা মনে পড়ে বলেই তারা সব চোখ বন্ধ করে ছবি তোলে।

সঙ্গীত প্রধান বাধা দিয়ে বলে – এ বাজনা নয়। তোমার ক্যামেরার ফ্লাশলাইট।

– না। বাজনাই এর কারণ। ফটোগ্রাফার জোর দিয়ে বলে।

দাদিমা এই তর্কে সমাপ্তি টানতে চান। বলেন – দেখছো না সিনেটর ওসিমো সানজেযের জন্য সব কিছু কি চমৎকার ভাবে সমাধা হচ্ছে। আর বাদ্যযন্ত্র যারা বাজায় তাদেরও ধন্যবাদ জানাই আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। এত কিপটে হয়ো না। তারপর স্বর একটু কর্কশ করে বলেন দাদিমা – যা দেবার না দিলে নিজের ভাগ্য নিজে দেখো। তোমার খারাপ লাগে না একটি শিশুর উপর সব খরচের বোঝা চাপিয়ে দিতে।

– আমার ভাগ্য আমাকে যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই যাবো। আমি যে আসলে একজন শিল্পী সে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নাই।

ঘাড় ঝাঁকিয়ে দাদিমা বাদ্যযন্ত্রীদের টাকা দেন। তারপর তার হিসেবের খাতায় লিখে রাখেন। দেখেন যা দিলেন তা তার হিসেবের সঙ্গে মিললো কিনা। – বাজনার সংখ্যা দুশো চুয়ান্নটি। প্রতিটি বাজনার জন্য পঞ্চাশ সেন্ট। রবিবারে আরো বত্রিশটি। ছুটির দিনে একটির দাম ষাট পেন্স। তা হলে সর্বমোট দাঁড়ালো একশ ছাপ্পান্ন পেসো।

বাদ্যকার এতে রাজি নন। বলেন – তোমার হিসেব ঠিক হয়নি। আসলে আমাকে দিতে হবে একশ বিরানি পেসো ও চল্লিশ সেন্ট। ওয়ালজের দাম অনেক বেশি।

– বেশি হবার কারণ? দাদিমা প্রশ্ন করেন।

– কারণ ওগুলো বিষাদে পরিপূর্ণ।

কিন্তু দাদিমা তার কথা শুনতে মোটেই রাজি নন। তাকে টাকা নিতে বাধ্য করেন। বলেন – শোনো এবার সবগুলো ওয়ালজ্ না বাজিয়ে মাঝখানে দুটো করে আনন্দের বাজনা বাজিয়ো। তাতে আমার কাছে তুমি যা পাবে তা শোধ হবে।

দাদিমার লজিক বোঝে না বাদ্যকার। কিন্তু এই জট থেকে বাঁচতে ও টাকা নিয়ে নেয়। ঠিক তক্ষুনি বাইরে ঝড়ের শব্দ শোনা যায়। যেন তাঁবু উপড়ে ফেলবে এমনি প্রচণ্ড গতি সেই ঝড়ের। আর ঝড়ে জেগে ওঠা সকলকে বাইরের এক পেঁচা ডেকে উঠে তার উপস্থিতি ঘোষণা করে।

এরেন্দিরা বুঝতে পারছে না কিভাবে তার মনের পরিবর্তিত অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য ঢেকে রাখে। সে টাকার আলমারি বন্ধ করে কিছু টাকা বিছানার নিচে রাখে। দাদিমা ওর ভীতি বুঝতে পারেন। চাবি দিতে গিয়ে যেভাবে হাত কাঁপছিল ওর। – এত ভয় পাবার কি আছে? দাদিমা বলেন – ঝড়ের রাতে পেঁচা ওমন করেই ডাকে।

কিন্তু মনে হয় না এরেন্দিরা এ কথাতে শান্ত হয়েছে বা মেনে নিয়েছে। এরেন্দিরা তাকিয়ে দেখে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা হাতে চলে যাচ্ছে।

– কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর। দেখতে পাচ্ছো না আজ রাতে মৃত্যু রাস্তায় অপেক্ষা করছে।

BanglaBook.org

ফটোগ্রাফারও পেঁচার ডাক শুনতে পেয়েছে কিন্তু সে অপেক্ষা করতে রাজি নয়।

– থাকো না বাছা দাদিমা বলেন। থাকো আমি তোমাকে পছন্দ করি তাই বলছি থাকতে।

– থাকবো কিন্তু তোমাকে এখানে ফটো তোলার জন্য কোনো টাকা কড়ি দিতে পারবো না বলে দিচ্ছি। ফটোগ্রাফার বলে।

– না না তা হতে পারে না। দাদিমা বলেন।

– দেখতে পাচ্ছেন? আপনার হৃদয়ে কারো জন্যই কোনো দয়ামায়া নেই।

দাদিমা ক্রোধে কালো হয়ে বলেন – তাহলে যাও। তোমার মতো নিচু জাতের মানুষের কাছে আর কি আশা করবো আমি।

দাদিমাকে বিছানায় শোয়াতে এসে সেই অগ্নিমূর্তি দেখতে পায় এরেন্দিরা। – শয়তানের ছেলে। দাদিমা বিড়বিড় করে – হারামজাদা কি করে বলে অন্যের হৃদয় দেখতে পায় সে। দাদিমার কথার কোনো উত্তর করে না এরেন্দিরা। কারণ বাইরের পেঁচা থেমে থেমে ডেকেই চলেছে ঝড়ের মধ্যে। আর এরেন্দিরা কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। দাদিমা শেষ পর্যন্ত বিছানায় গেলেন ঠিক যেমন তার ফেলে আসা রাজপ্রাসাদে যেতেন। আর এরেন্দিরা দাদিমাকে বাতাস করতে করতে আগের মতোই শুনতে পায় দাদিমা বলছেন – কাল তোকে খুব সকালে উঠতে হবে।

– আচ্ছা দাদিমা।

– উট পাখিদের খাওয়াতে হবে।

– আচ্ছা দাদিমা।

বিছানায় পাখা রেখে এরেন্দিরা মৃত আমাডিসের হাড়হাড্ডির ট্রাংকে দুখানা মোমবাতি জালায়। দাদিমা ঘুমোতে ঘুমোতে আবার বলেন – আমাডিসের জন্য মোমবাতি জ্বালাতে ভুলিস না।

– আচ্ছা দাদিমা। এরেন্দিরা বুঝতে পারে দাদিমা আর জাগবে না। আবার পেঁচা তাঁবুর খুব কাছে ডেকে ওঠে। এরেন্দিরা বুঝতে পারে না দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া কিভাবে ধীরে ধীরে আবার চারপাশ ছেয়ে ফেলছে। অন্ধকারে বাইরে তাকায় এরেন্দিরা। পেঁচা আবার ডেকে ওঠে। স্বাধীন হয়ে উঠবার সেই তীব্র আদিম প্রবৃত্তি দাদিমার মোহ ও ভীতিজাল থেকে তাকে বাইরে নিয়ে যেতে চায়।

বাইরে পাঁচ পা-ও ফেলেনি চেয়ে দেখে সেই ছবি তোলার লোকটি। বাইসাইকেলে লটবহর তুলছে। একেবারে ঝড়ের গতিতে। এরেন্দিরাকে দেখে একটু মিষ্টি করে হাসে সেই ফটোগ্রাফার। তাতে এরেন্দিরার দুঃখ চলে যায়। – আমি এসবের কিছু জানি না। বলে সেই ফটোগ্রাফার। – আমি এসবের কিছু দেখি নি। কিন্তু আমি কখনোই বাজনার জন্য পয়সা দিতে রাজি নই।

এই বলে সকলের জন্য তার নিজস্ব রীতিতে আশীর্বাদ রেখে চলে গেলো ফটোগ্রাফার। এরেন্দিরা মরুভূমির পানে ছুটে চলে। তারপর ঝড় ছেয়ে ফেলে তাকে। সে ছুটে চলে সেখানে যেখানে পেঁচা সন্ধ্যা থেকে ডাকছে প্রাণপণে।

BanglaBook.org

এইবার দাদিমা সোজাসুজি গেলেন সরকারি কর্তাব্যক্তির কাছে। স্থানীয় কর্তা ব্যক্তি সকাল ছটায় তার ঘুমোনোর দোলনা থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। দাদিমা তার চোখের সামনে ধরে আছেন ওসিমো সানজেযের বিশেষ চিঠি। এইসময় ইউলিসিসের বাবাও দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

– আমি কি করে বুঝবো কি লেখা আছে এ চিঠিতে। বলে সেই সিভিল অথরিটির কর্তাব্যক্তি, যে এলাকার সব কিছু দেখাশোনা করে। – আমি পড়তে পারি না। দাদিমা জোর গলায় বলেন – এ সার্টিফিকেটে লিখেছেন সিনেটর ওসিমো সানচেয।

এরপর আর কোনো কথা না বলে সেই মানুষ আরো দুজনকে চিৎকার করে ডেকে তুলে রওনা দিলেন যেদিকে এরেন্দিরা গেছে সেই দিকে। মিলিটারি ট্রাকে উঠে ধাওয়া করলেন পলাতকদের পথের দিকে। তারা বিপরীতমুখী বাতাসে ছুটে চললেন বর্তারের পাশে।

সেই কমান্ডার বসেছেন ড্রাইভারের সিটের পাশে। আর পেছনে এরেন্দিরার দাদি এবং ইউলিসিসের ভাচ বাবা।

শহরের কাছে এসে দেখতে পেলেন রাস্তার পাশে এক সারি ট্রাক চলেছে। তাদের ট্রাক ওয়াটার প্রুফ ক্যানভাসে ঢাকা। পেছনে লুকিয়ে আছে কিছু মানুষ। কমান্ডার সামনের ট্রাকের ড্রাইভারকে প্রশ্ন করে তারা কি কোনো পাখি ভর্তি ট্রাক দেখেছে? সেই ট্রাকের ড্রাইভার কিছু বলার আগেই বলেন – আমরা বসে বসে এইসব দেখার কাজ করি না। আমরা আসলে কালোবাজারী। কমান্ডার দেখলেন তাদের। তার অস্ত্র তুলে ধরে হাসার ভঙ্গি করলেন। বলেন – এই দিনের আলোতে চলতে চলতে তোমরা বলছো তোমাদের কাজকারবারের কথা। তোমাদের লজ্জা-শরম বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না। এই ট্রাকের কনভয়ের শেষটিতে লেখা ছিল – আমি তোমাকে এখনো মনে করি এরেন্দিরা। বড় বড় অক্ষরে।

উত্তর দিকে যেতে গিয়ে দেখেন এখানকার বাতাস অনেক বেশি শুকনো এবং সূর্যের তাপ অনেক বেশি প্রখর। তেরপল তোলা ট্রাকের ভেতরে নিঃশ্বাস নেওয়া মুশকিল। দাদিমা প্রথমে দেখতে পেয়েছিলেন সেই ফটোগ্রাফারকে। তারা যে দিকে চলেছে ফটোগ্রাফারও সেদিকে সাইকেল চালিয়ে চলেছে। এই আগুন বাতাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে কিছুই নেই তার। কেবল কোনোমতে রুমালে মাথা ঢেকে ও সাইকেল চালিয়ে চলেছে।

– ওই তো সেই নিচু জাতের শয়তান। দাদিমা চিৎকার করে উঠলেন। – ওই তো এরেন্দিরাকে সাহস দিয়েছে। সহযোগিতা করেছে। ট্রাকের ভেতর থেকে কমান্ডার বলেন – ওকে ধরো। অভিযুক্ত কর। তারপর আমাদের কাছে নিয়ে এসো। দুজন পুলিশ ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ফটোগ্রাফারকে ধরতে যায়। আর ওকে থামাতে বাতাসে দুবার গুলি ছোঁড়ে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে ফটোগ্রাফার সেই গুলির শব্দ শুনতে পায় নি। যখন ট্রাক ওর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো দাদিমা হাত নেড়ে তার রাগের কথা বলতে চাইলো। কিন্তু লোকটি ভাবলো এ দাদিমার

BanglaBook.org

শুভেচ্ছার হাত নাড়া। পরিবর্তে সেও হাত নাড়ে এবং হাসে। কারণ ও তখনো বন্দুকের গুলি শুনতে পায় নি। খানিকপরেই দেখা যায় লোকটি সাইকেলে মাথা রেখে মারা গেছে। তার মাথার খুলি রাইফেলের গুলিতে ভেঙ্গে গেলো। কিন্তু ও বুঝতে পারলো না হঠাৎ কোথা থেকে এই গুলি এসে ওর মাথার খুলি ভেঙ্গে দিল।

চলতে চলতে এরেন্দিরার দাদির দল দুপুরের আগেই রাস্তায় পাখির পালক দেখতে পেলো। যে পালক বাতাসে উড়ছিল। কিছু কচি শাবকের পালক। ইউলিসিসের ডাচ বাবা সেই পালক দেখেই চিনতে পারলেন এগুলো তার পিকআপের পালক। ঝড়ে পাখির গা থেকে খসে পড়েছে। ড্রাইভার এই দেখে গাড়ির গতি পরিবর্তন করলেন। আর অধঘন্টার মধ্যেই দিগন্তে ভেসে উঠলো সেই ট্রাক।

ইউলিসিস সেই মিলিটারি জিপ দেখতে পেলো তার পিকআপের জানালায়। গতি বাড়াতে চাইলো প্রাণপণে। কিন্তু তার গাড়ি এর চাইতে জোরে চলতে পারছিল না আর। সারারাত না ঘুমিয়ে গাড়ি চালিয়েছে ইউলিসিস। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর দুজনেই। ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত। ইউলিসিসের কাঁধে মাথা রেখে এরেন্দিরা ঝিমুচ্ছিল। ও ভয়ে জেগে উঠলো। এরেন্দিরা দেখতে পেলো সেই মিলিটারির গাড়ি যা ওদের অভারটেক করছে। দেখতে পেয়েই গাড়ির ছোটো ড্রয়ার খুলে বের করলো পিস্তল।

– ও পিস্তল দিয়ে কিছু হবে বলে মনে হয় না। কারণ ও ফ্রান্সিস ড্রেকের সময়ের পিস্তল।

বেশ কয়েকবার গুলি ছোঁড়ার চেষ্টা করে এরেন্দিরা পিস্তলটি জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে মারে। মিলিটারি ট্রাক ওদের অতিক্রম করে গেলেও আবার পিছু ফিরে দ্রুত। সেই পাখি ভর্তি পিকআপের পাখিদের পাখা থেকে কচি পাখির পালক উড়ছে বাতাসে। পিছু ফিরে ধরে ফেলে সেই পিকআপ।

৬

ঠিক এই সময়ই আমি ওদের কথা জানতে পারি। তাদের সেই জাঁকজমকের মুহূর্ত। কিন্তু ওদের জীবনের গহন গভীরে আমি কখনেই প্রবেশ করতাম না যদি না চারণ গায়ক রাফায়েল এসকালুনার চারণ গান আমাদের কানে না আসতো। যে গান তিনি শোনান ভ্রমণ করে, এ জায়গা থেকে ও জায়গায়। যেখানে এক ভয়াবহ পরিণতির কথা ও গানে ব্যক্ত করেন, তখনই আমার মনে হয়েছিল সময় এসেছে এ গল্প সকলকে বলার। আমি তখন ঘুরে ঘুরে ডাক্তারী বই আর এনসাইক্লোপেডিয়া বিক্রি করছিলাম রিওচাচা অঞ্চলে। আলভেরো কার্পেডো সামুভিরোও সে সময় বিয়ার ঠাণ্ডা করবার জিনিসপত্র নিয়ে ভ্রমণ করছিল। আমাকে ওঁর ট্রাকে বসিয়ে, দুজনে মিলে গল্প করবো এই উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া। ও আসলে গল্প করতে চেয়েছিল কোনো এক বিশেষ বিষয়ে। কিন্তু আমরা এমন নানা গল্প করছিলাম, যেতে যেতে কথা বলতে বলতে এত বিয়ার খেয়েছিলাম, বুঝতেই পারিনি আমরা মরুভূমি পার হয়ে

BanglaBook.org

বর্ডারে চলে গেছি। সেখানেই দেখেছিলাম নানা ভাবে কোথায় ক্যানভাস কাপড়ে, কোথায় শক্ত কাগজে লেখা এই সব – এরেন্দিরা তোমার জন্য অপেক্ষা করে। এরেন্দিরা ছাড়া জীবন কোথায়। এই সব লেখাগুলো বিভিন্ন গোত্রের মানুষ লিখেছে। আর সেইসব মানুষ সাপের মেরুদণ্ডে ঢুলছে, ঝিমুচ্ছে। ওরা সব সস্তা বাজারে, বাজারের রাস্তায় বসে আছে। তাদের হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে। প্রধান শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে রাস্তাগুলো। দূর দেশে চলে যাওয়ার পথে এখানে জমা হয় কিছু ব্যবসায়ী। দেখা যায় জুয়োর আড্ডা। প্রতিটি বাড়িই দোকানের মতো। আর প্রতিটি বাড়িতেই লুকিয়ে আছে কিছু পলাতক মানুষ। মানুষ সেই নেশার মতো গানে দুলছে, জিনিসপত্রের দর কষাকষি চলছে। এই ভয়ংকর গরমে এক অসহ্য পরিবেশ তৈরী হয়েছে সেখানে।

এই সব মানুষের ভিড়ে ব্লাকামান দ্য গুড টেবিলে দাঁড়িয়ে কি এক মজার খেলা দেখাবে বলে চিৎকার করছে। সে চাইছে একটি সাপ। যে সাপের কামড়ে নিজের শরীরের অ্যান্টিবডি বা বিষক্রিয়া পরীক্ষা হবে। সাপের কামড়ে ওর যে কিছু হয় না সেইটি। যেখানে একটি মেয়ে মাকড়সা হয়ে গেছে মা বাবাকে না মানার জন্য। সেও জীবন্ত হয়ে পঞ্চাশ পেসের বিনিময়ে ওকে ছুঁতে দিচ্ছে। আর ছুঁয়েই লোকজন যেন বুঝতে পারে এখানে কোনো প্রকার ছলচাতুরি নেই। সে সকলের প্রশ্নের উত্তর দেয় বলে কেন তার এই দুরবস্থা। যেখানে চারণ কবি গান গেয়ে বলছেন খুব শিগ্রি নক্ষত্রের কারসাজিতে এক মহাজাগতিক বাদুর এসে হাজির হবে। যার আগুনের মতো নিঃশ্বাসে পৃথিবীতে ঘটবে দারুণ সব বিপর্যয়। সাগরের পানির নিচে কি আছে সব জানা যাবে সেই বাদুর এলে। সমুদ্রের সব রহস্য জেগে উঠবে পৃথিবীতে।

এদের মধ্যে একটু শান্তিপূর্ণ সেখানকার "রেডলাইট অঞ্চল"। শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের উপযুক্ত। পৃথিবীর চার কোণা থেকে মেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। জেগে উঠে একঘেয়েমীতে হাই তুলছে পরিত্যক্ত ক্যাবারেতে। বসে বসে দুপুরের ঘুম ঘুমিয়েছে তারা। সেই সব মেয়ে, ওরা যাদের চায় তাদের ডাকে জেগে উঠছে না। ভাবছে সেই মহাজাগতিক বাদুরের কথা সিলিং ফ্যানের নিচে বসে। ওদের মধ্যে একজন হঠাৎ উঠে ছুটে যায় ব্যালকনিতে। ব্যালকনিটি রাস্তার মুখোমুখি। সেখানে ঝুলছে নানা হাড়ি পাতিল ফুলের টব। আর সেখানে এরেন্দিরাকে পাওয়ার জন্য একদল মানুষের সারি। যাতায়াত করছে। সেই বেশ্যা চিৎকার করে এরেন্দিরার ভক্তদের বলে – আমার কাছে আসো। কি আছে এরেন্দিরার যা আমার নেই।

– ওর আছে একজন সিনেটরের চিঠি। ওদের মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করে বলে। হাসাহাসি আর চিৎকারের শব্দে অন্যান্য বেশ্যারা এসে ব্যালকনিতে দাঁড়ায়।

– ওর জন্য দীর্ঘ লাইন অনেকদিন থেকেই এমন। ওদের মধ্যে একজন বলে – ভেবে দেখ প্রত্যেকে ওকে দেবে পঞ্চাশ পেসো করে তাহলে কত টাকা হবে। ওদের মধ্যে যে প্রথম এসে চেঁচামেচি শুরু করেছিল সে বলে – আমি দেখতে চাচ্ছি কি আছে ওর যা আমাদের নাই।

BanglaBook.org

– আমিও চললাম দেখতে কোন রত্ন পরিধান করে খদ্দের ভোলাচ্ছে ওই সাতমাসের শিশু।

– আমিও। আর একজন বলে। চেয়ারে বসে বিনিপয়সায় চেয়ার গরম করার চাইতে ওখানে যাওয়া ভালো। ওদের সঙ্গে যোগ দেয় আরো বেশ্যা। ওরা যখন এরেন্দিরার ঘরে ঢোকে সমবেত চিৎকারে মুখর করে সেই ঘর। তারা বালিশ ছুঁড়ে খদ্দের তাড়ায়। যে লোকটি পয়সা উশুল করতে ব্যস্ত তাকে। লোকটিকে ভাগিয়ে দিয়ে এরেন্দিরার বিছানা পালকির মতো তুলে নিয়ে একেবারে রাস্তার মাঝখানে আসে।

– এ সত্যিই সন্ত্রাস। চিৎকার করে ওঠেন এরেন্দিরার দাদিমা। তোরা সব বিশ্বাসঘাতক। তোরা ডাকাত। তারপর তিনি লাইনে দাঁড়ানো পুরুষদের পানে চেয়ে বলেন – আর তোমরা পুরুষ নামের কলঙ্ক কোথায় লুকিয়ে রেখেছো তোমাদের অন্ডকোষ, তাকিয়ে দেখছো কি? একটি অসহায় শিশুকে কিভাবে পর্যুদস্ত করছে দেখতে পাচ্ছো না? তারপর হাতের লাঠি তুলে সবাইকে তাড়া করতে যান। কিন্তু তার চিৎকার ওই সব হুল্লোড় আর টিটকিরিতে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

এরেন্দিরা এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে পালাতে পারবে বা অন্য কিছু করতে পারবে তার উপায় নেই। সেই যে পালিয়েছিল ইউলিসিসের সঙ্গে তারপর থেকে ওর দাদিমা ওকে শেকলে বেঁধে রেখেছেন ওর খাটের সঙ্গে। একেবারে লম্বা এক ডগচেনে। সেই বেশ্যারা ওর তেমন কিছু ক্ষতি করেনি। কেবল সেই ছাতাদেওয়া বেদিতে তুলে লোকজনদের দেখিয়েছে। সেই ব্যস্ত ভিড়ের রাস্তায় একজন আপন অপরাধে অনুতপ্ত নারীকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে শবাধারের লাশের মতো বাজারের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। এরেন্দিরা উলঙ্গ শরীরে রাস্তার মাঝখানে বসে আছে, গুটিশুটি মেরে। নিচু মুখে। এইভাবেই বসে রইলো এরেন্দিরা বাজারের মাঝখানে, ডগচেনে আবদ্ধ হয়ে। এরেন্দিরা কাঁদছে না। ভাবখানা এই– আপন কৃতকর্মে অনুতপ্ত ও। তার ভয়াবহ ভাগ্যের শেকলে বাঁধা পড়ে আছে। মাথার উপরে গনগনে ভয়াবহ সূর্য। এমনিভাবেই অনেকক্ষণ বসে ছিল ও। কে যেন ভিড়ের ভেতর থেকে ওর গায়ে জড়িয়ে দিল নিজের সার্ট।

ওখানেই আমি ওদের দেখেছিলাম। সিনেটরের চিঠিসহ বেশ ভালোভাবে রক্ষা করা হয়েছিল এরেন্দিরার দাদিমার জীবনযাপন ও ব্যবসাপত্র। ওখানে থাকতে থাকতে যখন দাদিমার টাকার সিন্দুক উপচে টাকা পড়তে লাগলো তখনই ওরা ঠিক করলো এবার মরুভূমি ত্যাগ করে সমুদ্রের দিকে যাবে।

BanglaBook.org

গরীব মানুষের রাজত্বে এত জাঁকজমক কেউ কখনো দেখেনি। সে দেখা এরেন্দিরাদের দল বেঁধে চলে যাওয়ার দেখা। এক সার ষাঁড় টানা গাড়ি, যেখানে সেই প্রাসাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসপত্র তুলে সাজানো হয়েছে। যেগুলোকে কোনোমতে আগুন থেকে বাঁচানো গেছে সেই সব। শুধু রাজকীয় আবক্ষ মূর্তি নয়, কিছু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য ঘড়ি নয়, একটি বড় পিয়ানো, রেকর্ড বাজানোর

প্রাচীনকালের *ভিক্টোরিলা* তার সঙ্গে কিছু কিছু প্রাচীন কালের রেকর্ডপত্র। একদল ইন্ডিয়ান চাকরবাকর সেসবের দেখাশোনা করবার কারণে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। আর একদল বাদক সঙ্গে চলেছে বাজনা বাজাতে বাজাতে। *রাজকীয়* পৌঁছানোর খবর গ্রামে গ্রামান্তরে জানিয়ে দিতে।

দাদিমা পুরনো কালের রোমান রাজাদের পাল্কির মতো যানবাহনে ভ্রমণ করছেন। তার চারপাশে ঝুলছে কাগজের রঙিন মালা। চার্চের ছাতার মতো ছাতার নিচে তিনি বসে আছেন। তার বৃহৎ শরীর বৃহত্তর হয়েছে। কারণ তিনি তার ব্লাউজের নিচে সাদা পাল বানানোর কাপড়ের মতো কাপড়ে একটি আলাদা বস্ত্র ব্লাউজ পরিধান করেছেন। আর সেখানে লুকিয়ে রেখেছেন সোনার বার। যেমন করে মানুষ কার্তুজ ঝুলিয়ে রাখে কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত তেমনিভাবে। এরেন্দিরা তার পাশে বসে আছে। সস্তা জমকালো পোশাকে। গলায় ঝুলছে জবরজং অলঙ্কার। রুচিহীন কাপড় আর পোশাক পরেছে ও। তার পায়ে বাঁধা আছে ডগচেন।

– তোর অভিযোগ করবার কিছু নেই রে এরেন্দিরা। দাদিমা বলেন। বর্ডার টাউন পার হতে হতে দাদিমা বলা শুরু করেছেন – তোর পরনে রানীর পোশাক। একটি বিলাসী শয্যা। নিজের পছন্দের একদল বাদক। এবং এর সঙ্গে চোদ্দ জন ইন্ডিয়ান তোর সেবায় হাজির। তোর মনে হয় না এ একেবারে অভাবনীয়?

– হ্যাঁ দাদিমা।

– যখন আমি থাকবো না, দাদিমা বলতেই থাকেন – তোর কারো দয়ার উপর নির্ভর করে চলতে হবে না। এক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ শহরে তোর বাড়ি থাকবে। তখন তুই মুক্ত আর স্বাধীন।

এ একেবারে নতুন কথা এরেন্দিরা শোনে, শোনে এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ। এখন দাদিমা আর তার আসল ঋণ কি ছিল তা নিয়ে আলোচনা করেন না। তার পরিমাণ এমনভাবে দাদিমা বাঁকাচোরা করে ওর সামনে হাজির করেন যার জটিলতা এরেন্দিরা বুঝতে পারে না। এরেন্দিরা দীর্ঘশ্বাস বড় সাবধানে ফেলে। যে দীর্ঘশ্বাসে তার ব্যক্তিগত দুঃখ তা দাদিমার সামনে প্রকাশ করতে চায় না বলে। বিছানার অত্যাচারের কাছে কবেই তো এরেন্দিরা নিজেকে সমর্পণ করেছে। নীরবে। যে বিছানা পাতা হয় কখনো খরার মরুভূমিতে, কখনো সুন্দর লেকের পাশে। আবার কখনো চাঁদ ঝলকিত অভ্রের পুকুরের পারে। এখন দাদিমা যেভাবে তার ভবিষ্যদ্বাণী বলছেন যেন তিনি ওর ভাগ্য বলতে কতগুলো কার্ড মেলে ধরেছেন। একদিন বিকালে একটি অত্যাচারিত খাদ থেকে ওরা যখন উঠে আসছে, তখন মনে হলো পাতায় পাতায় বাতাসে এক অপরিচিত জায়গা, খানিক আগের জ্যামাইকান ভাষার কথা বলা সেই অপছন্দের জায়গা নয়, নতুন জায়গা। আসলে ওরা তখন এসে গেছে সমুদ্রের কাছে।

অর্ধেক জীবনের নির্বাসনের পর দাদিমা আবার বাতাস টানেন চকচকে ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের। বলেন – এই তো সেই জায়গা। তোর ভালো লাগে না?

BanglaBook.org

– হ্যাঁ দাদিমা।

সেখানেই তাঁবু খাটানো হলো। সে রাতে দাদিমা ঘুমালেন না। স্বপ্নও দেখলেন না। ভবিষ্যতের গণনায় মিশিয়ে ফেললেন স্মৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্র। অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি ঘুমালেন তিনি। তারপর জেগে উঠলেন সমুদ্রের শব্দে। যখন এরেন্দিরা তাকে গোসল করাতে নিয়ে গেলো তিনি আবার ভবিষ্যৎ গণনা শুরু করলো। যেন জেগে থাকা মানুষেব প্রলাপোক্তির মতো।

– তুই একজন অসাধারণ মেয়ে হবি। একজন গুণসম্পন্ন মেয়ে। যারা তোর আশ্রয়ে থাকবে তারা তোর বন্দনা করবে। সবচাইতে বড় শাসনকর্তার মানুষজনও তোকে সম্মান করবে। জাহাজের নাবিকরা দূর দূর বন্দর থেকে তোকে পোস্টকার্ড পাঠাবে। প্রতিটি বন্দর থেকেই তোর জন্য পোস্টকার্ড আসবে। এরেন্দিরা দাদিমার কথা শুনছিল না। বাইরে থেকে নানা শিকড়বাকর, পাতা সেদ্ধ ঠাণ্ডা পানি, নলের ভেতর দিয়ে বাথরুমে আসছিল, আর সেই পানি দিয়েই দাদির গোসল চলছে। এরেন্দিরা একবারও না থেমে একহাতে সে পানি ঢালছিল দাদির মাথায় আর একহাতে সাবান মাখিয়ে চলছিল।

– তোর সম্মানের কথা মুখ থেকে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। আমিলেস থেকে হলান্ড পর্যন্ত। দাদিমা বলেই চলেছেন – আর তোর বাড়ি প্রেসিডেন্টের বাড়ি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি হবে। কারণ তোর বাড়িতে বসেই দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

হঠাৎ নল বেয়ে পানি আসা থেমে গেলো এরেন্দিরা বাইরে আসে জানতে ব্যাপার কি পানি আসছে না কেন। দেখে যে ইন্ডিয়ান এই কাজে নিযুক্ত ছিল সে রান্নাঘরে বসে কাঠ কাটছে।

– ঠাণ্ডা পানি শেষ হয়ে গেছে। যে পানি আছে তা গরম। গায়ে ঢালতে গেলে পানি ঠাণ্ডা করতে হবে।

এরেন্দিরা গিয়ে দেখে আর একটি বড় পাত্রে পানি নানা সব পাতা ও শেকড়-বাকর সহ ব্যবহার করবার জন্য চুলোর উপর। দাদিমার হাবালিরাথের গরম পানি। এরেন্দিরা নিজের হাত ঢেকে নেয় কাপড়ে তারপর বলে সেই ইন্ডিয়ান চাকরকে – তুমি যাও। যা করছো কর। আমি পানি ঢালছি। ইন্ডিয়ান চাকর চলে যাওয়া পর্যন্ত এরেন্দিরা অপেক্ষা করে। তারপর সেই টগবগে পানির পাত্রকে বুক পর্যন্ত উঁচু করে দাদিমার শরীরে ঢালবার নলে ঢালতে যায়। ঠিক যখনই সেই নলে পানি ঢালতে যাবে, যে নলটি দাদিমার বাথটবের সঙ্গে যুক্ত, এরেন্দিরা শুনতে পায় দাদিমার উচ্চ কণ্ঠ – এরেন্দিরা।

ডাক শুনে মনে হয় এরেন্দিরা ওখানে কি করছে তিনি সেখানে বসে বসে দেখতে পাচ্ছেন। ভয়ে ভয়ে সেই নাতনি গরম পানি ঢালার অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

– আসছি দাদিমা। আমি পানি ঠাণ্ডা করছিলাম।

BanglaBook.org

সে রাতে অনেকক্ষণ জেগে এরেন্দিরা চিন্তা করে। বিছানায় গভীর ঘুমে দাদিমা অচেতন। পরে আছেন সোনার পাতে সাজানো সেই বিশেষ গেঞ্জি ব্লাউজের মতো। নিজের বিছানা থেকে দাদিমার বিছানার পানে তাকায় এরেন্দিরা। যেন বিড়ালের চোখের মতো জ্বলছে ওর দুই চোখ অন্ধকারে। বিছানায় শুতে যাওয়া এরেন্দিরাকে মনে হয় এখনি ডুবে যাবে সে। হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করা। চোখ খোলা। তারপর ভিতরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বলে সে নিঃশব্দে

– ইউলিসিস।

৭.

কমলাবনের বাড়িতে হঠাৎ জেগে ওঠে ইউলিসিস। এরেন্দিরার গলা এত স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছে ও, চেয়ে দেখে অন্ধকারে কোথায় আছে এরেন্দিরা। আর এই প্রতিক্রিয়াতে মুহূর্তের সিদ্ধান্তে সে কাপড়চোপড়ের একটি ছোটো পোটলা বানায়। শোবার ঘর থেকে বাইরে আসে। যখন বারান্দায় বেরুতে যাবে বাবার গলার স্বরে চমকে ওঠে – কোথায় যাচ্ছো তুমি?

চাঁদের আলোতে বাবার অবয়বকে নীল মনে হয়।

– জগতের খোঁজে। ইউলিসিস জানায়।

– এবারে আমি তোমাকে বাধা দেবো না। কিন্তু একটা কথা খুব ভালো করে জেনে নাও যেখানেই যাবে তোমার বাবার অভিশাপ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

– তবে তাই হোক। বলে ইউলিসিস।

ছেলের সিদ্ধান্তে একটু বিস্মিত বাবা। আবার এমন অটল চরিত্রের ছেলের পানে চেয়ে একটু গর্বও হলো তার। আর ছেলে যে পথ দিয়ে চলেছে সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাবার মুখে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে হাসি। বাবার পেছনে মা। মার পেছনে তার ইন্ডিয়ান পরিচারিকা। ইউলিসিস বাইরে যাবার গেট বন্ধ করলে বাবা বলেন – ও আবার ফিরে আসবে। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে শেষ হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। তুমি যত তাড়াতাড়ি ভাবছো তার চাইতেও তাড়াতাড়ি।

– তুমি একটা গাধা। মা বলেন – ও কখনোই ফিরে আসবে না।

এই যাত্রায় ইউলিসিসকে কাউকে একবারও জিজ্ঞাসা করতে হলো না – এরেন্দিরা কোথায়। মরুভূমি পার হওয়া ট্রাকের ভেতর লুকিয়ে ওর যাত্রা। চুপি চুপি চুরি করে খাওয়া ও ঘুম সেরে নিলো। এই করতে করতে ও দেখতে পেলো সেই জায়গা যেখানে এরেন্দিরার তাঁবু আছে। এ আর এক সমুদ্রতীরের শহর। যেখানকার কাচের দালান মনে করিয়ে দেয় এক উজ্জ্বল শহরের কথা। যেখানে জেটিতে বাঁধা জাহাজ যে কোনো মুহূর্তে সাগরভূমিকে গুডবাই জানিয়ে চলে যাবে আরুবার দিকে। এরেন্দিরা ঠিক যেভাবে ডেকেছিল তাকে ঠিক তেমনিভাবে ডুবন্ত মানুষের মতো

BanglaBook.org

বিছানায় শুয়ে আছে। পায়ে চেন বাঁধা। অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে ইউলিসিস। ওকে জাগায় না। কিন্তু বোধকরি ইউলিসিসের তাকিয়ে থাকার তীব্রতায় জেগে ওঠে এরেন্দিরা। এরপর অন্ধকারে একে অন্যকে চুমু খায়। আদরে ভরিয়ে দেয় একে অন্যের শরীর। আস্তে আস্তে শরীর থেকে সব কাপড় খুলে ফেলে দুজনে। একটি নীরব কোমলতা ও সুখে এরেন্দিরার মনে হয় এ ভালোবাসার চাইতেও মহৎ কিছু।

অন্য বিছানায় পাহাড়ের মতো পাশ ফেরে এরেন্দিরার দাদিমা। তারপর শুরু হয় তার ঘুমের প্রলাপোক্তি। "ঠিক সেই সময় যখন গ্রীক জাহাজ বন্দরে ভিড় করে, সেই সময় এক পাগল মানুষ মেয়েদের খুশী করছিল টাকা দিয়ে নয় স্পঞ্জ দিয়ে। এগুলো সব জীবিত স্পঞ্জ। এরা হাঁটতে পারতো। সারাঘরে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের রোগীর মতো আর্তনাদ করতো। আর এই দেখে ছেলেমেয়েরা কেঁদে কেঁদে চোখের *পানি পান করতে* লাগলো।"

সাংঘাতিক এক ভঙ্গি করে দাদিমা বিছানায় উঠে বসে।

"ঠিক ওই সময় হে আমার পরমপিতা ওর আগমন হয়েছিল। আমাডিসের চাইতে অনেক বেশি সুন্দর পুরুষ। অনেক বেশি শক্তি আর অনেক বেশি লম্বা ও।" ইউলিসিস এতক্ষণ পর্যন্ত দাদিমার কথায় অবিচলিত ছিল এবার তাকে বিছানায় বসতে দেখে ভয়ে ভয়ে বিছানার পেছনে লুকোয়।

– ভয়ের কিছু নেই। ইউলিসিসকে শান্ত করে এরেন্দিরা বলে। স্বপ্নের এই জায়গায় এলেই দাদিমা বিছানায় উঠে বসেন। তবে তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন না।

ইউলিসিস এরেন্দিরার কাঁধে মুখ রেখে চেয়ে দেখে।

"আমি সেই সেলুনে গান করছিলাম হঠাৎ আমার মনে হলো ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। দাদিমা তখনো প্রলাপোক্তি করছেন – আমার মতো সকলেরই মনে হয়েছিল ভূমিকম্প। কারণ তারা সব পালিয়ে গিয়ে চিৎকার করছিল, ভয়ে ভয়ে যেন মারা যাবে এমনি ভাব করছিল, হাসছিল। কিন্তু কেবল ওই সেই সারেং ছাতার নিচে দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হয় এ ঘটনা ঘটেছে গতকাল। *সেদিন যে গান গেয়েছিলাম যে গান গাইতো সে কালের সকলে*। এমনকি খাঁচার তোতা পাখিও গেয়েছিল সেই গান। বিছানায় পাটির মতো সটান হয়ে, স্বপ্নের ভেতর মানুষ যেভাবে গান করতে পারে সে ভাবে গান গাইতে লাগলেন এরেন্দিরার দাদিমা – হে আমার পরমপিতা ফিরিয়ে দাও আমার সেই সরলতা যার ফলে আমি যেন অনুভব করতে পারি তার ভালোবাসা। এ গান শোনার পর ইউলিসিস দাদিমার স্মৃতির স্বপ্নের কথা শুনতে চাইলো। দাদিমা বলতে লাগলেন "এই তো আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি কাঁধে বসে আছে ম্যাকাও পাখি। মানুষখেকোদের মারবার মতো বড় বন্দুক হাতে, যেভাবে গাটারাল গায়েনায় এসেছিল, আমি শুঁকেছিলাম ওর শরীরে মৃতের গন্ধ, যখন ও বলছিল – সারা পৃথিবী আমি হাজার বার ঘুরেছি। অনেক দেশের মেয়েদের আমি দেখেছি। কাজেই অবশ্যই আমার বিচার করবার ক্ষমতা থেকে

BanglaBook.org

বলছি তুমি হলে এই পৃথিবীর সবচাইতে উত্তম, সুন্দর, বিনীত মেয়ে। এই বলে দাদিমা বিছানায় পড়ে কাঁদতে লাগলেন। ইউলিসিস ও এরেন্দিরা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো, দাদিমার ছায়াতে একে অন্যকে জড়িয়ে দুলতে লাগলো। তারপর এরেন্দিরা বলে – তুমি ওকে মেরে ফেলতে সাহস করবে? এ কথা বলতে এরেন্দিরার গলা কাঁপে না।

ভীষণ অবাক হয়ে ইউলিসিস বুঝতে পারে না কি উত্তর দেবে। বলে – কে বলতে পারে সে কথা। কিন্তু তুমি পারো?

– না। এরেন্দিরা বলে। – ও আমার দাদিমা।

এরপর ইউলিসিস দাদিমার ঘুমন্ত শরীরের পানে তাকায়। যেন ও দাদিমার বিশাল শরীরের পরিমাপ করছে। বলে – তোমার জন্য এরেন্দিরা আমি সবকিছু করতে পারি।

ইউলিসিস এক পাউন্ড ইঁদুর মারার বিষ কিনলো। সে বিষকে মেশালো ক্রিমের সঙ্গে। তার সঙ্গে মেশালো রাপসবেরি জ্যাম। তারপর একটি প্যাসট্রির ভেতরের সব কিছু ফেলে দেয়। আর সেখানে ঢালে সেই বিষ মেশানো ক্রিম ও জ্যাম। এরপরে এর উপরে ঢালে ক্রিম। তারপর চামুচ দিয়ে এমনভাবে মসৃণ করে যেন এসব সরানো-ভরানোর কোনো চিহ্ন না থাকে। এরপরে তার উপরে বাহাত্তরটি গোলাপি ছোটো মোমবাতি জ্বালায়। যেন কোনোমতে দাদি এই সব কাণ্ডকারখানার কিছু বুঝতে না পারে।

দাদিমা তার সিংহাসনে বসে, হাতে তার বিশপের দণ্ড, যাকে তিনি বাতাসে ওয়েভ করছেন, দেখতে পান ইউলিসিস তাঁবুতে প্রবেশ করছে, হাতে তার জন্মদিনের কেক। – এই নির্লজ্জ শয়তান কিভাবে তুই আমার তাঁবুতে পা রাখতে সাহস করিস?

ইউলিসিস তার সকল দুর্বুদ্ধি দেবদূতের মতো পবিত্র মুখে গোপন করে রাখে। – আমি এসেছি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করতে দাদিমা। এমন এক দিনে যে দিন তোমার জন্মদিন।

মিথ্যা কথায় দাদিমার আর কোনো সর্তকতার কথা মনে হলো না। এমনভাবে টেবিল সাজানো হলো যেন কোনো বিয়ের ভোজ খাওয়া হবে সেখানে। দাদিমার ডান দিকে ইউলিসিসকে বসতে বাধ্য করলেন দাদিমা। আর এরেন্দিরা ব্যস্ত রইলো পরিবেশনে। তারপর খুব জোরে ফুঁয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দাদিমা কেকটি দু ভাগে ভাগ করলেন। এক খণ্ড তিনি ইউলিসিসকে দিলেন। দাদিমা বলেন – যে মানুষ জানে কিভাবে ক্ষমা অর্জন করতে হয় তারতো অর্ধেক স্বর্গ পাওয়া উচিত। কাজেই আমি তোমাকে প্রথম খণ্ড দিলাম যা শান্তির প্রতীক।

– আমার মিষ্টি মোটেই ভালো লাগে না। তুমি নাও। এই বলে সে প্যাসট্রির প্লেট দাদিমার দিকে এগিয়ে দেয়। দাদিমা এরেন্দিরাকে এক টুকরো কেক দেন।

BanglaBook.org

এরেন্দিরা রান্নাঘরে এসে সে কেক ফেলে দেয়। বাকিটুকু দাদিমা একাই সাবাড় করে দেন। দাদিমা সেই কেকের টুকরা একবারে মুখে পোরেন। সবটুকু না চিবিয়ে ধীরে ধীরে গিলে ফেলেন। তারপর তৃপ্তির সর্বোচ্চ শিখরে উঠে তাকান ইউলিসিসের মুখের দিকে। নিজের সবটুকু খাওয়া হয়ে গেলে তিনি খান ইউলিসিসের না খাওয়া অংশ। খেতে খেতে টেবিলক্লথ থেকে কেকের গুঁড়ো খুটে খুটে খান। দাদিমা এত বেশি আর্সেনিক খেয়েছেন যা দিয়ে পুরো এক ইঁদুরের কলোনি শেষ করা যায়। কিন্তু দাদিমা স্বাভাবিকভাবে পিয়ানোতে বসে মধ্যরাত পর্যন্ত গান করেন। তারপর সুখী সুখী ভাবে বিছানায় যান। স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়ে পড়েন। মনে হলো তার সেই পর্বতপ্রমাণ নিঃশ্বাসে একটু আঁচড় পড়েছে। এরেন্দিরা ও ইউলিসিস অন্য বিছানা থেকে দাদিমাকে দেখে এবং অপেক্ষা করে তার মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি বাজবে। কিন্তু তার গলার স্বরও আগের মতো। সেই ঘুমের মধ্যে প্রলাপ বকাও আগের মতো আছে। "আমি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম হে আমার পরমপিতা। বলেন দাদিমা। দরজায় দুটো শক্ত লাঠি দিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলাম যেন ও ঘরে ঢুকতে না পারে। ওর কেবল হাতের আঙুল দিয়ে একটি টোকা দিতে হতো। তাহলেই দরজার বাধা শেষ হতো। চেয়ার টেবিলের কাছ থেকে সরে আসতো, টেবিল আলমারির কাছ থেকে সরে আসতো আর দরজা এমনিই খুলে যেতো। " এরেন্দিরা ও ইউলিসিস অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে। দাদিমার গলার স্বরের নাটকীয়তা আজ খুব জমেছে। আর গলার স্বর অনেক বেশি আন্তরিক। "আমার মনে হচ্ছিল আমি মারা যাবো। ভয়ে ঘেমে উঠছিলাম আমি। বলছিলাম দরজা খোলার কথা, না খুলেও কেমন করে খোলা যায় সে কথা। আমি বলছিলাম তাকে চলে না যেতে কিন্তু বলছিলাম আমার কাছে না আসতে। আমার কাছে এলে ওকে আমাকে খুন করতে হবে তাই।" দাদিমা তার নাটক কয়েক ঘণ্টা ধরে চালিয়ে গেলেন। প্রভাতের একটু আগে একবার ভূমিকম্পের মতো শব্দ করে বিছানায় পাশ ফেরেন। তার গলার স্বরে ভর করলো কান্না। "ওকে আমি সাবধান করছিলাম আর ও হাসছিল। তারপর একসময় ভয়ের চোটে চোখ খুলেছিল হায় হায় আমাকে রানী বলেছিল ও। ওর কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল না। কথা বেরিয়ে আসছিল ওর কাটা গলার ভেতর দিয়ে।

এরেন্দিরা দাদিমার ভীতিপ্রদ কাজকারবারে ভয় পেয়ে ইউলিসিসের হাত ধরে।

– এই বুড়িকে মেরে ফেলতে হবে। ইউলিসিস বলে। এরেন্দিরা সে কথায় কোনো উত্তর করে না। কারণ ভোর পাঁচটা বাজে। ভোরের আলো ফুটছে।

– এখন তুমি যাও। দাদিমা জেগে উঠবেন।

– একটি বড় হাতির চাইতেও বেশি প্রাণ আছে দাদিমার শরীরে। ইউলিসিস বলে। কি করে এমন হয়?

চোখের কঠিন দৃষ্টিতে এরেন্দিরা ইউলিসিসকে ছিন্নভিন্ন করে বলে – আসলে ব্যাপার কি জানো তুমি কাউকেই খুন করবার উপযুক্ত নও।

এমন ভর্ৎসনায় ইউলিসিস তাঁবু ছেড়ে বাইরে চলে যায়। পাখি ডেকে উঠলো, সূর্য জেগে উঠলো, এরেন্দিরা কঠিন গোপন ঘৃণায় দাদিমার দিকে তাকায়।

BanglaBook.org

হতবাঞ্ছার যন্ত্রণায় ভয়ানক ক্রোধে। দাদিমা চোখ খুলে বেশ একটু প্রশান্ত হাসিতে এরেন্দিরার দিকে তাকিয়ে বলে – ঈশ্বর তোর সঙ্গে থাক শিশু।

দাদিমার যে পরিবর্তন হলো তাতে তার প্রাত্যহিক কাজকর্মে গোলমাল হতে শুরু করলো। আজ বুধবার কিন্তু দাদিমা রবিবারের কাপড় পরতে চাইলেন। বললেন এরেন্দিরা এগারোটার আগে কোনো খদ্দের আপ্যায়ন করবে না। বললেন তার নখ টকটকে লাল করতে। আরো বললেন তাকে এক বাহারি খোঁপা বেঁধে নিতে। – ছবি তোলার জন্য এত উদগ্রীব আমি কখনো হইনি। দাদিমা বলেন। এরেন্দিরা দাদিমার চুল আঁচড়াতে শুরু করলো। জট ছাড়াতে গিয়ে মনে হলো এক গোছা চুল চিরুনির দাঁতে আটকে আছে। ভয়ে ভয়ে এরেন্দিরা সেই চুলের গোছা দাদিমাকে দেখান। দাদিমা পরীক্ষা করলেন আঙুলে। তারপর আর এক ব্রাশ চুল উঠে এলো। সেই চুলের দলা মেঝেতে ফেলে দিয়ে দাদিমা আবার মাথা থেকে ছিঁড়ে আনলেন আর এক দলা চুল। এরপর দুহাতে মাথা থেকে টেনে টেনে সব চুল তুলে আনলেন বেশ উত্তেজিতভাবে। আর এসব করতে গিয়ে মনে হলো তিনি যেন হাসতে হাসতে মারা যাবেন। তারপর তার মাথা থেকে উঠে এলো সব চুল। তার মাথা দেখতে একটি মসৃণ নারকেলের মতো মনে হলো।

এরপর দু সপ্তাহ ইউলিসিসের আর কোনো খবর নেই। দু সপ্তাহ পরে তাঁবুর বাইরে পেঁচার ডাকে সচকিত এরেন্দিরা। দাদিমা তার পিয়ানো বাজাতে বাজাতে এত ডুবে আছেন তার চারপাশে কি ঘটছে সেদিকে খেয়াল নেই। ঝকঝকে রঙিন একটি উইগ তার মাথায়।

এরেন্দিরা সেই পেঁচার ডাকের জবাব দিল। খানিক পরে এরেন্দিরা খেয়াল করলো পিয়ানো থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসছে। এরেন্দিরা ছুটে বাইরে চলে গেলো। যেখানে ইউলিসিস বসে আছে সেই ঝোপে গিয়ে বসে। দেখে সেই নীল শিখার খেলা চলেছে তাঁবুর দিকে।

– কান ঢাকো। ইউলিসিস বলে।

ওরা দুজনে বিনা প্রয়োজনে কান ঢাকে। কারণ এতে কোনো বিস্ফোরক ছিল না। তাঁবুর ভেতর জ্বলে ওঠে। সন্ধ্যার নীরবতা ভঙ্গ করে, বিস্ফোরণ। তারপর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে অনেক ভেজা পাউডার। ভয়ে ভয়ে এরেন্দিরা তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করে। মনে করে ওর দাদিমা মারা গেছে। কিন্তু দেখে উইগ ও দাদিমা একই সঙ্গে আগের চাইতে অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে, এক মস্ত কম্বলে আগুন নেভাতে চেষ্টা করছে। তার রাতের পোশাক যদিও ছিন্নভিন্ন। ইউলিসিস কোনোমতে সে জায়গা থেকে সরে পড়ে। চারদিক ভরে গেছে ইন্ডিয়ান পরিচারকদের চিৎকারে। তারা বুঝতে পারছে না কি করবে। অপেক্ষা করছে দাদিমার আদেশের জন্য। দাদিমা কি আদেশ দেবে বুঝতে না পেরে উলটাপালটা আদেশ দেয়। শেষ পর্যন্ত আগুন নিভে গেলে মনে হয় তারা এক বিধ্বংসী জাহাজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

– এ নিশ্চয়ই এক মহাশয়তানের কাজ। পিয়ানো এভাবে নিজে নিজে এক্সপ্লোড করতে পারে না।

তারপর নানাপ্রকার খোঁজখবর করলেন এ কেমন করে হলো। কিন্তু এরেন্দিরার মৌনতা তাকে আরো বেশি দ্বিধাযুক্ত করে তোলে। কারণ এরেন্দিরার ব্যবহারে একফোঁটাও ফাঁক নেই যা নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করবেন।

চারপাশে ইউলিসিসকেও দেখতে পেলেন না যে ওকে দোষ দেবেন। সকালপর্যন্ত জেগে তিনি হিসেব করতে লাগলেন তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতখানি। ভালো ঘুম হলো না তার। খুব অল্প ঘুমালেন তিনি। পরের দিন এরেন্দিরা যখন তার দাদিমার টাকা ভর্তি কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত আড়াআড়ি করা টাকার পেটি গেঞ্জির সঙ্গে খুলে নিতে যায় তখন দেখতে পায় কাঁধে একটু ছিলে যাওয়ার মতো দাগ আর স্তনের কিছু অংশ পোড়া। – সারা রাত যে জ্বালাপোড়া করছিল তার কারণ আছে। বলেন তিনি। এরেন্দিরা দাদিমার পোড়া জায়গায় ডিমের হলুদ অংশ লাগিয়ে দেয়। এ ছাড়াও কাল রাতে আমি একটু আশ্চর্যরকম স্বপ্ন দেখেছি। তিনি বেশ একটু চেষ্টা করে তার স্বপ্ন ভাবতে চেষ্টা করলেন। তারপর বলেন – সাদা দোলনায় একটি ময়ূর দোল খাচ্ছে।

– স্বপ্নে ময়ূর দেখা ভালো। বলে এরেন্দিরা। কারণ ময়ূর অনেকদিন বাঁচে। যে ময়ূরের স্বপ্ন দেখে সেও অনেকদিন বাঁচে।

– ঈশ্বর তোর কথা শুনুক। দাদিমা বলেন। কারণ কি জানিস? আমরা যেখানে শুরু করেছিলাম সেখান থেকেই আবার শুরু করতে হবে। আবার সেই ঋণের প্রথম থেকে।

এ কথায় এরেন্দিরার মুখে কোনো পরিবর্তন এলো না। সে দাদিমার পোড়ায় লাগানো মলমের থালা হাতে বাইরে চলে গেলো। তার সারা শরীরে ডিমের কুসুমের পুলটিস লাগিয়ে দিল। আর মাথার খুলিতে লাগিয়ে দিল শর্ষে। ও পামগাছের পাতায় ছাওয়া রান্নাঘরে গিয়েছিল আরো ডিম আনতে, চেয়ে দেখে ইউলিসিস চুলোর ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দুটো চোখ চোখে পড়লো। যেমন সে প্রথম দিন দেখেছিল তার বিছানার পেছনে।

– তুমি যা পারো ইউলিসিস সে আর কিছু নয় কেবল আমার ঋণ বাড়াতে।

ইউলিসিস চিন্তায় চোখ বন্ধ করে। নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে ও এরেন্দিরাকে দেখছিল। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে এরেন্দিরা তখন ডিম ভাঙছে। একেবারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। এরপর ইউলিসিস রান্নাঘরের চারপাশে তাকায়। নানা জিনিসে তার চোখ ঘুরে ফেরে। ঝুলন্ত পাতিল হাড়ি, ঝোলানো শিকা, কিছু ধারালো বাঁকানো ছুরি। ইউলিসিস কোনো কথা না বলে সেখান থেকে একটি ছুরি তুলে নেয়। প্রথমে ও ইউলিসিসের দিকে তাকায় নি। পরে ওকে শেড ত্যাগ করে দাদিমার ঘরের দিকে যেতে দেখে বলে – সাবধান ইউলিসিস। দাদিমা কাল রাতে স্বপ্নের ভেতর মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়েছেন।

BanglaBook.org

দাদিমা দেখলেন ইউলিসিস চাকু হাতে তার দিকে ছুটে আসছে। কারো কোনো সাহায্য ছাড়াই এরেন্দিরার দাদি উঠে দাঁড়ায় দুহাত তুলে। তার শক্ত কঠিন হাতে ইউলিসিসের গলা টিপে ধরে। তাকে দম বন্ধ করে মেরে ফেলতে চায়।

– কুত্তির বাচ্চা। আমি অনেক পরে বুঝতে পেরেছি, তোর সুন্দর মুখের আড়ালে বিশ্বাসঘাতক শয়তানের মুখ বসানো।

এরপর আর বেশি কিছু বলতে পারলেন না তিনি। ইউলিসিস তার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে দাদিমার খোলা বুকে চাকু বসিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। দাদিমা আর্তনাদ করে সে আঘাতকারীকে আরো জোরে ধরতে চেষ্টা করেন। ইউলিসিস তাকে আর একবার চাকু বসাতে সমর্থ হয়। এরপর দাদিমা আবার আর্তনাদ করে ওঠে। ইউলিসিস নিজেকে দাদিমার ষাঁড়াশির মতো হাত থেকে ছাড়াতে সমর্থ হয়। এবারে ও চাকু বসায় দাদিমার পেটে। দাদিমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভেসে যায় সবুজ রক্তে। এ রক্তের রং সবুজ। যেন পুদিনাপাতার সসের মতো থকথকে। কেমন তেলতেলে সে রক্ত। দরজায় দাঁড়িয়ে ক্রিমিনালের মতো শান্তভাবে এরেন্দিরা সব কিছু নিঃশব্দে দেখছে।

প্রাচীন কালের জন্তুর মতো আর্তনাদ করে দাদিমা ইউলিসিসের শরীর হাতে পায়। জোরে চেপে ধরে। তার হাত, তার পা এবং চুলশূন্য মাথা সবুজ রক্তে ভেসে গেছে। পেটের শ্বাস প্রশ্বাস থেকে শোনা যায় মৃত্যুর প্রথম ঘণ্টা। সমস্ত জায়গা সে শব্দে পরিপূর্ণ। এরপর ইউলিসিস নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দাদিমার পেট চিড়ে ফেলে। তার সারা শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্ত। ইউলিসিস সেই শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়। এরপর দাদিমাকে শেষ আঘাত করে।

হাতের প্লেট টেবিলে রেখে ঝুঁকে পড়ে এরেন্দিরা দাদিমাকে পরীক্ষা করছিল তাকে না ছুঁয়ে। যখন সে জেনে গেলো দাদিমা মারা গেছেন ওর সারা মুখ হয়ে উঠলো বয়স্ক মেয়ের মতো। যে পরিপক্বতা ওর কুড়ি বছরের অত্যাচার ও দুর্ভাগ্য আনতে পারে নি, সেই পরিপক্বতা অধিকার করলো ওকে। খুব তাড়াতাড়ি সেই সোনার-কার্তুজ-গেঞ্জি তুলে নিয়ে তাঁবুর বাইরে আসে এরেন্দিরা।

অনেকক্ষণ ইউলিসিস মৃতদেহের পাশে বসে রইলো। যুদ্ধে ক্লান্ত। যতই সে নিজেকে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করছে ততবারই হাতের রক্তে সিক্ত হয়ে উঠছিল সে। জীবন্ত সবুজ তৈলাক্ত রক্ত। দেখে এরেন্দিরা সোনার-কার্তুজ-গেঞ্জি হাতে বাইরে চলে গেছে। তখনই বুঝতে পারে নিজের অবস্থা। এরেন্দিরাকে চিৎকার করে ডাকে কিন্তু কোনো উত্তর পায় না। বাইরে বেরিয়ে দেখে এরেন্দিরা সাগরের তীর ধরে দৌড়াতে শুরু করেছে, শহর ছাড়িয়ে। সে শেষবারের মতো এরেন্দিরার পেছনে ছুটতে চেষ্টা করে। করুণভাবে ডাকতে থাকে। যে ডাকে প্রেমিকের কণ্ঠস্বর নেই আছে অবুঝ সন্তানের আর্তনাদ। কারো সাহায্য ছাড়া এমন একজনকে খুন করবার ফলে তার সমস্ত শক্তি আপাতত নিঃশেষিত। দাদিমার ইন্ডিয়ান চাকর ওকে ধরে ফেলে সাগরের তীরে। নিঃশব্দে কাঁদছে, একেবারেই একা।

BanglaBook.org

এরেন্দিরা সে ডাক শুনতে পায়নি। ও ছুটছে ঝড়ের মধ্যে দিয়ে। হরিণের চাইতে ক্ষিপ্রগতিতে। এই পৃথিবীর কোনো কণ্ঠস্বর তখন তাকে থামাতে পারবে না। একবারও মাথা না ঘুরিয়ে ও ছুটে চলেছে সেই ক্ষারের পুকুরের পাশ দিয়ে, সেই অন্ত্রের গর্ত ছাড়িয়ে, নিশ্চল চালাঘরের পাশ দিয়ে। ছুটতে ছুটতে সাগরের পথ শেষ হয়, আর শুরু হয় মরুভূমি। তখনো সে ছুটছে সেই সোনার গেঞ্জি হাতে, সেই শুষ্ক বাতাসকে পেছনে ফেলে, সেই গনগনে দীর্ঘদিনের জ্বলন্ত সূর্যকে অগ্রাহ্য করে। সে ছুটছে। এরপরে আর কেউ কখনো ওর কথা কিংবা ওর দুর্ভাগ্যের কথা শোনে নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভালোবাসার ওপারে স্থির মৃত্যু

সিনেটর ওসিমো সানচেযের মৃত্যুর ছয়মাস এগারো দিন আগে তার জীবনের প্রার্থিত রমণীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। মেয়েটির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল রোজাল ডেল ভিয়েরিতে। বেশ এক আলোআঁধারীর শহর। রাতে গোপন কালোবাজারীতে জোটি সরগরম। আর দিনে মরুভূমির সবচাইতে অপ্রয়োজনীয় জায়গার মতো এ অঞ্চল। জায়গাটি দাঁড়িয়ে আছে এক বৃষ্টিপাতহীন সাগরের মুখোমুখি। যে সাগর কোন দিকে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। আর এমন জায়গায় বলাও কঠিন কোনো একজন মানুষ সকলের ভাগ্য পরিবর্তিত করতে পারে। সকলের মুখে ঠাট্টার মতো জায়গাটির নাম উচ্চারিত হয়। সে জায়গায় একটি মাত্র গোলাপ কানের পেছনে গেঁথে সিনেটর ঘুরছেন। যে বিকালে লরা ফারিনার সঙ্গে সিনেটরের দেখা হয়।

প্রতি চারবছর অন্তর ভোটের কারণে এখানে আসতে হয় তাকে। গাড়ির শোভাযাত্রা সকালে এসে পৌঁছেছে সেখানে। গাড়ি ভর্তি ভাড়া করা ইন্ডিয়ান আনা হয়েছে যারা এই ভোটের সভায় সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। ঠিক এগারোটা বাজার খানিক আগে সিনেটর ওনেসিমো সানচেয গান ও বাজনা বাজিয়ে তার দলের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। জিপ গাড়ির শোভাযাত্রা তারই কারণে। আর মন্ত্রিসভার গাড়ির সঙ্গে এসেছে জাম রঙের সোডা। এয়ার কন্ডিশনড গাড়িতে বাইরের আবহাওয়ার প্রবেশাধিকার নেই। তিনি প্রশান্তভাবে বসে আছেন। কিন্তু গাড়ি খুলতেই এক ঝলক আগুনের তাপে কেঁপে যায় তার সারা শরীর। তাঁর খাঁটি সিল্কের সার্ট সুপে ভরে গেলো। আর তার ফলে তাকে লাগছিল অনেক বেশি বয়সী আর নিঃসঙ্গ। আসল বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ। মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গটিনজেন ইউনিভার্সিটি থেকে অর্নাসসহ পাশ করেন। পড়াশুনায় গভীর আগ্রহী, বই পড়েন মনোযোগে। কিন্তু বাজে লাটিন ক্লাসিক অনুবাদ পাঠ করে খুব বেশি আনন্দিত হননি, যে বই পড়ে মনে হয় বিরাট কিছু পেলেন এমন কিছুই তার মনে হয়নি। জার্মান মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। পাঁচটি সন্তানের জনক তিনি। সব কিছু ভালোই চলছিল, সকলেই বাড়িতে খুশী, তিনি খুশী সবচাইতে বেশি। ততদিনই এমন খুশীতে ছিল তারা যতদিন জানতে পারে নি এই ক্রিসমাস আসতে আসতে তিনি মারা যাবেন। খবরটি পেয়েছিলেন তিনমাস আগে।

BanglaBook.org

পাবলিক র‍্যালিতে যাওয়ার আগে এক ঘণ্টার জন্য নিজের আশ্রয় স্থানে বিশ্রাম করছিলেন। এই এক ঘণ্টা তার জন্য কাজের ফাঁকে ঠিক করা হয়েছিল। শোবার আগে এক গ্লাশ খাওয়ার পানি পান করলেন। কানের পাশে গোঁজা গোলাপটি মরুভূমির ঝড়ে ঠিক তেমনি আছে। সঙ্গের ডায়েট সিরিয়ালে দুপুরের খাবার শেষ করেছেন। তার ফলে সকলের সঙ্গে ভাজা ছাগলের মাংস তাকে খেতে হয়নি। এর সঙ্গে খেয়েছেন অনেকগুলো ব্যথা কমানোর বড়ি। যার ফলে ব্যথা ওঠার আগেই উপশম হয়। হ্যামোকে ইলেকট্রিক ফ্যানের বাতাস খাচ্ছেন। গোলাপের ছায়ায় পনেরো মিনিট একেবারে বস্ত্রহীন শরীরে, শরীর লম্বা করে ব্যায়াম করেন। এইভাবে শরীর স্ট্রেচ করেন, ঘুমিয়ে পড়বার আগে যেন মৃত্যুর কথা ভাবতে না হয়, তাই। ডাক্তার ছাড়া তার এই অবস্থার কথা কেউ জানে না। ঠিক যে গর্ববোধের জন্য এই নীরবতা তা নয়। বরং বলা যায় এই অসুখের কথা বলতে তার বেশ লজ্জা বোধ হয়। সকলকে আগে ভাগে জানানো তার মৃত্যু খুব কাছে, এটাই তার কাছে লজ্জার। এই কারণেই তাঁর জীবনের কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন কারো চোখে পড়ে না।

বিকাল তিনটার মিটিং-এ নিজেকে ঠিক মতো বশে রাখেন। মনমানসিকতা ঠিকই তার কথা শোনে। ঘুমিয়ে উঠে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করেছেন। খসখসে লিনেনের ট্রাউজার ও সিল্কের সার্ট পরেছেন। আর আত্মাকে বশে রেখেছেন এক মুঠো ব্যথা নিরোধক বড়ি গিলে। মৃত্যুর ক্ষয় শুরু হয়েছে। যতখানি সাংঘাতিক ভেবেছিলেন তার চাইতেও সাংঘাতিকভাবে। বক্তৃতা দেওয়ার জায়গায় যেতে তার মনে এক ধরনের ঘৃণার জন্ম হয় ঠিক তাদের জন্য যারা পড়ি কি মরি করে তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে আগ্রহী। যে হ্যান্ডশেকে তাদের ভাগ্য ফিরে যাবে বলে তাদের ধারণা। আর সেই সব ভাড়া করা ইন্ডিয়ান সভা পরিপূর্ণ করবার, খালিপায়ের সাধারণ লোকদের জন্যও তিনি মোটেই দুঃখিত নন, যারা নোনা ধরা, বৃষ্টিহীন আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে। জনতার কলধ্বনিকে হাত তুলে থামিয়ে দেন। বেশ রাগতভাবে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন কোনো প্রকার অঙ্গভঙ্গি না করেই। তার চোখ আটকে আছে সামনের সমুদ্রে। গরমে সেই সমুদ্র বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তার মাপা মাপা কথা শান্ত জলের মতো সকলের মনে প্রভাব বিস্তার করে। তবে এই সব কথা তিনি আগেও অনেকবার বলেছেন। বার বার বলতে বলতে মনেই হয়না সত্য কথা বলছেন। মারকাস অরলিয়াসের ধ্যান নামক গ্রন্থের চার নম্বর উপসর্গের মতো শোনায় তার কথা। "আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। আমরা নিজেদের দেশে আর বহিরাগত অচেনা মানুষের মতো ব্যবহার করবো না, এই বাজে আবহাওয়ার রাজত্বে, যেন নিজের দেশেই নির্বাসিত আমরা। আমরা সত্যিই এক নতুন মানুষ হয়ে উঠবো, নতুন জাতি হয়ে উঠবো। আমরা মহৎ ও সুখী জাতি হবো।"

তার এই বক্তৃতা সভায় বেশ মজার ঘটনা ঘটে। তিনি যখন কথা বলেন তার সেবকবৃন্দ নকল কাগজের পাখি আকাশে ছুঁড়ে দেয়। আর সেই সব পাখি পাখা মেলে জীবন্ত পাখির মতো আকাশে উড়ে যায়। তাঁর বক্তৃতার মঞ্চ থেকে উড়ে উড়ে

পাখিরা সব সাগরের দিকে চলে যায়। আর কিছু কিছু মানুষ লাঠির সঙ্গে নকল সবুজ পাতা লাগিয়ে মঞ্চের চারপাশে খরার জমিতে রোপণ করে। জনতার গোচরে আসার আগেই এইসব কাজগুলো করা হয়। তারপর কার্ডবোর্ড বাক্সের ভবিষ্যৎ বাড়ি, লাল রঙে ও বড় কাচের জানালায় প্রদর্শিত হয়। যে সব বাড়িতে রোজেল ভেল ডিরেয়ির মানুষ বাস করে তার মতো নয় এ বাড়িগুলোর পরিকল্পনা।

সিনেটর তার বক্তৃতা দু দুটো লাটিন কোটেশনে শেষ করেন। আর তাতে বক্তৃতার প্রহসন জমে ভালো। তাদের বৃষ্টি নামার যন্ত্র দেবেন বললেন। আরো বললেন পশুর সম্ভাব্য সম্ভাবনাময় জন্মের কথা, আর সাফল্যের তেল যার ফলে এই খরার জমিতে ভালো ফসল হবে আর জানালার তাকে প্যার্সলি ফুলের ঢল নামবে। যখন দেখেন তার কাল্পনিক জগৎ তারই মনের মতো করে সাজানো তিনি জনতার দিকে আঙুল তুলে বলেন – এমনিই হবে সবকিছু। এমনিই আমার ভাবনা।

জনতা পিছু ফিরে। কাগজে একটি বড় ধরনের গাড়ি বানানো হয়েছে। যে গাড়ি দীর্ঘতম বাড়ির চাইতেও দীর্ঘ। সেই নকল শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল সিনেটরই খেয়াল করেন সেই কাল্পনিক কার্ডবোডের শহর এবং বড় গাড়িটি শহরের এখান থেকে ওখানে নিয়ে যেতে যেতে বাজে আবহাওয়ায় ও খরাতে আগের মতো আর নেই। আর তাতেই একে লাগছে রোজেল ভেল ডিরেয়ি আর সব বাড়ির মতো দুস্থ ও ধূলিধূসর।

বারো বছরের মধ্যে এই প্রথম নেলসন ফারিনা সিনেটরের মিটিংএ যান নি। নিজের বাড়ির দোলনায় শুয়ে শুয়ে বক্তৃতা শুনছেন। দুপুরের ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে। বাড়ির অপরিকল্পিত ছত্রছায়ায়। যে ওষুধের দোকানের মালিক নেলসন ফারিনাকে বাড়ি বানাতে সাহায্য করেছিল তার সঙ্গেই ভাগ করে নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। ডেভিল আইল্যান্ড থেকে পালিয়ে এক গাদা পাখি নিয়ে রোজেল ভেল ডিরেয়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী এক কালো মেয়ে। মেয়েটিকে তিনি পেয়েছিলেন প্যারামারিবুতে। আর সেই মেয়ের গর্ভেই তার এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এর অল্প কিছুদিন পরেই মেয়ের মা স্বাভাবিক কারণে মারা যায়। অন্য মেয়েদের চাইতে তার ভাগ্য ভালো ছিল বলতেই হয়। কারণ আরো অনেক মেয়ের শরীরের সালে তার ফুলকপির বাগান সমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেলো সেই মেয়েগুলোকে পুরো শরীরেই কবরস্থ করেছিলেন তিনি। তার মেয়েটি মায়ের রং ও রূপ পেয়েছে। পেয়েছে বাবার হলুদ বিস্ময়কর চোখ। বাবার এ কথা মনে করার মধ্যে কোনো ভুলই নাই, তিনি এই পৃথিবীর সবচাইতে মূল্যবান মেয়েকে বড় করছেন।

প্রথম যেবার সিনেটর ওসিমো সানজেযের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল তখন থেকে নেলসন ফারিনা তাকে অনুরোধ করেই চলেছেন তিনি যেন তাকে একটি মিথ্যে

BanglaBook.org

আইডেনটিটি কার্ড দেয় যা দেখিয়ে তিনি মিথ্যে পরিচয়ে চলাফেরা করতে পারেন। আর এতে আইন তাকে ছুঁতে পারবে না। কিন্তু সিনেটর বেশ একটু বন্ধুসুলভ দৃঢ়মনোভাবে তার এই আবেদন নাকচ করে দেন। নেলসন ফারিনা এরপর থেকে যতবারই সিনেটরকে দেখে একই অনুরোধ করে। বিভিন্নভাবে একই কথা। এবারে সে নিজে যায় নি। শুয়ে আছে তার নিজের হ্যামোকে, নিজ আস্তানায়। এবারে নিজ জায়গায় শুয়ে শুয়ে সে শুনতে পায় সিনেটরের বক্তৃতা, সমবেত মানুষের করতালি, আকাশের কাগজে পাখি, কার্ডবোর্ড শহর আর তার বড় গাড়ি সবকিছু। এসব দেখে আকাশে থুতু ফেলে নেলসন ফারিনা। আপন মনে নিজ ভাষায় বিড় বিড় করে।

আর বক্তৃতার পরে যা হয় সিনেটর স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য হাঁটতে বেরোন। সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনাও চলতে থাকে। আর শহরের লোকেরা যার যার দুর্ভাগ্যের কথা তাকে বলে। তিনি সকলের কথা শোনেন এবং প্রত্যেকের জন্যেই কিছু সান্ত্বনার বাণী শোনান। কোনো ভয়ানক সাহায্যের কথা না বলেও জনতাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে পারেন তিনি। একটি বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে একজন রমণী এই গোলমালের মধ্যেও তার ছয়জন সন্তান-সন্ততিসহ কণ্ঠস্বর সিনেটরের কানে পৌঁছাতে সমর্থ হয়। চিৎকার করে বলে সে – সিনেটর আমি বেশি কিছু চাইছি না। কেবল একটি গাধা দিন আমাকে। দূরের কুয়ো থেকে পানি আনতে একটি গাধার আমার বড় প্রয়োজন। সিনেটর ছয়টি রোগা পটকা শিশুকে লক্ষ্য করেছেন। বলেন – তোমার স্বামীর খবর কি? রমণী বেশ একটু রসিকতার সঙ্গে বলে – আমার স্বামী ভাগ্য অন্বেষণে আরুবা দ্বীপে গিয়েছিলেন। ওখানে গিয়ে তিনি কি পেয়েছেন? তিনি পেয়েছেন একটি বিদেশী সুন্দরী মেয়ে। যে দাঁতে হিরে ঘষে।

রমণীর কথায় হাসির রোল ওঠে। – ঠিক আছে। সিনেটর বলেন – তুমি তোমার গাধা পাবে।

খানিক পরে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর রমণীকে একটি গাধা এনে দেয়। গাধার সারা গায়ে সেই সিনেটরের পার্টির নাম ঠিকানা, ভোট দেবার কথা। এমনভাবে লেখা সকলেই বুঝতে পারে এ সিনেটরের উপহার।

আসতে আসতে অনেক কিছুর সঙ্গে তিনি দেখেন একজন বুড়োকে। বেচারা অসুস্থ। সিনেটরকে যেন দেখতে পায় সেজন্য তার বিছানা একেবারে দরজার সামনে আনা হয়েছে। সিনেটর তাকে এক চামুচ ওষুধ খাওয়ান। রাস্তার শেষ মাথায় দেখেন নেলসন ফারিনাকে। নিজ দোলনায় চুপচাপ শুয়ে আছে। খুব বেশি উচ্ছ্বসিত না হয়ে বলেন – কেমন আছেন আপনি। নেলসন ফারিনা নিজ ভাষায় বলে – সে ভালো নেই। বাবা ও সিনেটরের কথা শুনে নেলসন ফারিনার মেয়েটি ঘর থেকে বাইরে আসে। মেয়েটির পরনে শস্তা গুজারিও পোশাক, তার চুলগুলো রঙিন ফিতের ফুলে সাজানো, আর তার মুখ এমনভাবে চিত্রিত যেন সূর্যের তাপ না লাগে সেখানে। এই সব হাবিজাবি সাজের মধ্যেও বুঝতে সিনেটরের অসুবিধা হয় না এই মেয়েটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মেয়ে। এই দৃশ্যে সিনেটরের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

BanglaBook.org

"হায় আমার ঈশ্বর পাগলামির বশে এ কি তুমি সৃষ্টি করেছো। এই মেয়ে আমাকে শেষ করে ফেলতে পারে।"

সেই রাতে নেলসন ফারিনা সাজিয়ে গুছিয়ে মেয়েকে সিনেটরের কাছে পাঠায়। দুজন দেহরক্ষী সিনেটরের পাহারায় নিযুক্ত। তারা মেয়েটিকে ওই ভবনের একটি মাত্র চেয়ারে বসতে বলে।

পাশের ঘরে সিনেটর রোজেল ভেল ডিরেয়ির মান্যগণ্য লোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বক্তৃতায় যেটুকু বলা বাকি ছিল তাই বলছেন ওদের। এমন সভা তাঁকে মরুভূমির যে শহরে যান সেখানেই করতে হয়। একই কথা বলতে হয়। আর এই সব বলতে বলতে তিনি বেশ অসুস্থ ও ক্লান্ত বোধ করছিলেন। ঘামে ভিজে গেছে তার সারা সার্ট। অদূরে একটি ফ্যান থেকে গরম বাতাস এসে তাকে শীতল করতে চাইছে। ঘরের গরমে সেই ফ্যানের বাতাসের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে একটি বড় মাছির শব্দ। তিনি বলছেন "আমরা কেউ কাগজের পাখি খেতে পারি না। আপনারাও না। আমি ভালো করেই জানি যেদিন এই সব ছাগলের লাদির উপর সবুজ গাছপালার জন্ম হবে, সেদিন পানির পুকুরে আমরা বড় বড় মাছ দেখবো পোকার বদলে, সেদিন আমি ও আপনাদের কাউকেই এভাবে মিটিং করবার দরকার হবে না। আমার কথা কি আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে? তিনি আবার বলেন – কাজেই আপনারা বুঝতে পারছেন আমার রিইলেকশন আপনাদের ভালোর জন্য, আমার নিজের ভালোর চাইতেও বেশি। আমি এই পচা এঁদো ডোবার পানি দেখতে দেখতে একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি। আরো ফেডআপ হয়েছি এই সব গরীব ইন্ডিয়ানদের গায়ের ঘাম শুঁকে। অন্যরা এসব থেকে টাকা বানাতে পারে। আমি তা করতে রাজি নই।"

কেউ কোনো উত্তর দিল না। কথা বলতে বলতে সিনেটর দেয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের একটি পাতা ছিঁড়ে তা দিয়ে প্রজাপতি বানান। এরপর প্রজাপতিকে লক্ষ্যশূন্যভাবে বাতাসে উড়িয়ে দিলেন। প্রজাপতি উড়তে উড়তে খোলা দরজা পথে বাইরে গিয়ে দেয়ালে আটকে গেলো। আর আটকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো তার পাখা।

আর প্রহরীরা বন্দুক আঁকড়ে ঘুমিয়ে আছে। প্রজাপতি উড়ে এসে পড়ে লরা ফারিনার সামনে। দেয়ালে আটকে থাকা প্রজাপতিকে নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে তুলতে চায় লরা ফারিনা। পাশের ঘরের করতালিতে যে গার্ডের ঘুম ভেঙ্গে গেছে সে লরা ফারিনার এই দেয়াল থেকে প্রজাপতি তুলবার বৃথা চেষ্টা দেখতে পায়। বলে – ও দেয়াল থেকে উঠছে না। ওকে দেয়ালে আঁকা হয়েছে। এই কথা শুনে লরা ফারিনা বসে পড়ে। ঘর থেকে লোকজন মিটিং শেষ করে বাইরে আসতে শুরু করেছে। সিনেটর দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে। সবাই চলে গেলে লরা ফারিনাকে দেখতে পান সিনেটর।

– কি করছো তুমি এখানে?

BanglaBook.org

মেয়েটি গুজিরো ভাষাতে উত্তর দিলেও সিনেটর তা বুঝতে পারে। তাকিয়ে দেখে সিনেটর ঘুমন্ত প্রহরীদের। তারপর লরা ফারিনার অসামান্য সৌন্দর্য চেয়ে দেখে। এই মেয়েটির অসামান্য রূপ তার বেদনার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী মনে হয়। তিনি বুঝতে পারেন তার সামনে যে নিশ্চিত মৃত্যু তাই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে।

– ভেতরে এসো। মেয়েটিকে ডাকেন তিনি।

দরজায় দাঁড়িয়ে বিস্মিত লরা ফারিনা। হাজার হাজার টাকা মনে হলো বাতাসে উড়ছে। প্রজাপতির মতো পাখা ঝাপটাচ্ছে। সিনেটর ফ্যান বন্ধ করতেই টাকাগুলো স্থির হয়ে যায়।

– দেখতে পাচ্ছো? এমনকি মানুষের মলমূত্রও বাতাসে উড়তে পারে।

লরা ফারিনা স্কুলের বাচ্চাদের একটি টুলে বসে। ওর গায়ের চামড়া মসৃণ ও টান টান। যেন অনেকটা তেলের মতো, চুলগুলো নবীন ঘোড়ার কেশরের মতো। আর তার বিশাল চোখ বাতির চাইতেও উজ্জ্বল। সিনেটর মেয়েটির দৃষ্টি লক্ষ্য করে দেখতে পান তার সেই গোলাপ। নোনা ধরে ভেঙ্গে গেছে সেই গোলাপ।

– আসলে ওইটি একটি গোলাপ। তিনি বলেন।

– আমি জানি। রিচোচায় এদের কি বলে ডাকে।

সিনেটর তার সৈনিকের খাটে বসে বসে গোলাপের কথা বলেন। সার্টের বোতাম খোলেন। ঠিক সেখানকার বোতাম যেখানে হৃদয় থাকে বলে তার ধারণা। আর সেখানে তীরবিদ্ধ হৃদয়ের ছবি আঁকা। তিনি ভেজা সার্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলেন দূরে। লরা ফারিনাকে বলেন – বুট জুতো খুলতে সাহায্য করতে।

মেয়েটি হাঁটু মুড়ে বসে খাটের দিকে মুখ করে। তারপর মেয়েটি যখন বুট খুলছে সিনেটর তাকিয়ে দেখেন মেয়েটির অসামান্য রূপ তিল তিল করে। ভাবেন মনে মনে এই সাক্ষাতের ফলে কার ভাগ্য বিরূপ হবে? কার ভাগ্য খারাপ হবে?

– তুমি তো একেবারে শিশু। বলেন তিনি।

– এমন কথা জীবনেও বিশ্বাস করো না। এই এপ্রিলে আমার বয়স উনিশ হবে। লরা ফারিনা জানায়।

– এপ্রিলের কোনদিন? প্রশ্ন করেন তিনি।

– এগারো তারিখে। লরা ফারিনা জানায়।

এই কথা শুনে সিনেটরের ভালো লাগে। তিনি হাসেন। বলেন – আমাদের দুজনেরই গ্রহ আরিস।

– এ হলো একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার রাশি।

লরা ফারিনা এসব শুনছিল না। তার তখন বুট জুতো খোলা নিয়ে যুদ্ধ চলছে। বুঝতে পারছে না কি করবে। এদিকে সিনেটর বুঝতে পারছে না কি করবে লরা ফারিনাকে নিয়ে। এমন হঠাৎ করে ভালোবাসা খেলা তার বিষয় নয়। তিনি আরো

BanglaBook.org

জানেন বর্তমানে যে মেয়েটি তার সামনে দাঁড়িয়ে তার জীবনের অমর্যাদাকর জন্ম ইতিহাস। কিছু সময় ভাবনার জন্য লরা ফারিনাকে দু পায়ের মধ্যে রেখে বিছানায় কোমর পর্যন্ত শুইয়ে দেন। তার কোমর ধরে তোলেন। আর মেয়েটি তার পিঠের উপর ভর দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন উপরের জামার নিচে মেয়েটি কিছু পরেনি। বনের আদিম প্রাণীদের মতো মেয়েটির গায়ে এক ঘন কালো সুবাস। মেয়েটির হৃদয়ে ভীতি। আর তার শরীর হিম শান্ত হয়ে আছে।

– আমাকে কেউ ভালোবাসে না। সিনেটর বলেন।

উত্তরে লরা ফারিনা কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু ওই ঘরে যেটুকু বাতাস তাতে কেবল নিঃশ্বাস নেওয়াই যায় হয়তো। মেয়েটিকে পাশে শুইয়ে দেন তিনি। মেয়েটি যেন তাকে সাহায্য করতে পারে সেই কারণে। তিনি আলো নেভাতেই সারা ঘরে গোলাপের রং ছড়িয়ে পড়ে। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে লরা ফারিনা। সিনেটর তাকে খুব ধীরে ধীরে আদর করেন। মেয়েটিকে নিজের হাতের স্পর্শে কাছে পেতে চান। কিন্তু ঠিক যেখানে মেয়েটিকে খুঁজে পাবেন ভেবেছিলেন দেখেন সেখানে একটি লোহার মতো শক্ত কিছু।

– এখানে কি পরেছো তুমি? মেয়েটিকে প্রশ্ন করেন সিনেটর।

– তালা দেওয়া জাঙ্গিয়া।

– কোন নরকের সন্ধানে এমন কাণ্ড করেছো তুমি? উত্তেজিত সিনেটর বলেন। – চাবি রেখেছো কোথায়?

লরা ফারিনা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে – আমার পাপার কাছে। আমার পাপা বলেছেন তোমার কোনো একজন মানুষ গিয়ে পাপার কাছ থেকে চাবি আনতে পারবে। কিন্তু তার আগে তুমি একটি চিঠি দেবে পাপাকে যাতে তার সব কিছু ঠিক হয়ে যায়।

সিনেটর উত্তেজিত হয়ে বলেন – ব্যাংএর জারজ বাচ্চা। তারপর চোখ বন্ধ করে কি ভাবেন। এবং অন্ধকারে দেখতে পান এমনি কোনো ঈঙ্গিত – এটা মনে রেখো তুমি বা অন্য এমন যার খুব বেশি দিন নেই মারা যেতে এবং তার পরে খুব বেশি দিন আর কেউ তোমার নাম মনে রাখবে না।

তার সেই চিন্তা মন থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন। – একটা কথা বলো দেখি তুমি আমার সম্বন্ধে কি শুনেছো?

– তুমি কি আমার কাছে সত্যি সঠিক উত্তর চাও, নির্ভেজাল সত্য?

– একেবারে নির্ভেজাল সত্য।

লরা ফারিনা বলে – আচ্ছা আমি বলছি কি শুনেছি। ওরা বলে তুমি সবচাইতে খারাপ। কারণ তুমি আগের কারো মতো নও।

সিনেটর এতে মন খারাপ করেন না। অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপচাপ তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন। তারপর চোখ খোলেন। মনে হয় কোনো এক গভীরতম বোধ থেকে ফিরে এসেছেন তিনি।

– কি নরক। বলেন সিনেটর। বলো তোমার হারামজাদা পাপাকে আমি তার সব কিছু ঠিক করে দেবো।

BanglaBook.org

– আমি বাড়িতে গিয়ে চাবি আনবো? লরা ফারিনা প্রশ্ন করে।

সিনেটর তাকে শুইয়ে দেন। বলেন চাবির কথা ভুলে যাও। আর খানিকক্ষণ আমার সঙ্গে ঘুমোও। সত্যিই যখন বড় একা–ভালো লাগে কারো সঙ্গে একটু ঘুমোতে।

মেয়েটি সিনেটরের মাথা ওর নিজের কাঁধে রাখে। তার দু চোখ গোলাপে। সিনেটর মেয়েটির কোমর দু হাতে জড়িয়ে রাখে। তার মুখ ডুবিয়ে দেয় সেই বন্য আদিম প্রাণীর হাতের নিচে। মেয়েটির ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করে। ছয়মাস এগারো দিন পরে ঠিক এমনিভাবেই তিনি মারা যেতে চান। লোকজন হয়তো তখন লরা ফারিনার সঙ্গে জড়িয়ে নানা কলঙ্ক ছড়াবে, তাকে ত্যাগ করবে। তখন হয়তো তিনি একা মারা যাবার ক্রোধে বোধকরি কেঁদেই উঠবেন।

BanglaBook.org

যে মহিলা ছটায় এসেছিলেন

সেই দোলানো দরজা আবার খুলে গেলো। এই সময় হোসের রেস্তরাঁয় কেউ থাকে না। এখন কেবল ছটা বাজে এবং হোসে জানে সাড়ে ছটার আগে এই রেস্তরাঁয় নিয়মিত গ্রাহকরা আসতে শুরু করেন না। ওর খরিদ্দাররা এত নিয়মানুবর্তী এবং রক্ষণশীল দেখা যায় ছটা বাজতেই খুলে গেলো সুইং বা দোলানো দরজা। এখন প্রবেশ করেন একজন মহিলা। ঠিক এই সময়ই আসেন তিনি। কোনো কথা না বলে নির্দিষ্ট টুলে এসে বসেন। দু ঠোঁটের মাঝখানে একটি সিগারেট যা এখনো জ্বালানো হয়নি।

– হ্যালো রানী। ওকে বসে থাকতে দেখে হোসে বলে। তারপর কাউন্টারের অন্যদিকে গিয়ে পুরনো কাপড়ে দাগধরা অংশটি মুছতে চায়। যে কেউ আসুক হোসে এমনি করেই তাকে ওর কাজ দেখায়। এমনকি সেই মহিলাকেও যার সঙ্গে ওর সম্পর্ক বেশ একটু অন্তরঙ্গতার দিকে গড়িয়ে গেছে। রেস্তরাঁর মোটা ও কর্কশ চেহারার মালিক সারাদিনের হাসি-ঠাট্টা ও আপ্যায়নের কাজটি ওর মতো একজন কঠোর পরিশ্রমীর হাতেই রেখেছেন। কাউন্টারের অন্যদিক থেকে হোসে কথা বলছিল।

– কি চাও তুমি আজ? হোসে প্রশ্ন করে।

– প্রথমে আমি তোমাকে শেখাতে চাই সত্যিকারের ভদ্রলোক কিভাবে হওয়া যায়। টুলে বসেছেন তিনি কাউন্টারে কনুই ঠেস দিয়ে। মুখে তখনো না জ্বালানো সিগারেট। যখন মহিলা কথা বলছিলেন দু ঠোঁটের মধ্যখানে সিগারেট চেপে রেখেছিলেন যাতে হোসের চোখে পড়ে। – আমি তোমার সিগারেট লক্ষ্য করিনি। হোসে বলে।

– তুমি এখনো ঠিকমতো সব কিছু খেয়াল করা শেখোনি।

হোসে পুরনো কাউন্টার মোছা রেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় কাবার্ডের দিকে। পুরনো আলকাতরা ও ধুলোমাখা কাঠের গন্ধ সেখানে। সেখান থেকে ম্যাচবাক্স নিয়ে ফিরে এলেন। মহিলা একটু কাত হয়ে সিগারেট-সুদ্ধ মুখ বাড়িয়ে দেন হোসের দিকে। ওর ধুলোলাগা লোমশ হাতে জ্বলছে জ্বলন্ত কাঠি। হোসে মহিলার একরাশ চুল লক্ষ্য করে। কিছু সস্তা ভেসলিন মেখে চুলকে বিন্যস্ত করেছে সেই মহিলা। দেখা যায় ফুল ফুল ব্রার নিচে মহিলার কাঁধ। মহিলা মাথা তুলতেই তার স্তনের বাঁক ও খাঁজ চোখে পড়ে। দু ঠোঁটের মাঝখানে জ্বলন্ত সিগারেট।

BanglaBook.org

– আজ রাতে তোমাকে বড় সুন্দর লাগছে রানী। হোসে জানায়।

– আজে বাজে কথা বাদ দাও। মহিলা বলে। মনে করো না ওতেই তোমার পয়সা ঠিক মতো মেটাবো আমি।

– আমি ঠিক তা বোঝাতে চাইনি রানী। আমার মনে হয় তোমার আজকের দুপুরের লাঞ্চ মনের মতো হয়নি।

সিগারেটের ভারী ধোঁয়া টেনে নেয় ভেতরে। হাত আড়াআড়ি করে রাখে। কনুই তখনো কাউনটারে। রেস্তরাঁর জানালা দিয়ে তখনো ও বাইরে তাকিয়ে আছে। মুখে কেমন করুণ বিষাদ। ক্লান্তিকর, প্রতিদিনের একঘেয়ে বিষাদ।

– আমি তোমাকে খুব চমৎকার একটি স্টেক রান্না করে দেবো। হোসে বলে। – আমার কাছে পয়সা নেই। মহিলা বলে।

– গত তিনমাস থেকে তোমার পয়সা নেই জেনেও প্রতি সন্ধ্যাতে তোমাকে আমি ভালো কিছু খেতে দেই। হোসে জানায়।

রাস্তার দিকে বেশ গম্ভীরভাবে তাকিয়ে মহিলা বলে – আজকের সন্ধ্যা আলাদা।

– প্রতিদিনই একমতো। প্রতিদিন ছয়টা বাজতেই তুমি আসো। এসে বলো আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। একেবারে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো। তারপর আমি তোমাকে কিছু খেতে দেই। আজকের পার্থক্য এইটুকুই রেস্তরাঁয় ঢুকেই তুমি বলো নি আজ কি ভীষণ ক্ষুধার্ত তুমি। কেবল এখন বলছো আজকের দিন সব দিনের থেকে আলাদা।

– সত্যি কথা বলছি। এই বলে তাকিয়ে দেখে মহিলা হোসে রেফ্রিজারেটরে কি যেন পরীক্ষা করছে। সে এক থেকে দুই সেকেন্ড লোকটিকে পরীক্ষা করে। তারপর তাকায় কাবার্ডের ওপরে ঘড়ির দিকে। এখন ছটা বেজে তিন মিনিট। – সত্যিই হোসে আজকের দিনে পার্থক্য আছে। মুখের ধোঁয়া ছেড়ে বেশ তাড়াতাড়ি করে আবেগশূন্য ভাষায় মহিলা জানায়। – আমি আজ ছয়টায় আসিনি। তাইতেই আলাদা।

লোকটি ঘড়ির পানে তাকায়।

– আমি আমার হাত কেটে ফেলে দেবো যদি আমার ঘড়ি এক মিনিটও স্লো হয়।

– ঠিক তা নয়। আমি আজ ছটায় আসিনি।

– তুমি যখন এসেছো কেবল ছটা বাজার ঘণ্টা শেষ হয়েছে। হোসে জানায়।

– এখানে এসেছি আমি ছয়টা বাজার পনের মিনিট আগে। বলে সেই মহিলা।

হোসে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় সেই মহিলার সামনে। মহিলা ওর ডান চোখের পাতা চুলকোয় আঙুলে। তার ফোলা লাল মুখ নিয়ে তাকায় মহিলার দিকে। – আমার হাতে ফুঁ দাও। বলে হোসে।

ক্লান্তি ও বিষাদে মহিলার মুখ কোমল। বলে – তোমার পাগলামি থামাও হোসে। ছয়মাস হলো আমি কোনো মদ ছুঁই নি।

BanglaBook.org

– এমন কথা অন্য কাউকে বলো আমাকে নয়। মনে হয় আসার আগে দু তিন পাইট মদ গিলে তুমি এসেছো।

– আমি দুই পেগ পান করেছি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। মহিলা এবার সত্যি কথা বলে।

– ও তাই বলো। এবারে তোমাকে বোঝা যাচ্ছে।

– ওসব বোঝাবুঝির কিছু নাই। এখানে আমি পনের মিনিট হলো এসেছি। মানে পৌনে ছয়টায়।

– ঠিক আছে এই যদি চাও তুমি পনের মিনিট হলো এসেছো, তাহলে তাই। কি এসে যায় এতে? দশ মিনিট আগে আর পরে।

– পার্থক্য আছে। মহিলা বলে। এই বলে নিজের হাতখানি কিছু না ভেবে লম্বা করে ছড়িয়ে দেয় কাউন্টারে। বলে – আমি এমন চাই বলে নয় আসলেই পনের মিনিট আগে এসেছি আমি। এখন কুড়ি মিনিট।

– ঠিক আছে রানী। আমি তোমাকে সারা রাত ও সারাদিন দেবো শুধু এই দেখতে তুমি সুখী বোধ করছো।

কথা বলতে বলতে সারা সময় হোসে কাউন্টারের ওপারে এ জিনিস ও জিনিস এদিক থেকে ওদিক করছে। কাজের ব্যাপারে তার যা ভূমিকা ঠিকই পালন করে যাচ্ছে।

– আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই। তুমি কি জানো আমার রানী আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ঠাণ্ডা চোখে হোসের দিকে তাকিয়ে বলে সেই মহিলা – সত্যি নাকি? ইস কি আমার কথা। তুমি কি মনে কর হোসে একশ মিলিয়ন দিলেই আমি তোমার সঙ্গে যাবো?

– আমি এসব যাওয়া বা থাকার কথা বলছি না। আমি বলতে চাই তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি আজকের লাঞ্চ তোমার মনের মতো হয় নি।

– আমি বলেছি এই কারণে মিলিয়ন পেসো দিলেও তোমার শরীরের চাপ কোনো মহিলা সহ্য করতে পারবে না।

হোসের সারা মুখ লাল হয়ে যায়। মহিলার দিকে পিঠ দিয়ে কাচের গ্লাস মুছতে শুরু করে।

– তোমাকে এখন আমার বেশ অসহ্য লাগছে। এক কাজ কর তোমার স্টেক খেয়ে বাড়ি চলে যাও। বলে হোসে।

– আমার বেশ ক্ষুধা পেয়েছে। মহিলা বলে। ধূলিধূসরিত শহরের রাস্তা দেখে জানালা দিয়ে, দেখে তার লোকজন। কেমন এক নিস্তব্ধতা সারা রেস্তরাঁয়। কেবল হোসের কাজের শব্দ শোনা যায়। কাবার্ডে কি সব করছে ও। হঠাৎ মহিলা তাকানো থামিয়ে হোসের দিকে তাকায়। বলে বেশ নরম কোমল স্বরে – তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো প্যাপিলো?

BanglaBook.org

– বাসি। শুষ্ক গলায় বলে হোসে। মহিলার দিকে না তাকিয়ে – তুমি খানিক আগে কি বলেছো আমাকে?

– আমি বলেছি মিলিয়ন পেসোসের কথা। বলে মহিলা।

– আমি তা ভুলে গেছি। হোসে বলে।

– তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো? মহিলা ওকে জিজ্ঞাসা করে।

– করি। হোসে বলে।

– এমনকি যদি তুমি আমার সঙ্গে বিছানায় না যাও তাহলেও?

এ কথার পর মেয়েটির দিকে ফিরে তাকায় হোসে।

– তোমাকে আমি এত ভালোবাসি এবং সেই কারণে তোমার সঙ্গে বিছানায় যেতে চাই না। এই কথা বলে মহিলার কাছে আসে হোসে। হোসে তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে। তার শক্তিশালী হাত পড়ে আছে কাউন্টারে। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে হোসে বলে – আমি তোমাকে এত ভালোবাসি যার জন্য যে লোকটি তোমার সঙ্গে প্রতিরাতে বিছানায় যায় আমি তাকে খুন করতে পারি।

এমন কথায় মহিলা একটু হতভম্ব। এরপর লোকটির পানে মনোযোগ নিয়ে তাকায়। একটু সমবেদনা ও ঠাট্টার ভঙ্গিতে। তারপর একটু নীরবতা। খানিক পরে শোনা যায় হেসে ওঠার শব্দ।

– আসলে তুমি ঈর্ষাপরায়ণ তাই। ঠিক ধরেছি তুমি ঈর্ষাপরায়ণ।

আবার হোসের মুখ লাল হয়। যেন সে কোনো এক শিশুর মতো হঠাৎ করে বলে ফেলেছে তার জীবনের সবচাইতে গোপন সত্য।

– আজ বিকালে কোনো কিছুই তুমি ঠিকমতো বুঝতে পারছো না রানী। এই বলে পুরনো কাপড়ে মুখ মোছে হোসে। বলে – তোমার এই অপছন্দের জীবন তোমাকে এমন করে তুলছে।

মহিলা তার মুখের রং বদলে ফেলেছে। তারপর হোসের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে – তাহলে তুমি আমার ব্যাপারে ঈর্ষাপরায়ণ নও?

– হয়তো খানিকটা। কিন্তু তুমি যা বলছো সেই কারণে নয়। হোসে ওর গলার কলার ঢিলে করে। মুখ মোছে আবার শুকনো কাপড়ে। – তাহলে কি জন্য? মহিলা প্রশ্ন করে।

– আমি তোমাকে এত ভালোবাসি তাই আমি চাই না তুমি এসব কর।

– কি চাও না?

– চাই না প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে তুমি যাও।

– তুমি কি সত্যি সত্যিই সেই মানুষটিকে মেরে ফেলবে যে আমার সঙ্গে যায়? প্রশ্ন করে মহিলা।

– আমি মারবো তোমার সঙ্গে যাবে বলে নয়। তোমার সঙ্গে গিয়েছিল বলে। হোসে জানায়।

– ব্যাপার তো একই। বলে মহিলা।

BanglaBook.org

– তা ঠিক একই ব্যাপার। হোসে জানায়।

কথা বেশ একটু নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে চায়। মহিলা নরম, কোমল, আবেগাচ্ছন্ন নেশায় কথা বলছে। লোকটির সুস্থ সবল শান্ত মুখের পাশে মহিলার মুখ জেগে আছে। হোসে মহিলার কথায় নড়তে পারছে না। দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে।

– আমি যা বলেছি সত্যি। হোসে বলে।

– তাই। এই বলে মহিলা হোসের শক্ত কাজ করা হাত স্পর্শ করতে চায়। মুখের সিগারেট নামিয়ে বলে – তুমি সত্যি সত্যি কাউকে মেরে ফেলতে পারো? মানে খুন করতে?

– কেন পারি তাতো তোমাকে বলেছি। হোসের কথা বেশ একটু নাটকীয়তার মতো শোনায়।

মহিলার জোরে হেসে ওঠা অনেকটা ঠাট্টার মতো মনে হয়।

– কি ভয়ানক কি ভয়ানক হোসে তুমি মেরে ফেলবে একজনকে? কে বলবে এই বিশাল বপু আপাত ধার্মিক হোসে যে আমাকে কখনো খাবারের দাম দিতে দেয় না সে একজনকে মেরে ফেলবে। যে আমাকে চমৎকার করে স্টেক ভেজে দেয়, আমার সঙ্গে কথা বলে মজা পায়, তার ভেতরে আছে এক খুনী। কি সাংঘাতিক হোসে। ভাবতেই আমার ভয় লাগছে।

এবারে হোসে মহিলাকে ঠিক মতো বুঝতে পারে না। একটু হতভম্ব সে এবং বেশ একটু রাগও হয় তার। যখন মহিলা জোরে জোরে হাসতে শুরু করে হোসের মনে হয় সে যেন কোনো প্রকারে প্রতারিত হয়েছে, মেয়েটি তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। – তুমি আজ মাতাল বোকা মেয়ে। আজ তোমার কিছু খাবার দরকার নেই। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর। ঘুমোও। হোসে বলে।

মহিলা হাসি থামিয়ে আবার শুরু গম্ভীর হয়ে ওঠে। একটু বেদনার্ত দেখায় তাকে। কাউন্টারে কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ে। দেখে হোসে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। মহিলা দেখে হোসে রেফ্রিজারেটর খুলে কোনো কিছু সেখান থেকে বের না করে আবার বন্ধ করে। তারপর কাউন্টারের অন্য দিকে চলে যায়। হোসে কাচের গ্লাস ঝকঝকে করছে। যেমন সে প্রথমে করছিল। মহিলা আবার কণ্ঠস্বরে কোমলতা এনে বলে – তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো প্যাপিলো? তারপর আবার ডাকে– হোসে।

হোসে ওর দিকে তাকায় না।

– বাড়ি যাও। ঘুমোও। আর ঘুমের আগে ভালোমতো গোসল কর যেন তোমার শরীরের সব কিছু এতে ধুয়ে যায়।

– সত্যি বলছি হোসে। আমি কিন্তু মোটেই মাতাল নই।

– তাহলে আজ তুমি বোকা হয়ে গেছো কোনো কারণে।

– আমার কাছে আসো তোমার সঙ্গে আমার কথা বলতেই হবে। মহিলা বলে।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলে মহিলার খুব কাছে আসার আনন্দে হোসে এটা ওটা টপকিয়ে ওর কাছে চলে আসে।

– আমার খুব কাছে আসো। মহিলা বলে।

BanglaBook.org

লোকটি আবার মহিলার সামনে দাঁড়ায়। মেয়েটি ঝুঁকে হোসের চুল ধরে ওর দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু বেশ কোমলভাবে চুলের গোছা ধরেছে ও।

– আবার বলো তুমি প্রথমে যা বলেছিলে।

–কি শুনতে চাও? কোন কথা? – তুমি একজনকে খুন করবে। যে মানুষটি আমার সঙ্গে বিছানায় যাবে, তাকে।

– অবশ্যই রানী। তোমার সঙ্গে যে বিছানায় যাবে তাকেই আমি খুন করবো।

– তাহলে আমি যদি কাউকে খুন করি তুমি আমাকে ডিফেন্ড করবে এই তো? বেশ একটু ছলাকলার সঙ্গে হোসের মাথা নাড়া দিয়ে বলে সেই মহিলা। – সেটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। তুমি যেভাবে বলছো তেমন সহজ নয় যদিও সে কাজ সবসময়।

– যদি পুলিশ আসে সে তোমার কথা যেমন বিশ্বাস করবে তেমন আর কারো কথা বিশ্বাস করবে না।

হোসের হাসিই বলে সে এমন কথায় সম্মানিত বোধ করছে। সে খুশী হয়েছে। মহিলা আবার একটু ঝুঁকে হোসের দিকে মুখ করে। বলে – আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুমি জীবনে মিথ্যে বলো নি তাই না হোসে?

– এই ভাবে কথা বলে কোনো কিছু পাওয়া মুশকিল মনে রেখো।

– আমি জানি পুলিশ তোমার এক কথাতেই বিশ্বাস করবে। তাকে আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতে হবে না।

হোসে হাতের মুঠিতে কাউন্টারে ধীরে ধীরে আঘাত করে। ঠিক বুঝতে পারে না কি বলবে। মহিলা আবার পথের দিকে তাকায়। মহিলা ঘড়ির দিকে তাকায়। এবং মনে হয় প্রথম ক্রেতা আসার আগেই তার কথাবার্তা শেষ করে ফেলতে চায়।

– তুমি কি আমার জন্য একটি মিথ্যে বলবে হোসে?

মহিলার দিকে এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় হোসে। যেন কোনো একটি বিষয় ওর মাথার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু এসব কথা এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো এমনি মনোভঙ্গিতে হোসে চুপ করে। একটু ভীত বোধ করে হোসে। বলে – কিসের মধ্যে পড়েছো তুমি রানী? হাত গুটিয়ে আবার সে কাউন্টারে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। হোসের এ্যামোনিয়া মেশানো নিঃশ্বাস মহিলার নাকে লাগে। – না এবার আমি রীতিমতো গম্ভীরভাবে সিরিয়াসলি জানতে চাইছি কিসের মধ্যে পড়েছো তুমি ঠিক করে বল।

মহিলা মাথা ঘোরায়। বলে – কোনো কিছুর মধ্যে না। এই একটু মজা করবার জন্য কথা বলছি এই আর কি।

এই বলে হোসের দিকে আবার তাকায়। বলে – আসলে আমার মনে হয় তোমাকে কাউকেই খুন করতে হবে না।

– আসলে সত্যিই আমি কাউকে খুন করতে চাইছি না। হোসে বলে।

– না কাউকেই মারতে হবে না। কারণ কেউ আর এখন আমার সঙ্গে বিছানায় যায় না।

BanglaBook.org

– ও! হোসে বলে। এবারে মনে হচ্ছে তুমি একটু সোজা করে কথা বলছো। আমি সবসময় ভাবি তোমার এসব নিয়ে এত মিছে ভাবনা চিন্তা করবার কোনো মানে নেই।

– থ্যাংক য়ু হোসে। কারণ হলো এখন আমি আর কারো সঙ্গে বেড়ে যেতে পারি না।

– আবার তুমি আমার সব গোলমাল করে দিচ্ছো। একটু অধৈর্য মনে হয় ওকে।

– আমি তোমার কোনো কিছু গোলমাল করে দিচ্ছি না। এই বলে মহিলা হাত প্রসারিত করে। মনে হয় ওর শরীরে যে দুটো স্তন সে এখন আর মোটেই সুডৌল নেই।

– আগামীকাল আমি চলে যাচ্ছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি আর কখনো ফিরে এসে তোমাকে বিরক্ত করবো না।

– কখন তুমি আমাকে এমন দয়া দেখাবে বলে ঠিক করেছো?

– এই ধর মিনিট খানেক আগে। ঠিক এক মিনিট আগেই আমার মনে হয়েছে এ এক বাজে খেলা।

হোসে আবার পুরনো কাপড় কাউন্টার থেকে তুলে নিয়ে গ্লাস মুছতে থাকে। এবারে সে মহিলার দিকে না তাকিয়ে কথা বলে। – তুমি সব কিছু যেভাবে কর তা বাজে খেলাই বটে। এ তোমার অনেক আগে ভাবা উচিত ছিল।

– আমি অনেকদিন থেকেই জানি এ ভালো জিনিস নয়। কিন্তু সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম খানিক আগে। মানুষ আমাকে অনেক সময় বমি করায়।

হোসে হাসে। সে কাজ থেকে মাথা তুলে মেয়েটিকে দেখতে চায়। হাসছে তখনো। কিন্তু কেমন এক দিশাহারার মতো চেহারায় কথা বলছে সেই মহিলা। কাঁধ একটু উঁচু করে কথা বলছে। সেই সিটে বসে আপন মনে ঘুরছে। কেমন চুপ হয়ে আছে সেই মহিলা। যেন হঠাৎ করে শরৎ এসে ভর করেছে মেয়েটির শরীরে।

– তোমার কি মনে হয় কোনো মহিলা কোনো একজন পুরুষের সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার পর কোনো কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাকে খুন করতে পারে এবং এরপর সে যে পুরুষকে দেখে তাকেই তার অমন লাগে।

– এমন ভাবনার কোনো কারণ আছে কি? কি দরকার তোমার এত কিছু ভাবার? যেন হোসের গলায় করুণা।

– কি হবে যদি মেয়েটি বলে লোকটি যখন সঙ্গম শেষ করে পোশাক পরছিল মেয়েটির তার দিকে তাকিয়ে বমি বমি লাগছে। আর মেয়েটি ভাবছে এমন একটি লোকের সঙ্গে আমি সারা বিকাল সময় কাটিয়েছি। যে সময় পৃথিবীর কোনো সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা যাবে না।

– সব কিছুই চলে যায় রানী। সব কিছুকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা যায়। কাউন্টার ঝকঝকে করতে করতে বলে – এই কারণে কাউকে মারতে হবে না। তাকে কেবল চলে যেতে দিতে হবে।

মহিলা কথা বলেই চলেছে। তার গলার স্বর একই মতো গতিশীল এবং একই মতো আবেগের স্রোতে ভরপুর।

BanglaBook.org

– কি হয় যদি মহিলা বলে তোমাকে দেখে আমার বমি আসে। তারপরেও লোকটি তাকে আবার অধিকার করতে চায়, থিকথিকে চুমু খেতে চায়, কি হয় ... ...

– কোনো রুচিসম্পন্ন মানুষ এমন কাজ করতে পারে না রানী। হোসে বলে।

– যদি করে তাহলে কি হবে? মহিলা রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে হোসেকে। লোকটি যদি এমন করে, কারণ ও এত বেশি সভ্য নয় আর মহিলাটি তার সেই বিবমিষার কারণে, বমি বমি ভাবের জন্য লোকটির গায়ে চাকু ঢুকিয়ে দেয় তাহলে কি হয়?

– ভয়ানক কথা। আমার মনে হয় না এমন কেউ নেই এধরনের কাণ্ড করতে পারে।

– ভালো কথা যদি করেই ফেলে, ধরে নাও করেছে।

– ঠিক যতটা খারাপ মনে করা হয় ততটা কি খারাপ এমন ব্যাপার? হোসে কাউন্টারের ঝাড়াপোছার কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মনে হয় এসব শুনতে আর ওর ভালো লাগছে না।

মহিলা মুঠির গিট দিয়ে টেবিলে টোকা দিতে শুরু করেছে। তাকে মনে হয় আগের চাইতে অন্যভাবে।

– তুমি নিজেই একটা অসভ্য মানুষ হোসে। তুমি মেয়েদের এই সব বুঝতে পারো না। হোসের জামার হাতা ধরে নিজের দিকে টানে সেই মহিলা। – ঠিক করে বল মেয়েটি ওকে মারবে না।

– যদি এমন হয় সে কি বলতে পারবে না সে নিজেকে রক্ষা করতে এমন করেছে। বলে আবার সেই মহিলা।

হোসে এবার একটু উষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

– অনেকটা। এই বলে মহিলার দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। যেন বলতে চায় তোমার সঙ্গে আমি একমত। যেন এক প্রকার সমঝোতায় এসেছে তারা। মহিলা তখনো ভীষণ গুরু গম্ভীর। ও হোসের শার্টের হাতা ছেড়ে দেয়।

– এমন কোনো কারণে তুমি কি কোনো মেয়েকে রক্ষা করতে চাইবে?

– নির্ভর করছে – বলে হোসে।

– কিসের উপর নির্ভর করছে? মহিলা প্রশ্ন করে। তুমি যদি তাকে সত্যিই খুব ভালোবাসো। যেমন তুমি বলেছো। তার সঙ্গে বিছানায় যেতে নয়। কেবল ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা। যদি তুমি তাকে ভীষণ ভালোবাসো। তাহলে?

– ঠিক আছে আমার রানী। তুমি যা বল তাই হবে। একটু বিরক্তি লাগলেও এখন খানিকটা শান্তভাবে কাজ করছে ও। হেসে আবার চলে যাবে কাউন্টারের অন্যদিকে। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ঘড়ির দিকে তাকাবে। দেখবে প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজতে চলেছে।

দেখা যায় জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে খুব জোরে হোসে গ্লাস মুছতে শুরু করেছে। জানে খানিক পরেই খদ্দের আসতে শুরু করবে। মহিলা হোসের কাজ

BanglaBook.org

দেখছে তার সিটে বসে। চুপ করে কি ভাবছে তন্ময় হয়ে। যেন ও দেখছে হোসের কাজ কি এক বিষাদে ডুবে। দেখছে হোসে একটি বাতির মতো। যে বাতি এখনই নিভে যাবে। সে বাতি আসলেই হোসে। অকস্মাৎ প্রতিক্রিয়াহীনভাবে ঐকান্তিক বশ্যতাস্বীকারের গলায় বলে সেই মহিলা– হোসে!

হোসে মহিলার পানে তাকায় ভোঁতা বিষাদিত অনুভূতিতে, বোবা মেয়ে ষাঁড়ের মতো নির্বোধ ভঙ্গিতে। মহিলার কথা শুনবার জন্য ওর পানে তাকায় নি সে। তবু একবার তাকিয়েছিল জানতে মহিলা ওইখানে বসে আছে কিনা, মেয়েটিকে রক্ষা করতে হবে এমন কোনো দৃষ্টিও নয়। কেবল তাকানো যেমন করে অনেকে তাকায় কেবল খেলাচ্ছলে।

– আমি বললাম কাল চলে যাবো। এ কথার পরে তুমি তো কিছু বললে না। মহিলা বলে।

– তা ঠিক। কিন্তু তুমি তো আমাকে বলোনি কোথায় যাবে।

– ওইখানে কোথাও। যেখানে কোনো পুরুষ আমাকে বলবে না তার সঙ্গে ঘুমোতে যেতে। মহিলা বলে।

হোসে আবার হাসে।

– তুমি কি সত্যিই যাচ্ছো নাকি। হোসের কথার সুর বদলে গেছে। যেন ও জেনে গেছে জীবনের অনেক নিয়ম।

– সেতো তোমার উপর নির্ভর করছে। যদি তুমি আমার কথামতো বল আমি কোন সময় এখানে এসেছি তাহলে আমি সত্যি সত্যিই কাল চলে যাবো এবং কখনো এমন জটিলতায় পড়বো না। তোমাকেও বিরক্ত করবো না। মহিলা বলে। – কি আমার কথা তোমার পছন্দ হয়?

হোসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। মহিলার মাথা কাত হয়ে যায় হোসের দিকে। – যদি একদিন আমি এখানে ফিরে আসি এবং দেখি আমার এই আসনে বসে কোনো রমণী তোমার সঙ্গে কথা বলছে, আমি কিন্তু ভীষণ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠবো।

– যদি তুমি সত্যিই ফিরে আসো আমার জন্য তোমাকে একটি জিনিস আনতে হবে। হোসে বলে।

– আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমাকে দেওয়ার মতো একটি পোষা ভাল্লুক আমি তোমার জন্য খুঁজে বের করবো।

হোসে হেসে কাবার্ড মুছবার কাপড় তুলে ঝাড়ে। এতে ওদের দুজনের মধ্যে একটু ব্যবধান সৃষ্টি হয়। আর যখন হাত তোলে মনে হয় ওদের দুজনের মাঝখানের এক অদৃশ্য দেয়াল মুছছে হোসে। মহিলার হাসিতে মিশে আছে আন্তরিকতা ও হোসেকে ভোলানোর মতো কোনো ইচ্ছে। হোসে কাউন্টারের অন্য দিকে গিয়ে গ্লাস মুছতে শুরু করে। বলে হোসে – তারপর আর কি বলবে এখন?

– তাহলে তুমি কি সত্যি বলবে কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি কটায় এখানে এসেছি। বলবে তো পৌনে ছয়টায় আমি এখানে এসেছি।

BanglaBook.org

– কেন বলবো? হোসের কথা শুনে মনে হয় এতক্ষণ সে মহিলার কোনো কথাই শোনে নি।

– কেন বলবে সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা তুমি বলবে আমি যা বলতে বলছি।

প্রথম খরিদ্দার এসে গেছে সুইং ডোর ঢেলে। গিয়ে বসেছে কাউন্টারের অন্যদিকে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে এখন সাড়ে ছয়টা বাজে।

– ঠিক আছে রানী। বলে হোসে। তুমি যা বলতে বলো তাই বলবো।

– বেশ। এবার তুমি আমার স্টেক রাঁধতে শুরু কর।

লোকটি হেঁটে গিয়ে রেফ্রিজারেটর খোলে। একটি প্লেট বের করে যার উপরে মাংসের টুকরোটি রাখা। তারপর চুলো ধরায়।

– আমি তোমার বিদায় বেলায় এক চমৎকার স্টেক রেঁধে দেবো। বলে হোসে।

– ধন্যবাদ প্যাপিলো। মহিলা হেসে উত্তর করে। মহিলাকে খুব চিন্তান্বিত দেখায়। মনে হয় কোনো এক গোপন জগতের লোকজন নিয়ে সে কারবার করছে। সেই কাঁচা মাংসকে তেলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মাংস ভাজার শব্দ শোনা যায়। খানিকপরে মাংস ভাজার শব্দ আর শোনা যায় না। চমৎকার করে ভাজা ভাজা হয়ে চমৎকার গন্ধে সারা রেস্তরাঁ পূর্ণ করে। ঠিক যেই সময় ধরে মাংস ভাজা দরকার ততটুকু সময় ধরেই মাংস ভেজেছে হোসে। মহিলা তেমনি স্তব্ধ হয়েই বসে আছে। তন্ময় হয়ে কি ভাবছে। তারপর মাথা তোলে। চোখের পাতা কেঁপে ওঠে মনে হয় মুহূর্তের মৃত্যু থেকে সে জেগে উঠেছে। দেখে হোসে চুলোর আগুনের পাশে, আগুনের আঁচে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

– প্যাপিলো!

– কি বলছো?

– কি ভাবছো তুমি?

– আমি ভাবছি তুমি কোনখানে কোথায় বিয়ার পাবে কিনা খেতে।

– তা পাবো। বলে সেই মহিলা। কিন্তু আমি চাইছি আমার বিদায় বেলার উপহার।

চুলোর ওপার থেকে হোসে তাকায় ওর পানে। বলে – কতবার বলতে হবে তোমাকে আমি দেবো। তুমি কি বিশেষ কিছু চাও?

– চাই। বলে সেই মহিলা।

– কি চাও তুমি?

– হোসে পিছনে ফিরে ঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর আবার তাকায় খরিদ্দারের দিকে। সে তখনো চুপ করে এক কোণে বসে আছে। কিছু আদেশ করেনি। হোসে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে বলে – আমি ঠিক বুঝতে পারছি না রানী কি তুমি চাও।

– এত বোকা সেজো না হোসে। শুধু মনে রাখবে আমি আজ এখানে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় এসেছি।

BanglaBook.org

আমি তো কেবল টেলিফোন করতে এসেছি

এক বৃষ্টির অপরাহ্নে মারিয়া ডি লা লুয কারভানটেস একা গাড়ি চালিয়ে বার্সেলোনার দিকে ফিরে আসছিলেন। তার ভাড়ার গাড়িটি মোনেগ্রস মরুভূমির কাছে বিগড়ে গেলো। বয়স তার সাতাশ বছর। বেশ চিন্তাশীল, সুন্দরী মেক্সিকান গায়িকা ও বাদক রূপে ইতোমধ্যেই নানা সব মঞ্চে তার দক্ষতা দেখিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে এক ধরনের নাম করেছেন। ক্যাবারেতে যাদুর খেলা দেখান তার স্বামী। জারাগোজায় কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করে আজকেই তার সঙ্গে দেখা করবেন বলে ফিরে আসছিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এই ঝড়ে দাঁড়িয়ে মরিয়া হন্যে হয়ে যে সব গাড়ি ও ট্রাক তার সামনের রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিলো তাদের তিনি হাত তুলে থামতে বললেন। শেষপর্যন্ত জরাজীর্ণ এক বাসের ড্রাইভার তার অবস্থায় দয়া দেখিয়ে থামেন। এবং আগেভাগেই সাবধান বাণী শোনান – আমি কিন্তু বেশিদূর যাবো না।

– তাতে কিছু যায় আসে না। মারিয়া বলে – আসলে আমার দরকার একটি টেলিফোন।

মারিয়ার কথা সত্যি। ও ফোন করে তার অপেক্ষিত স্বামীকে জানাতে চেয়েছিলেন আজ সাতটার আগে মারিয়া তার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। ছাত্রীজীবনের কোটে আর সমুদ্র সৈকতের জুতোতে এই এপ্রিলে ওকে লাগছিল ঝড়ের পাখির মতো। এই ঘটনায় ও এত বেশি বিমূঢ় গাড়ির চাবিটিও সঙ্গে নিতে ভুলে গেছেন।

ড্রাইভারের পাশে এক জবরদস্ত মহিলা মিলিটারি অফিসারের মতো বসে। সেই মহিলা মারিয়াকে একটি তোয়ালে ও কম্বল দেয়। এবং সরে গিয়ে বসবার জন্য একটু জায়গাও করে দেয়। মারিয়া বৃষ্টির ঝপঝপে ফোটাগুলো মুছে ফেলে শরীর থেকে। বসে তারপর। কম্বলে শরীর ঢাকে। তারপর একটি সিগারেট জ্বালাতে চেষ্টা করে কিন্তু দেখা যায় তার দেশলাই ভেজা। যে মহিলা তার সঙ্গে সিট ভাগাভাগি করে বসেছে তাকে সিগারেটে আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে এবং মারিয়ার কাছ থেকে একটি শুকনো সিগারেট চায়। যে সিগারেটগুলো তখনো শুকনো আছে তার থেকে একটি। সিগারেট পান করতে করতে মারিয়া তার বর্তমান অনুভূতি ব্যক্ত করবার ইচ্ছের কাছে হার মেনে মুখ খুলে সব কথা বলতে চায়। বাসের ঝক্করঝক্কর আর বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের উঁচুতে তাকে গলা তুলে কথা বলতে হয় যাতে পাশের

BanglaBook.org

জন ওর কথা শুনতে পারে। সেই জবরদস্ত মিলিটারি অফিসার জাতীয় মহিলা তার কথার মাঝখানে নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে মারিয়াকে থামতে বলে। বলে ফিস ফিস করে – চুপ, ওরা সব ঘুমিয়ে আছে।

ঘাড়ের পেছনে তাকিয়ে মারিয়া দেখতে পায় অনেক মেয়ে তারই মতো পেছনে কম্বল গায়ে ঘুমিয়ে আছে। তাদের বয়স ও অবস্থা বোঝা মুশকিল। তাদের এই শান্ত ভাব সংক্রামক। তারপর মারিয়াও জড়োসড়ো হয়ে বসে কম্বল মুড়ি দিয়ে বৃষ্টির কাছে আত্মসমর্পণ করে ঘুমিয়ে পড়ে। ঠিক বাসের পেছনের মেয়েদের মতো। তারপর যখন ওর ঘুম ভাঙ্গে সন্ধ্যা হয়ে গেছে কালো হয়ে, আর ঝড় এখন বরফের মতো ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। মারিয়ার কোনো ধারণা নেই কতক্ষণ তারা ঘুমিয়েছে আর বর্তমানে পৃথিবীর কোন জায়গায় তারা অবস্থান করছে। তার পাশের মহিলাকে মনে হয় প্রহরীর দৃষ্টিতে সব দেখছে।

– আমরা কোথায়? প্রশ্ন করে মারিয়া

– আমরা পৌঁছে গেছি। উত্তর করে সেই মহিলা।

পাথুরে রাস্তা ধরে বাসটি চলেছে সামনের এক বিশাল মলিন দালানের দিকে। বড় বড় গাছের ভেতর মনে হলো একটি পুরনো কালের মঠ বাড়ি। অল্প আলোতে সেই মঠ বাড়ির খোলা চত্বরে বাসের যাত্রীরা নিশ্চল হয়ে বসে আছে। খানিক পর সেই মিলিটারি অফিসারের মতো মহিলা বেশ গুরু গম্ভীর স্বরে সেই সব মহিলাদের বাস থেকে নামবার জন্য এমন ভাষায় আদেশ করলেন আর কথা বললেন যে ভাষা প্রধানত পুরনো কালের নার্সারী শিক্ষকরাই ব্যবহার করেন। এই সব মহিলার প্রত্যেকেই বয়সিনী। সেই চত্বরের অল্প আলোতে তাদের শ্লথ গতিতে মনে হয় এরা সব স্বপ্নের নারী। সব শেষে মারিয়া নামে বাস থেকে। ওর মনে হয় এই সব বয়সিনীরা সন্ন্যাসী বা নান। কিন্তু তার সেই চিন্তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় যখন তিনি দেখেন কিছু ইউনিফর্ম পরিহিতা এই সব বয়সিনীদের হাত-তালিতে নির্দেশ করছেন লাইন করতে, কথায় নয়। একজনের পর একজন এমনিভাবে। বেশ ছন্দময় তালির ভঙ্গি সেই আদেশে। তারা সেই বয়সিনীদের মাথা কম্বলে ভালো করে ঢেকে দিয়েছে। যে মহিলার সিট মারিয়া ভাগাভাগি করে এতটা পথ এসেছে তাকে কম্বল ফেরত দিতে গিয়ে মারিয়া গুডবাই জানায়। কিন্তু সহযাত্রী মহিলা বলে মাথায় কম্বল দিয়ে রাস্তা পার হয়ে সামনের পোর্টারের অফিসে যেতে। ওখানে কম্বলটি পোর্টারকে ফেরত দিতে বলে।

– ওখানে কি টেলিফোন আছে? মারিয়া প্রশ্ন করে।

– অবশ্যই আছে। ওরা তোমাকে দেখিয়ে দেবে কোথায় আছে টেলিফোন। এই মহিলা মারিয়ার কাছে আর একটি সিগারেট চায়। মারিয়া পুরো ভেজা প্যাকেটটি তাকে দিয়ে দেয়। – যেতে যেতে সিগারেট শুকিয়ে যাবে। মারিয়া বলে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। সেখান থেকে মহিলা তাকে গুডলাক জানায় এত জোরে মনে

BanglaBook.org

হয় বেশ ধমক আছে সেই কণ্ঠস্বরে। বাস এবার জোরে চলতে শুরু করে তাকে কোনো কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে।

মারিয়া সেই বিশাল চত্বর পার হয়ে বড় দালানের পোর্টারের ঘরের দিকে দৌড়াতে শুরু করে। একজন মেট্রন খুব জোরে হাততালিতে তাকে থামতে বলে। কিন্তু মারিয়া না থামাতে জোরে চিৎকার করে জানায় – থামো, থামো বলছি। কম্বলের ভেতর দিয়ে মারিয়া দেখতে পায় এক জোড়া হিম ঠাণ্ডা চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর কঠিন আঙুলের ইশারায় তাকে লাইনে দাঁড়াতে বলছে। যে চাহনি ও আঙুলের নির্দেশ থেকে পালানো মুশকিল। কথা শুনতে বাধ্য মারিয়া যা বলছে শোনে। বাড়ির ভেতরে গিয়ে সেই জনতা থেকে মারিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কোনোমতে পোর্টারকে বলে – টেলিফোন কোথায় আছে। ওই দলের একজন মেট্রন মারিয়ার কাঁধে হাত রেখে স্যাকারিনের মতো মিষ্টি গলায় বলে – টেলিফোন ওই দিকে আছে সুন্দরী, ঠিক ওই দিকে। অন্যসব মহিলার সঙ্গে মারিয়া হাঁটতে হাঁটতে আর একটি টিমটিমে আলোর করিডোরে পৌঁছায়। তারপর পৌঁছায় সকলের থাকার মতো হোস্টেলে। সেখানে পৌঁছাতেই মেট্রন সকলের কাছ থেকে কম্বল নিয়ে নেয় আর প্রত্যেকের জন্য একটি বিছানা ঠিক করে দেয়। এরপর একজন আসেন যাকে দেখতে অন্যদের চাইতে অধিক মানবিক গুণসম্পন্ন মনে হলো মারিয়ার, তিনি এসে প্রত্যেকের বুকে লাগানো নাম ঠিকানা পাঠ করেন। তার হাতের তালিকার সঙ্গে ওদের বুকে লেখা নাম মেলাতে চেষ্টা করেন। মারিয়ার কাছে আসতেই একটু অবাক হয়ে দেখেন ওর বুকে কোনো নাম ঠিকানা লেখা নেই।

– আমি তো কেবল টেলিফোন করতে এসেছি। মারিয়া বলে।

তারপর অত্যন্ত দ্রুত তার গাড়ি বড় রাস্তায় বিগড়ানোর কথা বর্ণনা করে। বলে ওর স্বামী পার্টিতে যাদুর খেলা দেখাতে যায়, আজ তারা মধ্যরাতের আগে তিনটে জায়গায় খেলা দেখাবে বলে সময় ঠিক করেছে। আর সেই কারণে মারিয়া খুব তাড়াতাড়ি তার স্বামীর কাছে বার্সেলোনাতে ফিরে চলেছিল। সেই জন্যই তার অপেক্ষিত স্বামীকে বলা প্রয়োজন আজ সে কিছুতেই ঠিক সময়ে তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারছে না। এখনই তো প্রায় সাতটা বেজে গেছে মারিয়া জানায়। সাতটার সময় তার স্বামীর বাড়ি থেকে বেরুনোর কথা। ভয় হচ্ছে যেহেতু মারিয়া নেই সেই কারণে হয়তো তার স্বামী সবগুলো অনুষ্ঠানই ক্যান্সেল করেছে। তার কথা মন দিয়ে সেই মেট্রন শুনছে এমনইতো মনে হলো।

– তোমার নাম কি? প্রশ্ন করে সেই মেট্রন।

একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মারিয়া ওর নাম বলে। কিন্তু সেই মেট্রন আবার নামের তালিকা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে যেতে রাজি নয়। তারপর সেই মেট্রন আর একজন মেট্রনকে জিজ্ঞাসা করে কি করা যায় বেশ একটু সন্দিগ্ধভাবে। কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সে কেবল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলতে চায় সে কিছু জানে না।

– আমি তো কেবল টেলিফোন করতে এসেছি। মারিয়া আবার বলে।

BanglaBook.org

– অবশ্যই মিষ্টি মেয়ে। এই বলে এত মধুর করে কথা বলে তাকে বিছানায় পৌঁছে দেয় যা সত্য বলে ভাবতে পারে না মারিয়া। – যদি তুমি আজ ভালোমতো রাত কাটাও তাহলে কাল সকালে যাকে খুশী ফোন করতে পারো। এখন নয়। আগামীকাল সকালে কেমন?

হঠাৎ মারিয়ার মনে হয় ও বুঝতে পেরেছে কেন এই সব মহিলা ফিশ এ্যাকুরিয়ামের নিচের দিকের মাছের মতো নিশ্চল হয়ে আছে সারাক্ষণ। আসলে ওদের সকলকে ঘুম পাড়ানি ওষুধে ঘুম পাড়িয়ে শান্ত করে রাখা হয়েছে। আর এই অন্ধকার বড় প্রাসাদের মতো পাথুরে বাড়ি আর কিছু নয় আসলে একটি মহিলা পাগলা গারদ। হতাশায় ও সেই হোস্টেল থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করে। কেবল বড় দরজার কাছে এসেছে, একজন বিশাল আকৃতির দানবের মতো মেট্রন, পরনে যন্ত্রের মতো পোশাক, হাতের বিশাল থাবায় মারিয়ার গতি রুদ্ধ করে। তাকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে হাতে তালা লাগিয়ে দেয়। ভয়ে মারিয়া জ্ঞান হারিয়ে ফেলে প্রায়। চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে বলে মারিয়া – আমি আমার মৃত মায়ের নামে শপথ করে বলছি আমি এখানে এসেছি কেবল টেলিফোন করতে।

তার চোখের একটি ঠাণ্ডা কঠিন দৃষ্টিতে মারিয়া বুঝতে পারে পৃথিবীর কোনো কাকুতি মিনতি তার হৃদয় গলাতে পারবে না। যন্ত্র মানবের পোশাক গায়ে এই দানবী তার গায়ের অমানুষিক জোরে হারকুইলিনা নামে খ্যাত। যে সমস্ত পাগল সামলানো কঠিন বলে মনে হয় তাদের এই হারকুইলিনার তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়। দুজনকে তার কঠিন হাতের চাপে দম বন্ধ করে মেরেছে। আর দুর্ঘটনাবশত মৃত্যু এই বলে তাদের মৃত্যু লেখা হয়েছে খাতায়। প্রথমটি অবশ্যই দুর্ঘটনায়। পরেরটি ঠিক কারণ বোঝা যাচ্ছে না এমন কিছু লেখা হলেও বলা হয়েছে ভবিষ্যতে এমন কিছু হলে সরজমিনে তদারকি করতে। আসলে হারকুইলিনা সম্বন্ধে এই প্রকার জনশ্রুতি স্পেনের বিবিধ মানসিক হাসপাতালে এমনিভাবে অনেক নারীর মৃত্যু ঘটিয়েছে হারকুইলিনা। যদিও হারকুইলিনা বেশ এক ভালো পরিবারের "ব্ল্যাক শিপ।"

হাসপাতাল বা পাগলাগারদের প্রথম রাতে মারিয়ার হাতে ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়ানো হলো। সিগারেট পান করবার তৃষ্ণায় মারিয়া যখন জেগে ওঠে তখন বুঝতে পারে তার কোমর ও কবজি বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। সে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু কেউ সেই চিৎকারে তার বিছানার কাছে আসে না। সকালবেলা যখন তার স্বামী বার্সেলোনার কোথাও তাকে খুঁজে পায় নি, সেই সময় মারিয়াকে নিয়ে যাওয়া হলো কাছের রোগীদের হাসপাতালে। কারণ নিজের দুর্দশায় ডুবে সকালে মারিয়াকে পাওয়া গিয়েছিল অজ্ঞান অবস্থায়।

জ্ঞান ফিরলে মারিয়া বুঝতে পারে না কতটুকু সময় চলে গেছে। কেবল চারপাশে তাকিয়ে মনে হয় ও ভালোবাসার নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করছে। তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মূর্তির মতো সুন্দর বয়স্ক ধীরপায়ে, নরম

BanglaBook.org

জুতোয় হেঁটে আসা মানুষ। যিনি মারিয়ার পিঠে তার পেশল হাতের চাপে, নির্মল প্রশান্ত হাসিতে ফিরিয়ে দিতে চাইলো বেঁচে থাকবার আনন্দকে। তিনি আসলে এই মানসিক হাসপাতালের পরিচালক।

তাকে কিছু বলার আগে, কোনো প্রকার মৌখিক সম্ভাষণ জানানোর আগে মারিয়া তার কাছে সিগারেট প্রার্থনা করে। ভদ্রলোক নিজে সিগারেট জ্বালিয়ে ওর হাতে সিগারেট দেয়। এবং তার সঙ্গে দিয়ে দেয় সিগারেটের প্যাকেট। প্যাকেটটি তখনো ভর্তি। চোখের জল সামলাতে পারে না মারিয়া।

– হৃদয় খুলে কাঁদার সময়। শান্ত স্বরে বলেন সেই বিশেষ ভদ্রলোক। – চোখের জলের মতো ভালো ওষুধ আর কিছু নেই।

লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে মারিয়া হৃদয়ের কপাট খুলে দেয়। সহবাস সময়ের পরে যে সব প্রেমিকের সঙ্গে এখন তখন কথা হয় তেমন করে নয়। তাদের সঙ্গে সব কথা বলা যায় না। কথা শুনতে শুনতে ডাক্তার সাহেব আঙুলের চিরুনিতে ওর চুল পরিচর্চা করেন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সহজ হয়ে কথা বলার সুবিধার জন্য ওর মাথার বালিশগুলো গুছিয়ে দেন আবার সেই ডাক্তার। তার অনিশ্চয়তার জটাজালের ভেতর দিয়ে এমন করে ওকে পরিচালিত করেন, মারিয়ার মনে হয় না এত জ্ঞান ও মিষ্টি ব্যবহারের সমন্বয় ও আর কারো ভেতরে দেখে নি। জীবনে এই প্রথম একজন ওর কথা এত মনোযোগিতায় শুনছে আর এই শোনার পরিবর্তে বলছে না – চল আমার সঙ্গে বিছানায়। যে মানুষ কেবল তার কথা শোনে এবং বোঝে তিনি তেমনিই একজন। একটি দীর্ঘ ঘণ্টা পার হলো। যখন আত্মার গভীর থেকে সবকিছু তুলে এনে হৃদয় খালি করেছে, মারিয়া তার স্বামীর সঙ্গে ফোনে কথা বলার জন্য অনুমতি চাইলো।

ডাক্তার তাঁর পদমর্যাদার সমূহ রাজকীয়তা সহ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন – এখন নয় রাজকুমারী। এই বলতে তিনি মারিয়ার গালে খুব কোমল করে হাত বুলিয়ে দিলেন। মারিয়ার মনে হলো এমন করে আর কেউ ওর গাল স্পর্শ করেনি। তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে মহান ধর্মযাজকের মতো আশীর্বাদ করলেন। তারপর? চিরতরে হারিয়ে গেলেন।

সেই দিন সন্ধ্যায় মারিয়া হাসপাতালে চিরতরে ভর্তি হয়ে গেলো। অবশ্য ও কোথা থেকে এসেছে কি ওর পরিচয় সে সম্বন্ধে কিছু সংশয় থেকেই গেলো। আর তার ভর্তির নোটে সেই মহান ডাক্তার স্বহস্তে লিখলেন "উত্তেজিত।"

যেমনটি মারিয়া ভেবেছিলেন তেমনিভাবে ওর স্বামী হোরটা জেলার ছোটোখাটো অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা পর বাইরে বেরুলেন। তার হাতে তিন তিনটে অনুষ্ঠান দেখানোর দায়িত্ব। তাদের দুই বছরের মুক্ত স্বাধীন সুখের জীবনে এই প্রথম মারিয়া ঠিক সময় উপস্থিত হতে পারলো না। ওর স্বামী ধরে নিয়েছে এই ঘন ঘোর বৃষ্টি ও মেঘই এই অনুপস্থিতির কারণ। গত দুই দিন হলো সারা প্রদেশে যেভাবে বৃষ্টি পড়ছে তাতে কথা মতো উপস্থিত হতে না পারা

BanglaBook.org

অস্বাভাবিক নয়। যাবার আগে অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় একটি নোটে লিখে দিল তার স্বামী তার আজকের কার্যক্রম।

প্রথম পার্টিতে বাচ্চারা সব ক্যাণ্ডারুর পোশাকে সেজেছিল। তার সবচাইতে সেরা যাদুর খেলাতে ভুল হলো। কারণ সহকারী ছাড়া কিছুতেই সে খেলায় মন দিতে পারছিল না। এরপরে তাকে যেতে হলো তিরানব্বই বছরের এক বৃদ্ধার জন্মদিনে। যিনি হুইলচেয়ারে চলাফেরা করেন। তার গর্ব গত তিরিশ বছর ধরে তিনি বিভিন্ন যাদুকর এনে তার জন্মদিন পালন করেন। এখানেও মারিয়ার অনুপস্থিতির কারণে সামান্য যাদুর খেলাতেও তার ভুল হলো। কারণ কিছুতেই মন লাগছিল না তার। তৃতীয় আসরে একদল ফ্রেন্চ টুরিস্টকে খেলা দেখাতে গিয়ে আবারো ভুল হলো তার। যে যাদুর খেলা সে প্রতি সন্ধ্যায় রাম্বেলোতে দেখায় সেই সব অত্যন্ত সহজ যাদু। তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যা তারা দেখেছে। আসল কারণ হয়তো তারা কেউই যাদুতে বিশ্বাস করতে চায় না। প্রতিটি অনুষ্ঠানের পরই ও বাড়িতে ফোন করে জানতে চাইছিল মারিয়া বাড়িতে ফিরেছে কিনা। আর প্রতিটি ফোনের পরেই তার মনে হতে লাগলো নিশ্চয়ই মারিয়ার কিছু হয়েছে।

বাড়ি ফেরার পথে, অনুষ্ঠানের ভ্যান গাড়িতে বসে, পাসেও ডি লা গ্রাসিয়ার বসন্তের রূপ দেখতে পাচ্ছিলো পাম গাছের ভেতর দিয়ে। আর ভয়ে কেঁপে উঠছিল এই ভেবে মারিয়া ছাড়া এই বসন্তে একা তার কেমন লাগবে। বাড়িতে ফিরে সেই নোটটিকে তখনো দরজার সঙ্গে আটকে থাকতে দেখে তার শেষ আশা বিলীন হলো। দুশ্চিন্তায় সে ভুলে গেলো বেড়ালকে খাওয়াতে।

এই গল্প লিখতে লিখতে আমার মনে হলো বার্সেলোনাতে আমরা কখনো ওর আসল নাম জানতাম না। ও পরিচিত ছিল যাদুকর সার্টানো নামে। বেশ একটু অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ ছিল ও। সামাজিক জীবনে খুব বেশি সহজ ছিল না ও, চলাবলায় জড়তা ছিল। আর সেই কারণে মারিয়ার কথাবার্তার আকর্ষণ ও বুদ্ধিমত্তার ওর অনেক বেশি প্রয়োজন হতো। এই লোকালয়ের রহস্যময়তার ভেতর মারিয়াই তাকে হাত ধরে নিয়ে এসেছে। আর এই লোকালয়ে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না মধ্য রাতের পর ফোন করে বাড়ি বাড়ি হারানো স্ত্রীর খোঁজ করবে। সার্টানোও তাই করলো। বাড়ি ফেরার পুরো ঘটনাটি ভুলে যেতে চাইলো। কাজেই সে রাতে সার্টানো ঠিক করলো ও কেবল মারিয়ার নানির বাড়ি জারাগোজাতে ফোন করবে। যেখানে একজন বৃদ্ধা নানিমা বললেন – মারিয়া দুপুরের খাওয়ার পরপরই গুডবাই জানিয়ে চলে গেছে। সকালের দিকে মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য ঘুম হলো তার। স্বপ্ন দেখলো ও মারিয়া এক শতচ্ছিন্ন বিয়ের পোশাক পরে আছে। আর সেই বিয়ের পোশাকে ছিঁট ছিঁট রক্ত। আর ঘুম থেকে উঠে মোটামুটি নিশ্চিত হলো মারিয়া এবারে তাকে চিরতরে ছেড়ে গেছে। এই বিশাল পৃথিবীর মুখোমুখি একা দাঁড়াতে।

গত পাঁচ বছরে মারিয়া তাকে নিয়ে তিন জন মানুষকে ছেড়ে চলে গেছে। তাদের দেখা হওয়ার ছয়মাস পরে মেক্সিকো সিটিতে মারিয়া তাকে ফেলে চলে

BanglaBook.org

গেছে একবার। আর্জুরস জেলায় যখন তারা একে অপরের সঙ্গে আনন্দে, উল্লাসে, আলস্যে সঙ্গমে একেবারে উন্মাদ তখন একবার। একদিন সকালে অমিতব্যয়ী উল্লসিত সময়ের পর মারিয়া চলে গিয়েছিল। নিজের যা কিছু আছে সব ফেলে। আগের বিয়ের আংটি পর্যন্ত সঙ্গে নেয় নি। একটি চিরকুটে লিখেছিল তার পক্ষে এই অমিত যৌন জীবন মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সার্টানো ভেবেছিল ও নিশ্চয়ই ওর প্রথম স্বামীর কাছে চলে গেছে। তার প্রথম স্বামী তার স্কুল জীবনের সহপাঠি। যার সঙ্গে বেশ অল্প বয়সে বিয়ে করেছিল মারিয়া। তারপর দুই বছর একেবারে প্রেমহীন জীবন কাটিয়েছিল। তারপর তাকে ছেড়ে অন্য একজনকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু সেবার মারিয়া তার বালিকা জীবনের সহপাঠি স্বামীর কাছে ফিরে যায় নি, ফিরে গিয়েছিল মা বাবার কাছে। মারিয়াকে যে কোনো মূল্যে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল সার্টানো। তার কাকুতিমিনতিতে কোনো শর্ত আরোপ করতে চায় নি। কারণ অনেক কিছু প্রতিজ্ঞা করলে তাকে রাখা সবসময় সহজ হয় না। কিন্তু সেবারে তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল এক অনমনীয় মনোভাবের কাছে হার মেনে। বলেছিল মারিয়া – এই পৃথিবীতে কিছু ক্ষণস্থায়ী আবার কিছু দীর্ঘস্থায়ী ভালোবাসা থাকে। ধরে নাও আমাদের এবারের ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী। মারিয়ার দৃঢ়তা তাকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। অলসেন্ট ডের প্রভাতে, সার্টানো যখন ওর একাকি ঘরে প্রবেশ করেছে, এক বছরের পরাজয়ের পর, ভুলে থাকার পর দেখতে পেলো মারিয়া ওদের বসার ঘরের সোফায় ঘুমিয়ে আছে। ওর চুলে কমলার ফুল গাঁথা, আর পাতলা রেশমের জামা গায়ে। যেমন জামা কুমারী মেয়েরা বিয়ের সময় পরে থাকে।

মারিয়া ওকে সত্য কথা বলেছিল। একজন সন্তানহীন বিপত্নীকের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল, যে লোকটি এবারে ক্যাথলিক চার্চে বিয়ে করে পাকাপাকিভাবে বাস করতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে বিয়ের বেদীতে বিয়ের পোশাকে রেখে আর আসেনি। মারিয়ার বাবা মা শেষ পর্যন্ত রিসেপশন চালিয়ে গিয়েছিলেন। আর মারিয়াও মা বাবার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। গান গেয়েছে, নেচেছে ওই সব অতিথিদের সঙ্গে। অনেক পান করেছে। তারপর এক দারুণ মর্মযাতনায় ওদের মধ্যরাতে ফেলে রেখে সার্টানোর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে।

সার্টানো বাড়িতে ছিল না। কিন্তু মারিয়া জানতো তারা কোথায় চাবি লুকিয়ে রাখে। কোন ফুলের টবের নিচে। এবারে মারিয়া এসেছিল বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে। ভিনিসাস ডি মরিয়াসের লাইন তুলে মারিয়া বলেছিল – ভালোবাসার যতক্ষণ পরমায়ু আসলে ততক্ষণই অনন্তকাল। দুই বছর চলে গেছে। তবু ওদের মনে হয়েছিল এ ভালোবাসা অনন্তকালের জন্য।

মনে হয়েছিল এতদিনে মারিয়া পরিপক্ক হয়েছে। সিনেমা অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন ভুলে সে একেবারে সার্টানোর জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে উঠেছিল। কাজে ও শয্যায়। গত বছরের শেষের দিকে ওরা দুজন পেরপিগানানের যাদু সম্মেলন দেখেছিল। আর ফেরার পথে প্রথমবারের মতো তারা বার্সেলোনা দেখেছিল। তারপর এই শহরটিকে

BanglaBook.org

এদের পছন্দ হয়ে যাওয়ায় ওরা তখন এখানে বসবাস করবে বলে ঠিক করে। আটমাস হলো এখানেই বাস করছে। আর এই জায়গাটি তাদের পছন্দের সঙ্গে এত মিলে গিয়েছিল তারা দুজনে কাটেলেনিয়ান অঞ্চল হোর্টাতে একটি মোটামুটি ভালো অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে। একটু গোলমাল শোনা যায়, আর অ্যাপার্টমেন্টে কোনো পোর্টার নেই, কিন্তু এখানে পাঁচ জন ছেলে মেয়ে সহ অনায়াসে থাকা যায়। যেমন সুখী জীবন মানুষ আশা করে তেমনি সুখেই তারা ছিল। কিন্তু একটি গাড়ি ভাড়া করে আত্মীয়স্বজনকে দেখতে যাওয়ার কারণেই আজকে এ বিপত্তি ঘটেছে তাদের। মারিয়া জারাগোজায় গিয়েছিল আত্মীয় পরিজনদের দেখতে। প্রতিজ্ঞা করেছিল সোমবার সাতটার মধ্যে ও ফিরে আসবে। এখন বৃহস্পতিবারের সকাল কোনো সাড়াশব্দ নেই মারিয়ার।

পরের সোমবার ইনসুরেন্স কোম্পানি মারিয়ার ভাড়া করা গাড়ির কথা জানতে চাইলো। তারা মারিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চায়। – আমি ওর সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ওকে খুঁজতে জারাগোজার দিকে যাও। এই বলে সার্টানো ফোন রেখে দেয়। এক সপ্তাহ পরে একজন পুলিশ অফিসার এসে জানায় গাড়ি পাওয়া গেছে। কার্ডিজের পেছনের দিকের এক রাস্তায়। গাড়ির সব কিছু খালি। মারিয়া যেখানে গাড়িটিকে রেখেছিল তার থেকে নয়শো মাইল দূরে। পুলিশ অফিসার সার্টানোকে জিজ্ঞাসা করে এই চুরির ব্যাপারে সে বা মারিয়া কিছু জানে কিনা। এই সময় সার্টানো ওর বেড়ালকে খাওয়াতে ব্যস্ত ছিল। পুলিশ অফিসার সার্হেবের দিকে না তাকিয়ে বলেছিল সে – তিনি যেন আর একটুও সময় নষ্ট না করেন। কারণ সার্টানোকে ত্যাগ করে মারিয়া চলে গেছে। ও জানে না কোথায় এবং কার সঙ্গে গেছে। সার্টানোর বদ্ধমূল ধারণায় বিব্রত হয়ে পুলিশ অফিসার তার কাছে ক্ষমা চেয়ে চলে যায়।

তারপর মারিয়ার এই ভাড়া গাড়ি সংক্রান্ত কেসটি "ক্লোজ" বলে লিখে দেয় পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।

সার্টানোর সন্দেহ মারিয়া হয়তো তাকে ক্যাডেকে থাকার জন্য ছেড়ে চলে গেছে। যেখানে তারা একবার সমুদ্রে নৌকা ভ্রমণ করেছিল। রোজ রেগাস তাদের ডেকেছিল নৌকা ভ্রমণ করতে। ফ্রাঙ্কোইজমের গোধূলীবেলায়, সেইখানে, গুচি ডিভাইন বারের লোহার টেবিলে আমরা একবার কাড়িজন লোক গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে বসেছিলাম যেখানে ছয় জন লোক বসতে পারে। দিনের দ্বিতীয় প্যাকেট সিগারেট শেষ হয়ে যাবার পর মারিয়ার ম্যাচ বাক্স খালি হয়ে গিয়েছিল।

একটি লিকলিকে তরুণ হাতে ব্রোঞ্জের ব্রেসলেট, ভিড় ঠেলে গোলমাল অস্বীকার করে টেবিলের কাছে এসে তাকে সিগারেটের আগুন দিয়েছিল। ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে মারিয়া তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু সার্টানো নামের যাদুকর দেখেছিল একটি হাড়সর্বস্ব চমৎকার করে দাড়ি গোঁফ কামানো তরুণকে। গায়ের রং মৃত মানুষের মতো মলিন। তার পেছনের বেণীটি কোমর পর্যন্ত ঝুলছিল। বারের

BanglaBook.org

কাচের জানালা বাইরের ঝড়কে কোনোমতে রোধ করবার মতো, কিন্তু ছেলেটি পড়েছিল একটি রাস্তার ছেলেদের মতো পাজামা, আর চাষাদের পায়ে পরবার মতো স্যান্ডেল। লা বার্সেলোনার সামুদ্রিক খাবারের দোকানে আবার দেখা গিয়েছিল ছেলেটিকে। তেমনি পোশাক পরিহিত, পেছনের টিকি সেদিনও বেণীর মতো হয়ে পেছনে ঝুলছিল। ওরা দুজন দুজনকে যেভাবে সম্বোধন করেছিল মনে হচ্ছিলো যেন ওরা সব পুরনো বন্ধু। হয়তো এক ফাঁকে সেই তরুণ মারিয়াকে চুমুও খেতে পারে। তখন একবার সার্টানোর মনে হয়েছিল তারা গোপনে একে অন্যের সঙ্গে দেখা করে। কিছুদিন পরে মারিয়ার টেলিফোন বইতে একটি নতুন নাম স্থান পেয়েছিল। আর বেশ একটু ঈর্ষান্বিত সার্টানো জেনেছিল নামটি কার। আর ছেলেটির অতীত ইতিহাস জেনেছিল সার্টানো। বাইশ বছরের বয়সের এই ছেলেটি একজন বড়লোকের একমাত্র সন্তান। বেশ বড় একটি দোকানের জানালায় দাঁড়ানো মডেলদের সাজানোর দায়িত্ব ছেলেটির। তার যৌন জীবনের কথা জেনেছিল ও। জেনেছিল পয়সা নিয়ে অনেক অসুখী বিবাহিত নারীর দুঃখ মোচনের কাজও করে থাকে। এতদিন এসব নিয়ে মারিয়াকে কিছু বলেনি সার্টানো। এখন মারিয়া চলে যাওয়াতে ব্যাপারটি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে তাকে। এরপর থেকে প্রতিদিনই ছেলেটিকে ফোন করতে লাগলো ও। প্রথমে দিনে কয়েকবার তারপর টেলিফোনের কাছে গেলেই ফোন করতে শুরু করতো ও। কিন্তু কেউ উত্তর দিতো না ফোনে। এতে সার্টানোর বদ্ধমূল ধারণা হলো যুদ্ধ করবার।

চারদিনের দিন এক আন্দালুসিয়ান মেয়ে ফোন ধরলো। ও আসলে বাড়ি ঘর পরিষ্কার করতে এসেছিল। – এখানকার লোকজন চলে গেছে। এমনভাবে বলেছিল – সার্টানোর কথা শুনে মনে হয়েছিল ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এরপর সিনিরিও মারিয়া সেখানে আছে কিনা জানতে চেয়েছিল সার্টানো। না জিজ্ঞাসা করে পারে নি।

– মারিয়া নামের এখানে কেউ বাস করে না। এখানে যে ভদ্রলোক থাকেন তিনি অবিবাহিত।

– আমি জানি মারিয়া ওখানে বাস করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে সেখানে বাস করতে যায়, ঠিক কিনা?

সেই মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বলেছিল – তুমি কার কথা বলছো বলতো? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

এরপর সার্টানো ফোন রেখে দিয়েছিল। মেয়েটির কিছু না বলা থেকে যা ছিল আশঙ্কা এখন তা হলো নিশ্চয়তা। তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। বার্সেলোনাতে যাদের জানে সকলের কাছে খোঁজ করতে লাগলো মারিয়া আছে কিনা। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারলো না। আর প্রতিটি টেলিফোন কলের পর ওর দুঃখ বেড়েই চললো। গুচি ডিভাইনের রাত জাগা মানুষ জানে ঈর্ষান্বিত হলে কি করতে পারে সার্টানো। আর তার এই অবস্থা দেখে অনেকেই ঠাট্টা করে, যা সহ্য করা মুশকিল হয়ে যায় তার কাছে। তখনই বুঝতে পারে সার্টানো এই পাগলাটে, সুন্দর, ভাসাভাসা শহরে

BanglaBook.org

ও আর কখনো সুখী হতে পারবে না। সকাল বেলা বেড়ালকে খাওয়াতে খাওয়াতে ভাবে থাক মারিয়াকে নিয়ে ও আর কোনো প্রকার চিন্তা ভাবনা করবে না।

দুইমাস চলে গেছে। সেই পাগলাগারদে এখনো মারিয়া নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি। এই বন্দিশালায় যেটুকু খাবার বরাদ্দ ওর জন্য তাই খায়, টেবিলে চেন বাঁধা অবস্থায়। টেবিলে জেনারেল ফ্রাংকোর ছবি, যেদিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে মারিয়া। প্রথম প্রথম তার সেই মনের অবস্থা দমন করতো গির্জার যান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানে। সকালের ধর্মীয় সঙ্গীত, প্রার্থনা সঙ্গীত, সন্ধ্যার প্রার্থনা সঙ্গীত শুনে। এ ছাড়া আরো নানা চার্চের আচার অনুষ্ঠান শুনে ও দেখে সময় চলে যেত। খেলার মাঠে বল খেলায় আপত্তি ছিল তার। আবার কারখানায় বসে কৃত্রিম ফুল তৈরীও পছন্দ করতো না ও। ওদের মধ্যে কেউ কেউ পাগলের মতো সেই ফুল বানানোর কাজ করতো। তারপর তৃতীয় সপ্তাহ চলে গেলে আস্তে আস্তে সেই জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করলো। ডাক্তার একই কথা বলেছিল। প্রথম প্রথম সকলেই মারিয়ার মতো কাণ্ড করে, তারপর আস্তে আস্তে এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়।

সিগারেটের অভাবের কারণে প্রথমে সোনার চাইতে বেশি দামে কিছু সিগারেট কিনতে পেরেছিল তার কাছে যেটুকু পয়সা আছে তাই দিয়ে। আর এই কাজ করতে গিয়েও বেশ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল তাকে। একজন মেট্রন সোনার চাইতেও বেশি দামে বিক্রি করতো সিগারেট। এরপর তার সহকর্মীদের বানানো খবরের কাগজের সিগারেটে তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা। পুরনো কাগজে ও সিগারেটের ফেলে দেওয়া অংশ দিয়ে বানানো হতো সিগারেট। তার সিগারেট পানের নেশা ফোন করবার মতোই অদম্য। ফুল বানিয়ে যেটুকু পয়সা হাতে আসতো তার তাই দিয়ে

সান্ত্বনার মতো সিগারেট পান করতো ও।

সবচাইতে কঠিন মনে হতো রাতের একাকিত্ব। অনেক সঙ্গীরা রাতে তারই মতো জেগে থাকতো। সেই বীভৎস অন্ধকারে। আর অন্ধকারে দরজাও বন্ধ থাকতো বড় তালায় এবং কঠিন শেকলে। একদিন রাতে পাশের বিছানার মেয়েটিকে শোনানোর মতো উঁচু গলা তুলে মারিয়া বলে – আমরা কোথায়?

পাশের বিছানা থেকে ধীর গম্ভীর বিমর্ষ উত্তর আসে – নরকের মাঝখানে।

– অনেকে বলে এই জায়গা এক সময় মুরদের অধিকৃত ছিল। দূর থেকে আর একটি কণ্ঠস্বর কানে আসে ওর। যে কণ্ঠস্বর সারা হোস্টেলে প্রতিধ্বনিত হয় – কথা সত্যি। দেখোনি আকাশে যখন বড় পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে কুকুর সাগরের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে।

দরজার শিকলে শব্দ করে খুলে গেলো দরজা। দয়ামায়াহীন রাতের প্রহরী, একমাত্র জীবন্ত প্রাণী যে এই হোস্টেলের নীরবতায় শব্দ করে এ মাথা থেকে অন্য মাথায় হাঁটতে শুরু করে। মারিয়া ভয়ে আতঙ্কে চুপ। কারণ ও এখানে আসার পর

BanglaBook.org

থেকে সেই রাতের প্রহরী ওকে বলছে তার সঙ্গে গার্ডরুমে গিয়ে রাত কাটাতে। একেবারে ব্যবসায়ীর মতো গলায় বলতে থাকে সেই প্রহরী এর বিনিময়ে মারিয়া কি পেতে পারে, চকলেট, সিগারেট এবং আর যা যা সে চায় সব পাবে। – সব পাবে তুমি। তুমি হবে রানী। যখন মারিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করে সেই প্রহরী মেট্রনও তার কথা বলার ভঙ্গির পরিবর্তন করে। এবারে সে মারিয়ার বিছানার নিচে ছোটোছোটো ভালোবাসার চিঠি রেখে দেয়। কখনো এসব চিঠি পাওয়া যায় ওর জামার পকেটে কখনো আবার নানা প্রকার অপ্রত্যাশিত জায়গায়। মনে হয় যে চিঠি লিখছে তার একেবারে দারুণ রকম হৃদয় ভাঙ্গার ব্যাপার হবে যদি মারিয়া সাড়া না দেয়। আর এই সব চিঠি পাথরকেও গলাতে পারে।

সেই রাতের কথা বলার ঘটনার পরে মনে হলো মারিয়া তার প্রবল অনিচ্ছাকে নাকচ করতে রাজী।

যখন আর সবাই ঘুমিয়ে যায় সেই প্রহরী এসে তার কানের কাছে বিবিধ ভালোবাসার কথা বলতে থাকে। কখনো মারিয়ার গালে, কপালে, ঠোঁটে, হাতে আর পায়ের যে অংশ খোলা সেখানে চুমু খেতে শুরু করে। চুমু খেতে খেতে বিবিধ ক্রিয়াকলাপের কথা বেশ কোমল স্বরে ওর কানে ঢালতে থাকে। তারপর মনে হয় মারিয়ার এই চুপ করে থাকা ঠিক ভীতিতে নয় বরং মানসিক কারণে সেই কামনাময়ী নারী থেমে যায়। মারিয়া তাকে একদিন জোরে থাপ্পর মেরে পাশের বিছানাতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেই উত্তেজিত মেট্রন আর সব পাগলাগারদের আতঙ্কিত নারীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে – কুত্তি! এই নরকের গর্তের মধ্যে মরতে মরতে আমার জন্য পাগল না হওয়া ছাড়া তোমার আর মুক্তি নেই।

জুনের প্রথম রবিবারে গ্রীষ্ম এসে পড়ে সেই পাগলা গারদে, কাউকে কিছু না বলে। সেই সময় গির্জায় যাবার পোশাক পরতে সেই সব রমণীরা খুলে ফেলে তাদের পাগলাগারদের দীর্ঘ জামা। বেশ একটু মজা করে মারিয়া দেখে মেট্রনের তাড়া খেয়ে সেই সব নগ্ন নারীর পাল সারা ঘরে অন্ধ মুরগীর মতো দৌড়াদৌড়ি করছে। মেট্রনের হাতের বিশাল জন্তুর মতো থাবা থেকে বাঁচতে মারিয়া একটি ঘরে ঢুকে পড়ে। এবং দেখে ঘরটি একেবারে খালি। আর সেখানে একটি টেলিফোন ক্রমাগত বেজে কি যেন বলতে চাইছে। মারিয়া ফোন তুলে জানতে পারে আসলে এ ফোন টেলিফোন কোম্পানির, যে ফোনে কয়টা বেজেছে সে কথা বলছে। – সময় পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা, নিরানব্বই মিনিট এবং একশ সাত সেকেন্ড।

– ঘোড়ার ডিম। মারিয়া বলে।

এই বলে বেশ একটু মজা করা হলো এইভাবে ফোন রেখে দেয়। যখন ফোন রেখেছে ওর মনে হয় এক আশ্চর্য সৌভাগ্য এখন ওর সামনে পৌঁছেছে। এমন করে ফোন করতে পারবে ভাবে নি। খুব বেশি উত্তেজনার পর ওর চেনা সেই ছয় নম্বরে ডায়াল করে। খুব তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ওর মনে হয় এটা কি সত্যি ওর বাড়ির

BanglaBook.org

ফোন নম্বর? অপেক্ষা করছে মারিয়া। হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত। শুনতে পায় সেই পরিচিত নিয়মে ফোন বেজে চলেছে এক, দুই, তিন। তারপরে শুনতে পায় সেই মানুষের স্বর যাকে সে একদিন ভালোবেসেছিল, মারিয়াবিহীন বাড়িতে যে এখন জীবনযাপন করছে।

– হ্যালো। বলে মারিয়া।

গলার কাছে দলা পাকানো কান্নার অনুভূতি। যেই কারণে থামতে হয় তাকে।

– আমার লক্ষ্মী সোনা মানিক, বলে মারিয়া খানিক পরে।

এরপর কান্না দখল করে ওকে। আর ফোনের অন্যদিকে একটি সংক্ষিপ্ত, ক্রোধিত, ঈর্ষান্বিত ভয়াবহ শব্দ উচ্চারিত হয় – বেশ্যা! আর এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে ফোন রেখে দেয় ওপারের কণ্ঠ।

সেই রাতে মারিয়া প্রবল ক্রোধে তার সেই পাগলাগারদের জানালার ধাতব পর্দা আঁচড়ে টেনে নামায়, ভেঙ্গে ফেলে, ভেঙ্গে ফেলে সেই কাচের জানালা। যে জানালা দিয়ে বাগানে পৌঁছানো যায়। মারিয়া সেই জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে বাগানের মাটিতে লাফিয়ে পড়ে। পড়ে গিয়ে সারা শরীর ভিজে যায় রক্তে। যে মেট্রন তাকে এ কাজে বাধা দিতে এসেছিল তাকে প্রতিরোধ করবার মতো শক্তি তখনো ওর শরীরে অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু মারিয়া দেখে মুঠি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দানবী হারকুইলিনা। মারিয়ার দিকে একভাবে তাকিয়ে দেখছে। এরপর মারিয়া হাল ছেড়ে দেয়। যাই হোক তারা সকলে মারিয়াকে টেনে হিঁচড়ে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ রোগীদের ওয়ার্ডে নিয়ে আসে। তার সমস্ত উত্তেজনা প্রশমিত করবার জন্য তার গায়ে বরফ পানি ঢালে। পায়ে টারপেনটাইন নামের একটি ওষুধ সিরিঞ্জে ভরে তার পায়ে ইনজেকশন দিয়ে দেয়। আর এর ফলে তার পা এত ফুলে ওঠে যে তার পক্ষে হাঁটা চলাই মুশকিল হয়ে যায়।

পরের সপ্তাহে পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে মারিয়া মেট্রনের দরজায় আঘাত করে, সেই মেট্রন যে তাকে পেতে চায় আপন শয্যায়।

আর এই বশ্যতার মূল্য মারিয়া আগেই বলে দিয়েছে। এর বিনিময়ে তার স্বামীকে খবর দিতে হবে। মেট্রন রাজী হয়। এবং বলে এইসব কথাবার্তা, লেনদেন একদম গোপন রাখতে হবে। তার দিকে আঙুল তুলে বলে – যদি ওরা টের পায় তুমি মারা যাবে।

এরপরের সপ্তাহে সার্টানো সার্কাস ভ্যানে চেপে মারিয়াকে দেখতে আসে। আর আগে থেকে ঠিক করে রাখে সার্কাস থেকে কিছু নারী নিয়ে এসে মারিয়ার ঘরে ফেরা উদ্‌যাপন করবে। ডিরেকটর সার্টানোকে তার অফিস কক্ষে ডাকেন। যে অফিসকক্ষটি যুদ্ধের জাহাজের মতো পরিষ্কার ও ঝকঝকে। বেশ একটু স্নেহময় কণ্ঠে মারিয়ার বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন কেউ জানে না কোথা থেকে মারিয়া এসেছে। কি ভাবেই বা এসেছে। তবে মারিয়ার সঙ্গে কথা বলে তিনি

BanglaBook.org

ওর বিষয়ে কিছু খবরাখবর জেনেছিলেন। ওই দিন মারিয়া সম্বন্ধে খোঁজ খবর করে বলা হয়েছে ওর সত্যিকার খোঁজখবরের কোনো পরিসমাপ্তি হলো না। "অমীমাংসিত" এই ভাবে ওর ফাইল রাখা হয়েছে। কিন্তু ডিরেকটর জিজ্ঞাসা করেন কি করে সার্টানো মারিয়ার খোঁজ পেলো? সার্টানোকে বলতে হয় অন্য কথা সেই মেট্রনকে রক্ষা করবার জন্য। – ইনসুরেন্স কোম্পানি বলেছে। সার্টানো জানায়।

মাথা নেড়ে মোটামুটি সন্তুষ্টভাবে বলেন সেই ডিরেকটর – আমি বুঝতে পারছি না ইনসুরেন্স কোম্পানি কি করে আমাদের খবর পেলো। সেক্রেটারির ডেস্ক থেকে মারিয়ার ফাইল নেন ডিরেকটর। এবং এই বলে কথা শেষ করেন – একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত মারিয়ার অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ।

যদি যাদুকর সার্টানো তাদের সমস্ত শর্তাবলী মানে তাহলে তিনি মারিয়ার সঙ্গে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারেন। তার স্ত্রীর ভালোর জন্য যা যা বলা হবে তা মেনে নিতে হবে ভালো মানুষের মতো। দেখা করবার সময় কি রকম আচার আচরণ করতে হবে তাও বলে দেন সেই ডিরেকটর। বলে দেন কিভাবে কথা বলতে হবে কারণ বর্তমানে মারিয়া যে সব কাণ্ডকারখানা শুরু করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এমন কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। কিভাবে আজকাল মারিয়া ভয়ানক আকার ধারণ করে তাও বলে দেন।

– কি আশ্চর্য! সার্টানো বলে – মারিয়ার স্বভাব ছিল একটুতে রেগে ওঠা। কিন্তু নিজেকে সে সংযতও করতে পারতো।

একেবারে জ্ঞানী মানুষের ভঙ্গি করেন সেই ডাক্তার। – অনেকের ভেতরে অনেক আদিম ব্যাপার, অসংযত আচার আচরণ প্রবণতা লুকিয়ে থাকে। তারপর একদিন সময়মতো তা বেরিয়ে আসে। তবে সবচেয়ে ভালো ঘটনা মারিয়া তাদের কাছে এখন। এমন রোগীকে ঠিক করতে তাদের মতো আর কেউ পারে না। তারপর তিনি সার্টানোকে মারিয়ার টেলিফোন দুর্বলতার কথা বলেন।

– ওকে একটু আমোদিত করবার চেষ্টা করো। বলেন বিজ্ঞ ডাক্তার।

– এ নিয়ে ভাববেন না। এই আমার কাজ। বলে যাদুকর সার্টানো।

বসার ঘরটি বন্দিশালার সেল এবং চার্চের কনফেশন রুমের সংমিশ্রণ রুমে তৈরী হয়েছে। সার্টানোর সেই ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের বন্যা বইবে এমন ঘটনা কেউ আশা করেনি। ঘরের মাঝখানে একটি ছোটো টেবিল ও পাশাপাশি দুই চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। টেবিলের ফুলদানিটি ফুল শূন্য। বোঝা যায় মারিয়া এই পাগলাগারদ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। ওর পরনে শস্তা দামের জাম রংএর কোট, আর খুবই বাজে এক জোড়া জুতো, বোধকরি কেউ দান করেছে, তারই একজোড়া। হারকুইলিনা কোণায় দাঁড়িয়ে আছে প্রায় অদৃশ্য মানুষের মতো। বুকের কাছে শক্ত করে জড়ো করে রেখেছে দুই হাত। ওর স্বামীকে ঘরে আসতে দেখে মারিয়া নড়াচড়া করে না। তার মুখ ভাঙ্গা জানালার কাচে তখনো

BanglaBook.org

ক্ষত বিক্ষত, কোনো প্রকার ভাবাবেগ প্রকাশ করে না। যেন রুটিন মাফিক দুজনে একে অন্যকে চুমু খায়।

– কেমন লাগছে তোমার? সার্টানো ওকে জিজ্ঞাসা করে।

– সুখী লাগছে। শেষ পর্যন্ত তুমি আসতে পারলে মানিক। মারিয়া বলে। – মৃত্যুর মধ্যে এতদিন ছিলাম।

বসার কোনো সময় ছিল না। চোখের জলে ডুবে মারিয়া এই নরকের দুর্দশার কথা বলে। একে একে বলে মেট্রনদের জান্তব ব্যবহার, কুকুরের খাবারের মতো অখাদ্য খাবার আর সেই সব রাত আতঙ্কে মারিয়া যখন ঘুমোতে পারে নি। – এখন ঠিক মনে করতে পারি না কতদিন আমি এখানে, কতমাস, কত বছর। কেবল জানি এখানে এক দিনের চাইতে আর এক দিন খারাপ। আত্মার গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারিয়া বলে – মনে হয় না আমি আর কখনো আগের মতো হতে পারবো।

– সে সব দিন শেষ। মারিয়ার মুখের সাম্প্রতিক আঘাতে আঙুলের স্পর্শ রেখে বলে সার্টানো। প্রতি শনিবারে আমি আসবো যদি এই জায়গার পরিচালক আমাকে আসতে অনুমতি করে। দেখো, সবকিছু একেবারে ঠিক হয়ে যাবে।

ভীত দৃষ্টি ফেলে চেয়ে থাকে সার্টানোর দিকে মারিয়া। সার্টানো তার আকর্ষণীয় যাদুর গুণে মারিয়াকে ভোলাতে চায়। ডাক্তারের রোগ নির্ণয়ের সূত্র ধরে মিথ্যে স্তোক বাক্যে মিষ্টি কথায়, মিথ্যে কথায় ভোলাতে চায় সার্টানো। তবে ওর কথা ডাক্তারের কথার মিষ্টতম সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়। – আসলে আমি বলতে চাই এই আর কয়েকমাস তারপর তুমি একেবারে ভালো হয়ে যাবে।

– আল্লাহর দোহাই লাগে আমার মানিক, তুমিও কি মনে করছো আমি পাগল?

– তুমি যে কি সব ভাবো না। এই বলে হেসে ওঠে সার্টানো। – আমার মনে হয় আরো কয়েকমাস এখানে থাকা তোমার জন্য ভালো। অবশ্যই এইভাবে নয়, আরো ভালো পরিবেশে।

– কিন্তু আমি তো তোমাকে বলেছি আমি এখানে এসেছিলাম কেবল টেলিফোন করতে।

বুঝতে পারে না সার্টানো মারিয়ার টেলিফোন আসক্তি প্রসঙ্গে কি বলতে পারে সে, কেবল তাকায় হারকুইলিনার দিকে। আর এই সুযোগে হারকুইলিনা তার ঘড়ির দিকে নির্দেশ করে বলে – সাক্ষাতের সময় প্রায় শেষ। মারিয়া এই নির্দেশ অনুমান করতে পারে। পেছনে তাকায়। দেখে হারকুইলিনা তাকে আঘাত করবার জন্য তৈরী হচ্ছে। এইবার মারিয়া তার স্বামীর গলা ধরে ঝুলে পড়ে। সত্যিকারের বদ্ধ উন্মাদ রমণীর মতো চিৎকার করতে থাকে। যতখানি ভালোবাসা মেশানো সম্ভব মিশিয়ে মারিয়ার স্বামী পাগল স্ত্রীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়ায়। আর হারকুইলিনার দয়ার উপর স্ত্রীকে সমর্পণ করে। মারিয়া কিছু বোঝার আগে হাতে তালা পরিয়ে দেয় হারকুইলিনা। আর লোহার মতো শক্ত কঠিন হাতে মারিয়ার গলা ধরে। আর সার্টানো নামের সেই যাদুকরের পানে চেয়ে বলে – ভাগো।

ভয়ের চোটে সার্টানো পালায়।

BanglaBook.org

পরের শনিবারে স্যানাটোরিয়াম দর্শন করবার ভীতি কাটিয়ে সার্টানো বেড়ালটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে হাসপাতালে আসে। বেড়ালকে পরিয়েছে ওরই পোশাকের মতো পোশাক। হলুদ এবং লাল ডোরাকাটা পোশাক। মাথায় বড় হ্যাট, আর সেই হ্যাট থেকে ঝালর ঝুলছে, এমন তার রূপ দেখে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে ওরা উড়ে যাবে। সেই মঠবাড়িতে তার সার্কাসের ভ্যান নিয়ে এসেছে সার্টানো। আর তিনঘণ্টা ধরে সে এক অত্যন্ত চতুর প্রদর্শনী দেখায় সকলকে। মারিয়ার সঙ্গী সাথীরা ব্যালকনি থেকে সেই দারুণ খেলা প্রাণ ভরে উপভোগ করে। তাদের বার বার হাততালি এবং খুশীর চিৎকার শোনা যায়। সকলেই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল কেবল মারিয়া ছাড়া। কেবল এই প্রদর্শনী দেখতেই অস্বীকার করে না মারিয়া, স্বামীর সঙ্গেও দেখা করতে চায় না ও। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতেও নয়। এতে ওর স্বামী আহত হন। সেই মহান পরিচালক বলেন – আসলে এ একধরনের বিতৃষ্ণা। তবে চলে যাবে।

কিন্তু মারিয়ার বিতৃষ্ণা চলে যায় না। বার বার চেষ্টা করে সার্টানো মারিয়াকে দেখতে। কিন্তু বিফল হয়। একটি চিঠি মারিয়াকে পৌছাতে বার বার চেষ্টা করে সার্টানো। কিন্তু বার বার মারিয়া সে চিঠি না খুলেই ফেরত দেয়। কোনো কিছুই বলেনা কেন সে চিঠি চায় না। আস্তে আস্তে সার্টানো হাল ছাড়ে। কিন্তু মারিয়ার বরাদ্দ সিগারেট সরবরাহ করতে থাকে নিয়মিত। পোর্টারের অফিসে সিগারেট নিয়ে গিয়ে বলে তিনি যেন মারিয়াকে সিগারেটগুলো দেন। তারপর এই বাস্তব পৃথিবীর কাছে পরাজিত হয় সার্টানো।

এরপর সার্টানো সম্বন্ধে কেউ আর কিছু শোনে নি। কেবল শুনেছে সকলে এমন কথা সার্টানো আবার বিয়ে করে নিজ দেশে চলে গেছে। যাওয়ার আগে তার অর্ধভুক্ত বেড়ালটিকে তার এক জানাশোনা মেয়েকে দিয়ে গেছে। আর সেই মেয়েটি সার্টানোর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল ও ঠিকমতো মারিয়াকে সিগারেট সরবরাহ করবে। কিন্তু কিছুদিন পরে তাকেও আর দেখা যায় না।

রোজ রেগাস বারো বছর পরে সিগারেট সরবরাহের মেয়েটিকে একবার দেখেছিল। কোর্টে ইংগলেস দোকানে। মাথার চুল ন্যাড়া করেছে, পূর্বের হলুদ কাপড় পরনে আর দারুণ রকম অন্তসত্ত্বা অবস্থায়। সে বলেছিল রোজ রেগাসকে যতদিন সম্ভব ও মারিয়াকে সিগারেট সরবরাহ করেছে। আর নিজের জীবনের নানা জরুরি বিষয়েও ভাবতে হয়েছে তাকে। তারপর একদিন সেখানে গিয়ে সেই হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া সেখানে আর কিছু দেখেনি ও। সেই হাসপাতালটিকে সেই দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের সর্বপ্রকার ভয়াবহ স্মৃতির সঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে। শেষ দেখায় মারিয়াকে বেশ একটু নধর লাগছিল। একটু মোটাও হয়েছে। মনে হয় মঠবাড়ির জীবনযাপনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সন্ধি স্থাপন করতে পেরেছে ও। আর সেইদিন মেয়েটি মারিয়াকে বেড়ালটিও ফেরত দিয়েছিল, সার্টানো বেড়াল খাদ্যের জন্য যা টাকা দিয়েছিল সব শেষ করে।

BanglaBook.org

নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর প্রথম লিখিত প্রতিক্রিয়া

এ বছরের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার আমি পেয়েছি বলে আপনারা যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, নানাভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন, সংবাদ পরিবেশনের জন্য যে সকল সাংবাদিক কষ্ট করছেন, আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। ব্যক্তিগত স্তর থেকে এই ঘটনাটিকে অতটা বড় করে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই, যে রকম বড় করে এর আগের বছরগুলোতে দেখা হয়েছে বরং এমন একটা প্রচার-সর্বস্ব পুরস্কারের ফলে যে সামগ্রিক সুবিধা হল, তার সুযোগ আমরা, লাতিন আমেরিকার ঝলসে যাওয়া চামড়ার মানুষরা নিতে পারলাম কিনা সেটাই বিবেচ্য। সেদিক থেকে এই রাজকীয় পুরস্কারটার হয়তো কিছু মূল্য আছে, নচেৎ কিছুই নেই। 'রাজকীয়' কথাটা নোবেলের যে প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি, তার সঙ্গেই যুক্ত, শব্দটা আক্ষরিকভাবেই নেওয়া ভাল, বাচ্যার্থে নয়। তাহলে আবার এই আনন্দমুহূর্তে সেই কথাগুলো এসে যাবে যে ঠিক কতজন ইউরোপিয় রাজা এসে কতবার কত পরিমাণ সম্পদ অপহরণ করে নিয়ে গেছে ইতিহাস নথিভুক্ত নথিবহির্ভূত পদ্ধতিতে, যার জন্য তারা ধনী, রাজকীয় এবং ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত। আমাদের পুরনো গল্পগুলির দিকে নজর দিলেই টের পাবেন আপনারা, যেখানে আমাদের মাথা-খারাপ হওয়া রাজারা পথের ভিখারি হয়ে যাদের খুঁজে চলেছেন, মার দেবেন বলে, হেনস্থা করবেন বলে, তাঁরা সকলেই ইউরোপিয়। তাহলে সেই কথাটাই চলে এল, কারা বেশি রাজকীয় ছিল, কারাই বা এখন ওই বিভ্রমের শক্তিতে বেশি রাজকীয়– তার কথা বলতে গেলে বলতেই হবে লাতিন আমেরিকার সংকট ও সংগ্রামের কথা। আর সেই সাম্যের গল্প, যার আদিতে ছিল একটা বুড়ো, ঝোলা ভর্তি পাথর, ছাবে, ন্যুজ চেহারায় সে চলতেই পারত না। লোকে ভাবত সম্পদশালী এই বৃদ্ধ সব সমস্যার সমাধানকারী জাদুকর। উন্নত দেশগুলোর শিশুরা যেমন ভাবে, অন্তত একরাতের জন্য আসে সান্তাক্লজ। আমাদের সেই গিওভানো বৃদ্ধ যখন ভাগ করেছিল পাথরগুলো, তখন সকলেই ক্ষুব্ধ হয়েছিল ওগুলো রুটি নয় বলে, মাংস-পানীয় নয় বলে কিংবা সোনা নয় বলে। শেষে ওই সব সমস্যা সমাধানকারী বৃদ্ধ বলল, ওই পাথরগুলো ছুঁড়ে মারতে, আর তাহলেই সাম্য আসবে। যদি লাতিন আমেরিকার সেইসব সম্পদ না-থাকে, খাদ্য না-থাকে, তাহলে এই পাথরগুলো আছে। আমাদের ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞানের ধারণাকে বদলে দেখার জন্য, কিম্ভূত দানবদের গল্প থেকে মুক্ত করে

BanglaBook.org

দেখার জন্য এইসব পাথরগুলো নিশ্চয় একদিন সাহায্য করবে। জানি না সেই দিন কবে, আরও কত দূরে। তবে, আশার কোনো সীমা নেই। স্বপ্নের কোনো সংকোচ নেই। সমস্ত লাতিন আমেরিকাই মনে করে ভুল করার একচেটিয়া অধিকার ইউরোপ-উত্তর আমেরিকার নয়, এবার তাদেরও, অর্থাৎ আমাদেরও। আর তার জন্যই আমাদের আসল লড়াই, নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই করে বাঁচার নিত্যদিনের সংকট উত্তরিত করে। শুধু ভাষা বা সাহিত্য দিয়ে দেখলে চলবে না, প্রত্যেকটা ঘরছাড়া, পথ হারানো মানুষের ধূলি জালের মধ্যে দিয়ে দেখতে হবে কোথায় লুকিয়ে রয়েছে শতাব্দীর নিঃসঙ্গতার চিত্রকল্প, প্রলাপ বকে যাওয়ার ইতিহাস। তবেই খুঁজে পাওয়া যাবে সেই লাতিন আমেরিকাকে, যা একদিন ছিল অথবা যা সে হতে চায়। একে কেউ হাভানা চুরুটের বিজ্ঞাপন হিসাবে নেবেন না, সত্যিকারের যে আয়না, কোনো দাগ অথবা ভাঙার চিহ্নমাত্র নেই, তার যে প্রতিচ্ছবি– উল্টো কিন্তু আসলের মত, সেভাবেই নেবেন। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। পুরস্কারটার সম্পর্কে যত আনন্দই হোক, এর চেয়ে বেশি নয়। আপনারা আমার পাশে যতবার এসে দাঁড়িয়েছেন, অযথা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, ভালবাসা দেখিয়েছেন, তার মূল্য অনেক বেশি আবার প্রমাণ হল। এই সংযোগের চেষ্টা আর তার ভাষা যেন বহুদিন বেঁচে থাকে, সেটাই তো কথা বলা মানুষের আদি শক্তিস্থল। আবার ধন্যবাদ জানবেন।

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

সূত্র : মার্কেস লাইব্রেরি, ওয়েব সাইট

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লাতিন আমেরিকার নিঃসঙ্গতা

জলপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার প্রথম সফরে, ম্যাগেলানের সঙ্গে ছিলেন, ফ্লোরেন্সের এক নাবিক আন্তনিও পিগাফেত্তা, আমাদের দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য দিয়ে যাবার সময় যিনি একটি তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ লিখেন; বিবরণটিকে তা সত্ত্বেও আজগুবি আষাঢ়ে গল্প বলেই মনে হয়। তাতে তিনি লিখেন যে তিনি এমন সব শুয়োর দেখেছেন, যাদের নাভি কুঁচকির ওপরে, এমন সব পা-বিহীন পাখি, যাদের পক্ষিনীরা পুরুষ পক্ষীর পিঠে ডিম পাড়ে, এমন এক ধরনের পাখি যাদের জিভ-ছাড়া পেলিকানের সঙ্গে মিল আছে, ঠোঁটগুলি তাদের চামচের মতো। তিনি এও লিখেন যে এক জন্তু তাঁর চোখে পড়েছে যার মাথা আর কানটা খচ্চরের, দেহটা উটের, পা হরিণের ও ডাকটা ঘোড়ার। তিনি বলেন, পাতাগোনিয়ায় প্রথম অধিবাসীটির সামনাসামনি হলে কেমন করে তার সামনে তাঁরা মেলে ধরেছিলেন একটা আয়না, যাতে নিজের ছায়া দেখে আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে যায় সংরক্ত দানবটি।

পিগাফেত্তার ছোটো ও মনকাড়া বইটা, যাতে তখনই লুকোনো ছিল আমাদের বর্তমান উপন্যাসের বীজ, সে-সময়ে লেখা আমাদের বাস্তবতার সবচেয়ে চমকপ্রদ আলেখ্য কিন্তু আদপেই নয়। ইন্‌ডিসের বিবরণী লেখকেরা আমাদের জন্য এমন অনেক কাহিনীই রেখে গেছেন। এল দোরাদো– সেই হন্যে হয়ে খোঁজা অলীক শহরটি, বহু, বহু বছর ধরে নানা মানচিত্রে আঁকা হয়ে থাকে,– মানচিত্রকরের খেয়ালখুশি মতো তার অবস্থান আর চেহারাটাই কেবল বদলে যায়। কিংবদন্তির মানুষ, আলভার নুনিয়েথ কাবেথা দা ভাকা, মেক্সিকোর উত্তরে আট বছর ধরে, চিরন্তন যৌবনের ঝরণার খোঁজে অভিযান চালান, এমন এক দুঃস্বপ্নে ভরা অভিযান, যাতে দলের লোকেরা একে অপরকে খেয়ে ফেলে, যে ছশো জন তাতে যোগ দেয়, তাদের মধ্যে ফিরে আসে স্রেফ পাঁচ জন। যে-সব রহস্যের এখনো কোনো কিনারা হয়নি, তাদের একটা হলো, এগারো হাজার খচ্চরের রহস্য আতাহুয়াল্‌পার মুক্তিপণ বাবদ প্রত্যেকের পিঠে একশ পাউণ্ড সোনা চাপিয়ে কুস্‌কো থেকে একদিন তাদের রওনা করানো হয়, কিন্তু যেখানে যাবার সেখানে তারা পৌঁছায় না। পরে দেখা যায় যে যে-সব মুরগিদের পলিমাটি অঞ্চলে পালন করা ও কার্তাহেনা দে ইন্‌দিয়াসে বিক্রি করা হয়, তাদের পাকস্থলিতে রয়েছে সোনার ছোটো ছোটো ডেলা। আমাদের প্রতিষ্ঠাতাদের এই স্বর্ণউন্মাদনা এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে

BanglaBook.org

এসেছে। গত শতকেও দেখা গেছে, পানামা যোজকের ওপর দিয়ে আন্তঃ সামুদ্রিক রেলপথ তৈরি করা যায় কিনা খতিয়ে দেখতে যে আলেমান দলটিকে নিযুক্ত করা হয় তারা সাব্যস্ত করে, প্রকল্পটি সম্ভবপর হতে পারে এক শর্তে : লোহা দিয়ে রেলগুলিকে বানালে চলবে না, কেননা, এ অঞ্চলে তা দুষ্প্রাপ্য, বানাতে হবে সোনা দিয়ে।

ইস্পানি তাঁবে থেকে মুক্তি পেলেও পাগলামির হাত থেকে আমাদের রেহাই দেয় না। মেক্সিকোর তিনবার একনায়ক, জেনারেল আন্তনিও লোপেস দে সান্তানা, তথাকথিত 'পেস্ট্রি' যুদ্ধে তিনি যে তাঁর ডান পা'টা হারান, তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার করেন জাঁকজমকের সঙ্গে। জেনারেল গাব্রিয়েল গার্সিয়া মোরোনা ইকুয়েডরকে ষোল বছর শাসন করেন সার্বভৌম সম্রাট হিসেবে : পদকবিভূষিত, পুরো সামরিক সাজে সজ্জিত, রাষ্ট্রপ্রধানের গদিতে অধিষ্ঠিত তাঁর মরদেহ নিজেই নিজের নিশিপালন করে। এক নৃশংস ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে যিনি তিরিশ হাজার কৃষক মেরে ফেলেন, এল সালভাদরের সেই দিব্যজ্ঞানী স্বৈরাচারী শাসক, জেনারেল মাক্সিসিলিয়ানো এর্নানদেশ মার্তিনেস, তাঁর খাবারে বিষ আছে কিনা পরখ করবার জন্য একটা পেণ্ডুলাম উদ্ভাবন করেন ও স্কার্লেট জ্বরের মহামারীকে ঠেকাবার জন্য রাস্তার আলো লাল কাগজে মুড়ে দেন। তেগুসিয়াগাল্পার প্রধান চত্বরে জেনারেল ফ্রান্সিস্কো মোরাসানের যে মূর্তিটি খাড়া করা হয় তা হলো প্যারিসের এক হাতফেরতা ভাস্কর্যের গুদাম থেকে কিনে আনা মার্সেল নে'র মূর্তি।

এগার বছর আগে, আমাদের যুগের এক বিশিষ্ট কবি, পাবলো নেরুদা স্টকহোমে যান। তারপর থেকে, ইউরোপিও সজ্জনেরা– কখনো-সখনো দুর্জনেরাও বটে– লাতিন আমেরিকা থেকে আসা অদ্ভুতুড়ে সব খবর শুনে, ক্রমশ আরো বেশি করে হকচকিয়ে যাচ্ছেন; লাতিন আমেরিকা, সেই সীমানাবিহীন রাজ্য যেখানকার ভূতে-পাওয়া লোক ও কিংবদন্তীর মেয়েদের অন্তহীন একগুঁয়েমি একাকার হয়ে মিলে-মিশে যায় উপকথাতে। আমরা একটা মুহূর্তের জন্যও বিরাম পাইনি। এক প্রমেথিউসবৎ রাষ্ট্রপ্রধান, তাঁর জ্বলন্ত প্রাসাদে, ঘাঁটি গেড়ে, একটা একটা গোটা সৈন্যদলের মোকাবিলা করতে করতে প্রাণ হারান; আর একজন মহৎ-হৃদয় রাষ্ট্রপ্রধান ও একজন গণতন্ত্রী সৈনিক, যিনি তাঁর দেশবাসীকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাদের মর্যাদা, মারা যান এমন দুটো সন্দেহজনক প্লেন দুর্ঘটনায় যাদের এখনও কোনো কিনারা হয়নি। পাবলো নেরুদা স্টকহোমে যাবার পর লাতিন আমেরিকায় পাঁচটা যুদ্ধ ও সতেরটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেছে; ঘটেছে এক পৈশাচিক একনায়কের উত্থান, যে ঈশ্বরের নামে এখন, আমাদের যুগে লাতিন আমেরিকায় প্রথম, জাতিহত্যার অভিযান চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে এক বছর বয়স হবার আগেই মারা গেছে লাতিন আমেরিকার বিশ লক্ষ শিশু– ইউরোপে যত শিশু জন্মেছে, এই সংখ্যাটা তার চেয়ে অনেক বেশি।

লোস দেসপারসিদোস, নিপীড়নের ফলে নিখোঁজ যারা, তাদের সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজারের মতো– উপসালা শহরের বাসিন্দারা হঠাৎ উবে গেলে যেমন হবে,

BanglaBook.org

অনেকটা সে রকম। অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় গ্রেফতার হওয়া অসংখ্য মহিলারা প্রসব করেছেন আর্জেন্টিনার জেলে; কিন্তু কেউ ঐ শিশুদের হদিশ বা পরিচয় জানে না; সামরিক কর্তাব্যক্তিদের হুকুমে হয় তাদের চুপিচুপি কারো পোষ্য করিয়ে দেওয়া হয়েছে নয় পাচার করা হয়েছে অনাথ আশ্রমে। গোটা মহাদেশে প্রায় দু-লক্ষ নারী-পুরুষ মারা গেছে, কেননা তারা লড়েছিল, কেননা তারা চায়নি জগৎটা একইরকম থেকে যাক। আর এক লক্ষের ওপর মানুষ মারা গেছে মধ্য আমেরিকার তিনটি ছোটো, দুর্ভাগা দেশে : নিকারাগুয়া, এল সালভাদর ও গুয়াতেমালায়। এটা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটত তাহলে আনুপাতিক সংখ্যাটা দাঁড়াত গিয়ে চার বছরে ষোল লক্ষ রক্তাক্ত মৃত্যুতে। যে-দেশ আতিথ্যের ঐতিহ্যের জন্য খ্যাত, সেই চিলি থেকে পালিয়ে গেছে দশ লক্ষ মানুষ জনসংখ্যার দশ শতাংশ। নিজেদের যারা মহাদেশের সবচেয়ে সুসভ্য মানুষ বলে জ্ঞান করে সেই পঁচিশ লক্ষ বাসিন্দার ছোট্ট দেশ উরুগুয়ের প্রতি পাঁচ নাগরিকের মধ্যে একজন এখন দেশান্তরী, ১৯৭৯ থেকে এল সালভাদরের গৃহযুদ্ধ প্রায় প্রতি বিশ মিনিটে তৈরি করছে একজন উদ্বাস্তু ও অনিচ্ছুক দেশান্তরীদের নিয়ে যদি একটা দেশ গড়া যায়, তার জনসংখ্যা তাহলে নরওয়ের জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে।

আমার মনে হয় যে এই ভয়ঙ্কর বাস্তবতাই– কেবল সাহিত্যে তার প্রতফলনই নয়– সুইডিশ সাহিত্য একাডেমির মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। নেহাৎ-ই ভাগ্যক্রমে, এই যে ভবঘুরে স্মৃতিভারাতুর কলম্বিয়ার মানুষটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, সে এমনই এক বাস্তবতার তুচ্ছ-নগণ্য অংশ যা কাগুজে নয়, বরং এমন কিছু যা বেঁচে থাকে আমাদের ভেতরে, যেটা ঠিক করে দেয় আমাদের অগুনতি দৈনিক মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনা, যা দুঃখ আর সৌন্দর্যে ভরা তৃপ্তিহীন সৃষ্টিশীলতার উৎসটিকে বাঁচিয়ে রাখে। ঐ লাগামছাড়া বাস্তবতায় সৃষ্ট সব জীব আমরা কবি ও ভিখারি, সুরকার ও দিব্যজ্ঞানী, যোদ্ধা ও দুর্বৃত্ত– কল্পনাশক্তির কাছে আমাদের খুব একটা চাইতে হয়নি, কেননা আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এমন এক পদ্ধতি বা উপায় খুঁজে বের করা যা দিয়ে আমাদের জীবনকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। বন্ধুগণ, আমাদের নিঃসঙ্গতার আসল মানে এটাই।

আর এই সমস্যাটি, যেটা আমাদেরই অন্তঃসার থেকে উদ্ভূত আমাদের যদি উদ্ভট বেমানান করে তোলে, তাহলে অন্তত বোঝা যায় যে, নিজেদের সংস্কৃতির মহিমার ধ্যানেই মগ্ন, বিশ্বের এ-দিককার যুক্তিবাদী মনমশীল দিগ্‌গজেরা আমাদের ব্যাখ্যা করবার জন্য কোনো যুক্তিসংগত পদ্ধতি খুঁজে পাবেন না। জীবন সবাইকে সমান ভাবে বিধ্বস্ত করে না, আমাদের স্বরূপের সন্ধানও তাঁদের মতনই কষ্টকর ও রক্তাক্ত হতে পারে, এসব ভুলে গিয়ে যে মাপকাঠি তাঁরা নিজেদের জন্য ব্যবহার করেন, ঠিক সেটা দিয়েই যে আমাদের তাঁরা জোর জবরদস্তি জরিপ করতে চাইবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। নিজেদের বাস্তবতাকে বিদেশি সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা আমাদের আরো বেশি অজানা, আরো কম স্বাধীন, আরো বেশি নিঃসঙ্গ করে

BanglaBook.org

তোলে। মহামান্য ইউরোপ হয়তো আর একটু বেশি অনুধাবন করে উঠতে সক্ষম হবেন যদি আমাদের তিনি নিজের অতীতের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করেন : যদি স্মরণ করেন যে শহর ঘিরে প্রথম দেয়াল তুলতে লণ্ডনের সময় লেগেছিল তিনশ বছর, একজন বিশপ জোগাড় করতে আরো তিনশ বছর; এই ইট্রাস্কানের রাজা রোমকে ইতিহাসে নোঙর করে দেবার আগে বিশ শতক ধরে তাকে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে সহ্য করতে হয়েছিল প্রসবযন্ত্রণা। আর আজকের শান্তশিষ্ট সুইসরা, অল্প ঝাঁঝের পনীর আর দুর্দান্ত ঘড়ি উপহার দিয়ে আমাদের চমৎকৃত করেন যাঁরা, এই সেদিন পর্যন্ত ষোল শতকেও, ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে রক্তে রাঙিয়ে এসেছেন ইউরোপকে। এমন কি নব জাগরণের তুঙ্গ পর্বেও সম্রাটের মাইনে-পুষ্ট ভাড়াটে সৈনিকরা রোমে লুঠতরাজ আর ধ্বংস করে খতম করে আট হাজার বাসিন্দা।

টোনিয়া ক্রোগারের অবাস্তব কল্পনাটাকে আমি আদৌ মূর্ত করে তুলতে চাই না; নিষ্কলঙ্ক উত্তরকে সংরক্ত দক্ষিণের সঙ্গে যুক্ত করার যে-স্বপ্নকে পঞ্চান্ন বছর আগে স্টকহোমে মহিমামণ্ডিত করে পেশ করেছিলেন টমাস মান। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি, যে-সব স্বচ্ছ-দৃষ্টি ইউরোপিওরা ন্যায় সঙ্গত, মানুষের বাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য লড়াই করেন, তাঁরা অন্তত আমাদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটিয়ে আমাদের উপকারে আসতে পারেন। আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে সংহতি স্থাপনেই আমাদের নিঃসঙ্গতা-বোধ যে কমে যাবে তা নয়,– যাদের দরকার সবচেয়ে বেশি, তাদের এখনও এই অলীক বিশ্বাস টিকে আছে যে একদিন এমন জীবনযাপন করা যাবে যখন জগতের ন্যায্য ভাগ থেকে তারা বঞ্চিত হবে না।

নিজের ইচ্ছা শক্তি খুইয়ে দাবার বোড়ে হয়ে থাকতে লাতিন আমেরিকা চায় না, চাইবার কোনো কারণও নেই; আর এটাও নিছক আকাশ কুসুম কল্পনা নয় যে তার স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার সন্ধান পশ্চিমের ইপ্সিত লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে। যাই হোক্ নৌবিদ্যার অগ্রগতি যেমন আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব কমিয়েছে, তেমনি বাড়িয়েছে সাংস্কৃতিক দূরত্ব। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের যে স্বকীয়তা সাদরে মেনে নেওয়া হয়, তা কেন সামাজিক রদবদলের জন্য আমাদের কঠিন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এত সন্দেহের চোখে দেখা হয়? কেন মনে করা হয় যে, যে সামাজিক ন্যায় প্রগতিশীল ইউরোপিয়রা তাঁদের দেশে চান, অসমান পরিস্থিতির জন্য পদ্ধতির পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে, তা লাতিন আমেরিকারও লক্ষ্য হতে পারে না? নাঃ আমাদের ইতিহাসের অপরিমেয় হিংস্রতা আর যন্ত্রণা এসেছে বহু যুগের অসাম্য ও অকথ্য তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে, তিন হাজার লিগ দূরে কোথাও ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে নয়। কিন্তু বহু ইউরোপিয় নেতা ও ভাবুক এ-কথা বিশ্বাস করেছেন অনেকটা সেই সব বুড়োদের ছেলেমানুষি নিয়ে যাঁরা তাঁদের যৌবনের ফলিয়ে ওঠানো বাড়াবাড়ির কথা ভুলে গেছেন : যেন বিশ্বের দুই বিরাট প্রভুদের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে থাকাই হলো আমাদের এক মাত্র নিয়তি। বন্ধুগণ, এই হলো আমাদের নিঃসঙ্গতার মাত্রা। তাও, নিপীড়ন, লুঠতরাজ সত্ত্বেও, পরিত্যক্ত হয়েও

BanglaBook.org

আমরা জীবন দিয়ে সাড়া দিই। না বন্যা না মারী, না দুর্ভিক্ষ না প্লাবন, এমনকি শতকের পর শতক ধরে চলা অন্তহীন যুদ্ধ-বিগ্রহ, মৃত্যুর ও পর জীবনের নাছোড় সুবিধাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। এমন এক সুবিধা যা বেড়েই চলে : যতজন মারা যায় তার চেয়ে সাত কোটি চল্লিশ লক্ষের বেশি মানুষ প্রতিবছর জন্মায়। একবছরে নিউইয়র্কের জন সংখ্যাকে সাতগুণ বাড়িয়ে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। এইসব শিশুদের বেশির ভাগই জন্মায় এমন সব দেশে, যাদের যথেষ্ট সংস্থান নেই– তাদের মধ্যে লাতিন আমেরিকারও আছে।

অন্যদিকে, আজ পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মেছে কেবল তার একশ গুণই নয় যত প্রাণী এই দুর্ভাগ্যের গ্রহে প্রকাশ নিয়েছে, সমস্ত নিশ্চিহ্ন করবার জন্য ধ্বংস করার ক্ষমতা বাড়িয়ে চলায় সফল হয়েছে সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলো। আজকেরই মতো একটি দিনে, আমার গুরু উইলিয়াম ফকনার বলেছিলেন, 'মানুষের শেষ মেনে নিতে আমি রাজি নই।' আমি তাঁর জায়গায় দাঁড়াবার অযোগ্য বলে নিজেকে মনে করতাম, যদি এ-ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ সচেতন না হতাম যে, বত্রিশ বছর আগে যে বিরাট ট্রাজেডিকে মেনে নিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন তা আজ এই প্রথম, মানুষের ইতিহাসে একটা সাধারণ বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা মাত্র। এই ভয়ঙ্কর সত্য– মানব ইতিহাসে এতদিন যা শুধুই কল্পনার বস্তু ছিল,– তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা, যাদের কোনো কিছু বিশ্বাস করবার অধিকার আমাদের আছে যে এক নতুন ধরনের কল্পরাষ্ট্র গঠনের কাজে লেগে পড়া যায়, এখনও খুব দেরি হয়ে যায়নি। গড়ে উঠবে জীবনের এক নূতন ও চূড়ান্ত কল্পরাষ্ট্র, যেখানে কে কীভাবে মারা যাবে তা অন্যেরা ঠিক করে দেবে না, যেখানে প্রেম সত্য হবে, সম্ভব হবে সুখি হওয়া, আর যেখানে যে-সব জাতিরা দণ্ডিত হয়েছিল একশ বছরের নিঃসঙ্গতায়, তারা অবশেষেও চিরকালের মতো, দ্বিতীয় সুযোগ পাবে পৃথিবীতে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG